রোমীয়দের প্রতি পত্র

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

Shepherds Global Classroom বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খ্রিষ্টীয় নেতাদের পাঠ্যক্রম প্রদান করে খ্রিষ্টের দেহকে সজ্জিত করার জন্য বিদ্যমান। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বের প্রতিটি দেশে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষকদের হাতে ২০টি কোর্সের পাঠ্যসূচি তুলে দিয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা।

এই কোর্সটি বিনামূল্যে ডাউনলোডের করা যেতে পারে: https://www.shepherdsglobal.org/courses

মূল লেখক: ড. স্টিফেন কে. গিবসন (Dr. Stephen K. Gibson)

ইংরেজি তৃতীয় সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ড. অরুণ কুমার সরকার।

কপিরাইট © ২০২২ Shepherds Global Classroom

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলি তাদের নিজ নিজ মালিকের কপিরাইট এবং বিভিন্ন লাইসেন্সের অধীনে শেয়ার করা হয়েছে।

শাস্ত্র উদ্ধৃতিগুলি পবিত্র বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে © ২০১৯ Biblica, Inc. বিশ্বব্যাপী গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।

অনুমতি বিজ্ঞপ্তি:

এই কোর্সটি নিম্নলিখিত নির্দেশিকার অধীনে প্রিন্ট এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে অবাধে মুদ্রিত এবং বিতরণ করা যেতে পারে: (১) কোর্সের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না; (২) মুনাফার জন্য কপি বিক্রি করা যাবে না; (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিউশন ফি নিলেও এই কোর্সটি ব্যবহার/কপি করতে পারবে; এবং (৪) Shepherds Global Classroom-এর অনুমতি ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কোর্সটি অনুবাদ করা যাবে না।

সূচিপত্র

কোর্সের পর্যালোচনা ৫

রোমীয়দের প্রতি পত্রের রূপরেখা ৯

(১) পত্রের ভূমিকা ১১

(২) পরজাতীয় ত্রুটি ২৩

(৩) ইস্রায়েলীয় ত্রুটি ৩৫

(৪) সার্বজনীন পরিস্থিতি ৪৫

(৫) ধার্মিকগণিত হওয়ার উপায় ও অর্থ ৫৫

(৬) পাপের উপর বিজয় ৬৭

(৭) দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত পাপী ৮৫

(৮) পবিত্র আত্মায় জীবন ৯৭

(৯) ঈশ্বরের নির্বাচন ১০৫

(১০) একটি জরুরি বার্তা ১১৩

(১১) পরিচর্যা এবং সম্পর্ক সকল ১২৩

(১২) মিশনের জন্য দর্শন ১৩৫

পর্যালোচনা এবং ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্ন সকল ১৪৩

সুপারিশকৃত পুস্তক সমূহ ১৪৯

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড ১৫১

কোর্সের পর্যালোচনা

কোর্সের বিবরণ

রোমীয় বিশ্বাসীদের প্রতি লেখা পত্রটি পৌলের উদ্দেশ্য ও বার্তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছে। তিনি সুসমাচারের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন যাতে বোঝানো যায় যে কেন পৃথিবীর প্রত্যেকেরই এটি প্রয়োজন। এই পত্রটি সমগ্র ইতিহাস জুড়ে মন্ডলীর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এটিতে অনেক বিতর্কিত ধর্মতত্ত্ব রয়েছে। এই কোর্সটি রোমীয় পুস্তকের শিক্ষাগুলি পরীক্ষা করে এবং খ্রিষ্টীয় জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সেগুলি প্রয়োগ করে।

কোর্সের উদ্দেশ্য

১। ঈশ্বরের পরিত্রাণের প্রস্তাব এবং তাঁর বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা।

২। যারা সুসমাচার শোনেননি, তাদের বিষয়ে মিশনতাত্ত্বিক (missiological) বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

৩। একজন বিশ্বাসীর পক্ষে পাপের উপর যে বিজয় সম্ভব এবং স্বাভাবিক, তা বোঝা।

৪। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় ইস্রায়েল এবং মন্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক অধ্যয়ন করা।

৫। মণ্ডলীতে মতবাদ সংক্রান্ত বিতর্কের ভিত্তি হয়ে ওঠা বিবৃতিগুলির প্রেক্ষাপট বোঝা।

৬। সারা বিশ্বে সুসমাচার প্রচারের জন্য মন্ডলীর মিশনের প্রতি আবেগ অর্জন করা।

পাঠের নকশা

প্রতিটি পাঠ একটি সেশনে শেখানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠের জন্য দুই ঘন্টা বা তার বেশি সময় প্রয়োজন হতে পারে। যদি সংক্ষিপ্ত সেশনের প্রয়োজন হয়, তাহলে পাঠগুলিকে ছোট ছোট পরিমাণে ভাগ করা যেতে পারে।

পাঠে ক্লাস লিডারের জন্য নির্দেশগুলি *বাঁকা হরফে* (আইটালিক) রয়েছে।

ক্লাসের প্রায়শই 'রোমীয়দের প্রতি পত্রের রূপরেখা' উল্লেখ করা উচিত যা ১ নং পাঠের ঠিক আগে প্রদর্শিত হয়েছে। ক্লাস যখন প্রতিটি অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন করে, শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন কিভাবে সেই অনুচ্ছেদটি পুস্তকের সেই অংশের প্রেক্ষাপটে এবং সমগ্র পুস্তকের প্রেক্ষাপটের সাথে খাপ খায়।

প্রতিটি পাঠের জন্য কিছু পর্যালোচনা মূলক প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি ক্লাস সেশনের শুরুতে, ক্লাস লিডারকে পূর্ববর্তী পাঠের পর্যালোচনা প্রশ্ন এবং অন্যান্য অতীত পাঠের কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত। নিশ্চিত করুন যে সমস্ত শিক্ষার্থী উত্তর দিচ্ছে। যদি কেউ অংশগ্রহণ না করে, তবে তার নাম উল্লেখ করে একটি প্রশ্ন করুন। উপাদান সামগ্রীর ভুল বোঝাবুঝি সংশোধন করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। পর্যালোচনা প্রশ্নগুলি অন্তিম পরীক্ষায় ব্যবহার করার জন্য একই প্রশ্ন। প্রয়োজনে উত্তরগুলি পর্যালোচনা করুন এবং সংশোধন করুন। ক্লাস লিডার shepherdsglobal.org-এ উত্তরগুলি অ্যাক্সেস করতে পারেন।

আলোচনার প্রশ্ন এবং **ক্লাসের কার্যক্রম ►** চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। আলোচনার প্রশ্নগুলির জন্য, ক্লাস লিডারকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং বেশ কয়েকটি ছাত্রছাত্রীকে সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দেওয়ার অনুমতি দিতে হবে। কখনও কখনও প্রশ্নটি এমন উপাদান পর্যালোচনা করে যা সবেমাত্র অধ্যয়ন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের সঠিক উত্তর দেওয়া উচিত। যদি বিভ্রান্তি থাকে, ক্লাস লিডারকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপাদানটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অন্য সময়ে, প্রশ্নটি নতুন উপাদান উপস্থাপন করে। তখন, শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর দিতে হবে এমন নয় এবং সিদ্ধান্তে আসাও জরুরি নয়। প্রশ্ন শুধুমাত্র তাদের নতুন উপাদান শেখার জন্য প্রস্তুত করে।

বন্ধনীতে প্রতিটি শাস্ত্রের রেফারেন্স অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই। বিবৃতিগুলি সমর্থন করার জন্য রেফারেন্স প্রদান করা হয়েছে।

কখনও কখনও একটি পাদটীকা দেখাবে যে পাঠে বা কোর্সের অন্য অংশে আরও তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে। অবিলম্বে ক্লাসের জন্য আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন না হলে সেই উপাদানটিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

ক্লাস লিডার একজন ছাত্রকে পাঠের পাশে বাক্সে থাকা উদ্ধৃতিগুলি ব্যাখ্যা করতে বলতে পারেন।

অধিকাংশ পাঠে ছবি সহ একটি বাক্স রয়েছে এবং রোম সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক নোট রয়েছে। নোটটি পাঠের সাথে সম্পর্কিত নয়। তাই পাঠ উপস্থাপনায় ঐতিহাসিক নোট অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক নয়।

প্রতিটি ক্লাস সেশনের শুরুতে, ক্লাস লিডারকে আগের সেশনের লিখিত অ্যাসাইনমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের লেখার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় গ্রুপকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট

এটি একটি বাইবেল শিক্ষার ক্লাস। ছাত্রছাত্রীদের উচিত তাদের বাইবেল খোলা রাখা এবং পাঠের অনুচ্ছেদটি দেখা।

কোর্সের পিছনের দিকে **অ্যাসাইনমেন্টগুলির সম্পূর্ণ রেকর্ড** রাখার জন্য একটি চার্ট দেওয়া হয়েছে।

এই কোর্সটি চলাকালীন সপ্তাহগুলিতে, শিক্ষার্থীকে রোমীয়দের প্রতি পত্রের একটি অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে তিনটি প্রচার বা পাঠ প্রস্তুত করতে হবে এবং ক্লাস বাদ দিয়ে অন্য গ্রুপের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিটি উপস্থাপনার পরে, তাকে কিছু শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে কীভাবে উপস্থাপনাটি উন্নত করা যেতে পারে। তাকে তার উপস্থাপনার নোট, উপস্থাপিত গ্রুপ এবং ইভেন্টের বর্ণনা, এবং উন্নতির জন্য তার পরিকল্পনাগুলি ক্লাস লিডারকে প্রদান করতে হবে।

শিক্ষার্থীর উচিত কমপক্ষে দু'টি কথোপকথন প্রস্তুত করা যেখানে তিনি তার থেকে ভিন্ন মতবাদ পোষণকারী মন্ডলীর বিশ্বাসীদের সাথে কথা বলবেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন যে কেন তারা তাদের ধর্মমত পোষণ করেন। তাকে রোমীয়দের প্রতি পত্রের অনুচ্ছেদগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত যা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। তাকে কথোপকথনের একটি বিবরণ লিখতে হবে এবং ক্লাস লিডারকে তা দিতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি এই অ্যাসাইনমেন্টটি ৯ নং পাঠ অধ্যয়নের পরে সম্পন্ন করা হয়।

১২ নং পাঠ বাদে, প্রতিটি পাঠে একটি **লেখার অ্যাসাইনমেন্ট** রয়েছে। এগুলির প্রতিটি পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে সম্পন্ন করতে হবে এবং ক্লাসের শুরুতে ক্লাস লিডারকে দিতে হবে। ক্লাস লিডারকে ছাত্রছাত্রীদের লেখাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার নেতৃত্ব দিতে হবে।

কোর্স শেষে একটি **ফাইনাল পরীক্ষা** রয়েছে। কোনো সাহায্য ছাড়াই এবং কোনো লিখিত উপাদান না দেখে শিক্ষার্থীদের নিজেই পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। এই কোর্সের শেষের দিকে প্রশ্নের তালিকা দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষাটি শেষ সেশনে শেষ পাঠটি কভার করার পর বা অন্য কোন সময়ে নেওয়া যেতে পারে। পরীক্ষার সময় সংক্ষেপ করার জন্য, শিক্ষক প্রয়োজনে ২০টি প্রশ্ন বেছে নিতে পারেন। ২০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে কিছু শিক্ষার্থীর এক ঘন্টা সময় লাগতে পারে। কোন প্রশ্নগুলি ব্যবহার করা হবে তা শিক্ষার্থীদের জানা উচিত নয় এবং তাদের সমস্ত পর্যালোচনা প্রশ্নগুলি অধ্যয়ন করা উচিত।

শিক্ষার্থীদের প্রতিটি ক্লাস সেশনে উপস্থিত থাকা উচিত। যদি একজন শিক্ষার্থী একটি সেশনে অনুপস্থিত থাকে, তবে তার উচিত সেই সেশনটির পাঠ অধ্যয়ন করা, তা ক্লাস লিডারের সাথে পর্যালোচনা করা এবং অ্যাসাইনমেন্ট লেখা।

রোমীয়দের প্রতি পত্রের রূপরেখা

পর্ব ১: শুভেচ্ছা এবং বিষয়বস্তুর পরিচিতি (রোমীয় ১:১-১৭)

পর্ব ২: বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা (রোমীয় ১:১৮-৩:২০)

প্যাসেজ ১: পরজাতীয় ত্রুটি: মূর্তিপূজার জন্য ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান (রোমীয় ১:১৮-৩২)
প্যাসেজ ২: ইস্রায়েলীয় ত্রুটি: আনুগত্য বিহীন জ্ঞান (রোমীয় ২:১-২৯)
প্যাসেজ ৩: সর্বজনীন দণ্ডাজ্ঞার ন্যায় (রোমীয় ৩:১-২০)

পর্ব ৩: ধার্মিকগণিত হওয়ার উপায় এবং অর্থ (রোমীয় ৩:২১-৫:২১)

প্যাসেজ ১: ঈশ্বরের উপায়ে ধার্মিকগণিত হওয়া (রোমীয় ৩:২১-৩১)
প্যাসেজ ২: অব্রাহামের উদাহরণ (রোমীয় ৪ অধ্যায়)
প্যাসেজ ৩: খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্ত (রোমীয় ৫ অধ্যায়)

পর্ব ৪: ধার্মিকগণিতদের পবিত্রকরণ (রোমীয় ৬- ৮ অধ্যায়)

প্যাসেজ ১: পাপের উপর বিজয় (রোমীয় ৬ অধ্যায়)
প্যাসেজ ২: দোষীসাব্যস্ত পাপীর অবস্থা (রোমীয় ৭ অধ্যায়)
প্যাসেজ ৩: পবিত্র আত্মায় জীবন (রোমীয় ৮ অধ্যায়)

পর্ব ৫: পরিত্রাণের পরিকল্পনায় ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব (রোমীয় ৯-১১)

প্যাসেজ ১: পরিত্রাণের উপায় নির্ধারণের ঈশ্বরের অধিকার (রোমীয় ৯ অধ্যায়)
প্যাসেজ ২: গ্রহণযোগ্যতার শর্ত হিসাবে বিশ্বাসের প্রতিবেদন (রোমীয় ১০ অধ্যায়)
প্যাসেজ ৩: অবিশ্বাসীদের প্রত্যাখ্যান; বিশ্বাসীদের গ্রহণ (রোমীয় ১১ অধ্যায়)

পর্ব ৬: ব্যবহারিক নির্দেশাবলী (রোমীয় ১২:১-১৫:৭)

প্যাসেজ ১: দেহে বিনম্র এবং পবিত্র পরিচর্যা (রোমীয় ১২:১-৮)
প্যাসেজ ২: অন্যদের প্রতি আচরণ (রোমীয় ১২:৯-২১)
প্যাসেজ ৩: অসামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনতা (রোমীয় ১৩:১-৭)
প্যাসেজ ৪: প্রেমের পূর্ণতা (রোমীয় ১৩:৮-১০)
প্যাসেজ ৫: দীপ্তিতে জীবনযাপন (রোমীয় ১৩:১১-১৪)
প্যাসেজশ ৬: ধর্মীয় অনুশীলনে ভিন্নতা গ্রহণ করা (রোমীয় ১৪:১-১৫:৭)

পর্ব ৭: উপসংহার: মিশনের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি (রোমীয় ১৫:৮-৩৩)

পর্ব ৮: শুভেচ্ছা (রোমীয় ১৬ অধ্যায়)

পাঠ ১
পত্রের ভূমিকা

বিতর্কিত বিষয়ের একটি পুস্তক

বিভিন্ন ঈশতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে মণ্ডলীতে বহু শতাব্দী ধরে বিতর্ক হয়েছে। সম্ভবত বাইবেলের অন্য যেকোনো পুস্তকের তুলনায় রোমীয়দের প্রতি পত্রটি বেশি ধর্মতত্ত্বের বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এই পত্রটিতে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

যে ঈশতাত্ত্বিক প্রশ্নগুলির উত্তর রোমীয়দের প্রতি পত্রে দেওয়া হয়েছে

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: প্রতিটি প্রশ্ন পড়ুন এবং বিভিন্ন সদস্যদের উত্তর দেওয়ার জন্য থামুন। গ্রুপের কোনো প্রশ্নে বেশি সময় ব্যয় করা উচিত নয় এবং সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করাও উচিত নয়। তালিকার উদ্দেশ্য হল এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে একাধিক মতামত রয়েছে তা দেখানো।

১। বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পেতে একজন ব্যক্তিকে কি বিশ্বাস করতে হবে?

২। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী তার পরিত্রাণের জন্য কাজ করে না, এর মানে কি?

৩। ঈশ্বর কি কিছু মানুষকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং অন্যেদের রক্ষা করার পরিকল্পনা করেননি?

৪। কে পরিত্রাণ পাবে এবং কে নয় তা ঈশ্বর কিভাবে বেছে নেন?

৫। যারা কখনও সুসমাচার শোনেনি তাদের কী হবে?

৬। ঈশ্বর কিভাবে ন্যায়পরায়ণ হতে পারেন যদি তিনি কিছু পাপীকে ক্ষমা করেন এবং অন্যদের শাস্তি দেন?

৭। একজন বিশ্বাসী কি এখনও পাপী?

৮। বাস্তব জীবনে কি ধরনের আধ্যাত্মিক বিজয় সম্ভব?

৯। একজন বিশ্বাসীর পক্ষে কি তার পরিত্রাণ হারানো সম্ভব?

১০। ঈশ্বরের কি এখনও ইস্রায়েলের জন্য একটি পরিকল্পনা আছে?

রোমীয়দের প্রতি পত্রের উদ্দেশ্য

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ১:১১-১৫ এবং ১৫:২৪ পড়তে হবে। রোমে যেতে চাওয়ার জন্য পৌল কোন কারণগুলি উল্লেখ করেছিলেন?

এই পত্রের উদ্দেশ্য ছিল রোমান বিশ্বাসীদের কাছে পৌল এবং তার পরিত্রাণের ধর্মতত্ত্বকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যাতে

১। বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি তাদের কাছে যেতে পারেন (১:১১-১২) এবং রোমে সুসমাচার প্রচার করতে (১:১৫) পারেন৷

২। তিনি তাদের সহযোগিতায় একটি নতুন মিশন কাজ শুরু করতে পারেন (১৫:২৪)।

পৌল ৪৭-৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সময়ে এজিয়ান সাগরের (Aegean Sea) আশপাশে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। তিনি প্রায় ৫৭ খ্রিষ্টাব্দে[1] রোমীয় বিশ্বাসীদের কাছে পত্রটি লিখেছিলেন। তিনি যিরুশালেমে, তারপর রোমে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। পৌল স্পেনে মিশনারি প্রচেষ্টা শুরু করার জন্য রোমের মন্ডলীটিকে একটি ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন (১৫:২৪), যা ছিল পশ্চিমের প্রাচীনতম রোমীয় উপনিবেশ এবং বিশ্বের সেই অংশে সভ্যতার কেন্দ্র।

যেহেতু পৌল কখনও রোমে যাননি, সেই কারণে পত্রটি তার সফরের জন্য একটি ব্যক্তিগত পরিচয় এবং প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করেছিল। এটিই সম্ভবত রোমীয় ১৬ অধ্যায়ে ব্যাপক অভিবাদনের কারণ।

পৌলের রোম সফর তার পরিকল্পনা মাফিক হয়নি। যিরুশালেমে তাকে গ্রেফতার করা হয়। যখন তার মনে হয়েছিল যে তিনি ন্যায়বিচার পাবেন না, তখন তিনি সিজারের (Ceasar) কাছে আবেদন করেন। একটি বিপজ্জনক যাত্রার পর, যার মধ্যে একটি জাহাজ ডুবিও ছিল, তিনি প্রায় ৬০ খ্রিষ্টাব্দে একজন বন্দী হিসাবে রোমে পৌঁছেছিলেন। যদিও তিনি বন্দী ছিলেন, তিনি দর্শনার্থীদের গ্রহণ করতে এবং তাদেরকে ও তাদের মাধ্যমে পরিচর্যা করার স্বাধীনতা তার ছিলেন (প্রেরিত ২৮:৩০-৩১)। পৌল বলেছিলেন যে ঘটনাগুলি সুসমাচারের অগ্রগতির জন্য কাজ করছিল (ফিলিপীয় ১:১২)। এমনকি সিজারের পরিবারের লোকেরাও ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

> "পৌলের মনে এই ইচ্ছা ছিল যে এই পত্রটিতে খ্রিষ্টের সুসমাচারের সমস্ত শিক্ষাকে সংক্ষিপ্তসারে বোঝা এবং সমগ্র পুরাতন নিয়মের একটি ভূমিকা প্রস্তুতি করা।"
> - উইলিয়াম টিন্ডেল
> "রোমীয়দের প্রতি পত্রের প্রস্তাবনা" (William Tyndale, "Prologue to Romans")

কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে, পৌল দুই বছর পর মুক্তি পেয়েছিলেন। স্পেনে যাত্রা করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। আমরা জানি যে তাকে শেষ পর্যন্ত রোমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটি শহরে তার দ্বিতীয় সফর হতে পারে।

তার মিশনারি কাজের ভিত্তি হিসাবে পরিত্রাণের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, পৌল সমস্ত স্থান এবং সকল সময়ে মিশনারি কাজের ভিত্তি দেখিয়েছিলেন।

মিশনারি ট্রিপ শুরু করতে সাহায্য করার জন্য পৌলের অনুরোধের জবাবে স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছু প্রশ্ন উঠবে যে তারা তা কেন করবে। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, "কেন আপনিকেই যেতে হবে?" তাই পৌল সুসমাচার প্রচারের কাজের প্রতি তার উৎসর্গের কথা উল্লেখ করে চিঠিটি শুরু করেছিলেন (১:১)। পরে তিনি অইহুদীদের কাছে প্রেরিত হিসাবে তার বিশেষ আহ্বান এবং সাফল্য ব্যাখ্যা করেছিলেন (১৫:১৫-২০)।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে, "কেন প্রত্যেকেরই সুসমাচার শোনার দরকার আছে? হয়তো এই বার্তাটি সর্বত্র প্রয়োজন নেই।" কিন্তু পৌল বিশ্বব্যাপী মানবজাতির জন্য সুসমাচারের কার্যকারিতা (১:১৪, ১৬, ১০:১২) এবং মিশনারি কাজের

[1] এই তারিখগুলি পণ্ডিতদের মতামত, এবং আমরা জানি না যে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে সঠিক।

জরুরীতা (১০:১৪-১৫) ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বার্তাটি বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, এবং প্রতিটি ব্যক্তির এটি শোনার প্রয়োজন।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ১ম পর্ব

এখন প্রথম প্যাসেজটি দেখুন – পৌলের শুভেচ্ছা এবং ভূমিকা

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ১:১-১৭ পড়তে হবে।

কাঠামোর বিষয়ে নোট

১:১-১৭ সুসমাচার বিস্তারের জন্য পৌলের আহ্বান এবং প্রেরণা বর্ণনা করে। এর পরে, **১:১৮-৩:২০** ব্যাখ্যা করে কেন সুসমাচার প্রয়োজনীয়, কারণ পাপীরা যারা অনুতাপ করেনি তারা ঈশ্বরের ক্রোধের অধীন। যাইহোক, **১:১৫-১৯** এই বিভাগগুলির মধ্যে একটি সীমান্ত তৈরি করে। এটি নিজেই একটি কেন্দ্রবিন্দু তৈরি করে সংক্ষিপ্তভাবে সুসমাচারকে প্রকাশ করে: পাপীরা দোষী কারণ তারা ভাল জানে এবং তাই, ক্রোধের অধীন; কিন্তু বিশ্বাসীরা উদ্ধারপ্রাপ্ত।

রোম

রোম শহরের নাম রোমুলাস (Romulus) নাম থেকে এসেছে। কিংবদন্তি হল যে মঙ্গল (Mars) দেবতা যমজ পুত্র, রোমুলাস এবং রেমাস (Remus), শিশু অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। তারা একটি নেকড়ে দ্বারা পালিত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক হলে তারা একটি শহর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল এবং রোমুলাস রেমাসকে হত্যা করেছিল।

১:১-১৭ পদের মূল পয়েন্ট

পৌলকে আহ্ববান করা হয়েছিল এবং সুসমাচার বিস্তারের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল, কারণ এটি বিশ্বাসকারীর জন্য পরিত্রাণের বার্তা।

১:১-১৭ পদের সারসংক্ষেপ

১:১-১৪ এর সবকিছুই ১:১৫ এর বিবৃতির দিকে নিয়ে যায়। ১:১৬-১৮ মূলত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে সুসমাচার কী এবং কেন প্রত্যেকেরই এটি প্রয়োজন। সুসমাচার হল সেই বার্তা যা জানায় যে ঈশ্বর ক্ষমা প্রদান করেছেন এবং মানুষরা বিশ্বাসের মাধ্যমে তা পেতে পারে। সমস্ত মানুষেরই এই বার্তার প্রয়োজন ,কারণ তারা ঈশ্বরের ক্রোধের অধীনে রয়েছে।

সম্পূর্ণ রোমীয় পুস্তকটি ১:১৬-১৮ পদের বিবৃতিগুলি ব্যাখ্যা করে।

পদের টীকাভাষ্য

(বন্ধনীতে দেওয়া অধ্যায় ও পদগুলি আলোচনা করা হয়েছে।)

(১:১) পৌল নিজের বিষয়ে তিনটি বিবৃতি দিয়েছেন।

- তিনি যিশুখ্রিষ্টের দাস।
- ঈশ্বরের আহ্বানে কারণে তিনি একজন প্রেরিত।
- তাকে যে কাজের জন্য আহ্বান করা হয়েছে, তার জন্য তিনি সংরক্ষিত।

পৌল একজন ফরীশী ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি সুসমাচারের পরিচর্যায় নিবেদিত। পৌলের রোমান নাগরিকত্ব ছিল, কিন্তু তিনি সেই সত্যটি তার আত্মপরিচয়ের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেননি। এটা তাকে অধিকাংশ রোমান বিশ্বাসীদের সাথে যুক্ত করতে

সাহায্য করত না। রোমে বসবাসকারী বেশিরভাগ লোকের নাগরিকত্ব ছিল না কারণ তারা বিদেশী বা দাস-দাসী ছিল। পৌল যদি তার নাগরিকত্বের কথা উল্লেখ করতেন, তাহলে সেটা তাকে রোমের উচ্চ শ্রেণীর সাথে যুক্ত করত; এর পরিবর্তে তার আধ্যাত্মিক ভূমিকা উল্লেখ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

(১:২) সুসমাচার সম্পূর্ণ নতুন বিষয় ছিল না, কিন্তু পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের বার্তায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। রোমীয় ৪ অধ্যায় বিশেষভাবে দেখায় যে অব্রাহাম ও ডেভিড সুসমাচার বুঝতে পেরেছিলেন।

(১:৩-৪) তাঁর পার্থিব জীবনে, ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন দায়ূদের বংশধর, রাজবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা মশীহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

খ্রিষ্ট হ'ল হিব্রু শব্দ *মেসিয়াহ (Messiah)*-র গ্রিক অনুবাদ।

প্রভু শব্দটি দেবত্বকে বোঝায়। ফিলিপীয় ২:১০-১১কে যিশাইয় ৪৫:২৩ এর সাথে তুলনা করে নতুন নিয়মের পত্রগুলিতে প্রভু শব্দটির তাৎপর্য বোঝা যায়। এটি এমন একজনকে বোঝায় যিনি অন্য সমস্ত কর্তৃপক্ষের উপরে সর্বোচ্চ। (এছাড়াও প্রেরিত ২:৩৬ দেখুন।)

প্রভু শব্দটি নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলিতে একই অর্থ বহন করে না, যেখানে লোকেরা যিশুকে সম্মানের করণে 'প্রভু' বলে ডেকেছিল, তিনি যে সত্যিই ঈশ্বর ছিলেন তা না বুঝেই।

নতুন নিয়মের পত্রগুলিতে, "যিশু খ্রিষ্ট আমাদের প্রভু' নামটি পরিচয়ের তিনটি বিবৃতি দেয়। এটি বলে যে তিনিই যিশু নামের ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তিনি ইহুদি মশীহ এবং তিনিই ঈশ্বর।

পুনরুত্থান যিশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করেছিল। যোহন ১০:১৮ এ, তিনি দাবি করেছিলেন যে পুনরায় জীবন ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তার আছে। তিনি পুনরুত্থানকে সেই প্রজন্মের জন্য একটি চিহ্ন হিসাবে দিয়েছিলেন এবং পুনরুত্থানের সাক্ষীরা এটিকে সমস্ত প্রজন্মের জন্য একটি চিহ্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যিনি ঈশ্বর নন তিনি নিজেকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করতে পারেন না; অথবা ঈশ্বর এমন একজন ব্যক্তিকে উত্থাপন করবেন না যিনি মিথ্যাভাবে নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন, বিশেষ করে তাকে যিনি দাবি করেছিলেন যে পুনরুত্থান তার পরিচয় প্রমাণ করবে।

► অন্যান্য মানুষও মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হয়েছে, কিন্তু তারা ঈশ্বর ছিল না। আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে পুনরুত্থান যিশুর পরিচয় প্রমাণ করেছে*?*

(১:৫) সমস্ত জাতির মানুষদের খ্রিষ্টের আনুগত্যের অধীনে আনার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হওয়ার আহ্বান এবং আধ্যাত্মিক দানগুলি দেওয়া হয়েছে। আধ্যাত্মিক দানগুলির একমাত্র যথাযোগ্য ব্যবহার হ'ল ঈশ্বরের কাজের জন্য। পরিচর্যা কাজের একমাত্র সঠিক উদ্দেশ্য হল খ্রিষ্টের নামের মহিমা। ব্যক্তিগত লাভ বা ব্যক্তিগত কৃতিত্বের মত উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের একজন দাসের অসমীচীন।

প্রেরিতত্ব আহ্ববানের অনবদ্যতা

► বর্তমানে কি কোন জীবিত প্রেরিত আছেন?

প্রেরিত শব্দটি কখনও কখনও বাইবেলে ব্যবহৃত হয়েছে যার সাধারণ অর্থ হল “যাকে পাঠানো হয়েছে।” প্রেরিত ১৪:১৪ পদে পৌল এবং বার্নাবাকে প্রেরিত বলা হয়েছে, যদিও বার্নাবা মূল বারোজনের একজন ছিলেন না। গালাতীয় ১:১৯ পদে পৌল বলেছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট সফরে তিনি কৈফা (পিতর) এবং প্রভুর ভাই যাকোব ছাড়া প্রেরিতদের কাউকে দেখেননি। এই ক্ষেত্রে, তিনি যাকোবকে একজন প্রেরিত হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন, যদিও তিনি মূল বারোজনের একজন ছিলেন না।

যাইহোক, বারোজন প্রেরিতকে সাধারণত একটি বিশেষ দল হিসাবে বিবেচনা করা হত, যার সাথে কাউকে যুক্ত করা হবে না। মথি ১০:২ বলে, "বারোজন প্রেরিতের নাম হল...‘ (আরও দেখুন লুক ৬:১৩)। যিশু প্রেরিতদের বলেছিলেন যে তারা ইস্রায়েলের ১২টি গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য সিংহাসনে বসবে (লুক ২২:৩০)। এই প্রতিশ্রুতিটি ১২ জন পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ একটি পুরষ্কার দেবে বলে মনে হয়। বারোজন প্রেরিতের নাম ঈশ্বরের শহরের ১২টি ভিত্তির উপর রয়েছে, যা ১২ জন পুরুষের একটি অনন্য দলকে বোঝায় (প্রকাশিত বাক্য ২১:১৪)।

যিশুর ভাই যিহূদা নিজেকে একজন প্রেরিত বলেননি, কিন্তু তাদের কর্তৃত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন (যিহূদা ১৭ এর সাথে ২ পিতর ৩:২ এর তুলনা করুন)। প্রেরিতদের একটি অনন্য কর্তৃত্ব ছিল, এবং তারা মন্ডলীগুলিতে যা কিছু লিখতেন তা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হিসাবে বিবেচিত হত (২ পিতর ৩:১৫-১৬)।

মন্ডলী যিহূদার স্থলাভিষিক্ত করার জন্য মত্তথিয়কে বেছে নিয়েছিল, যেহেতু মনে করেছিল যে বারোজন প্রেরিত থাকা উচিত (প্রেরিত ১:২৬); কিন্তু আমরা ইতিহাসে খুঁজে পাই না যে প্রাচীন মন্ডলী প্রেরিতদের মৃত্যুর পর তাদের তাদের স্থান পূরণ করত।

পৌলকে একজন প্রেরিত হিসেবে ঈশ্বর আহ্ববান করেছিলেন (রোমীয় ১:১)। পৌল ইঙ্গিত করেছিলেন যে তার প্রেরিতত্বের একটি যোগ্যতা হল যে তিনি যিশুকে দেখেছিলেন (১ করিন্থীয় ৯: ১)। এটি মন্ডলীর প্রথম প্রজন্মের মধ্যে প্রেরিত পদকে সীমাবদ্ধ করবে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ১ম পর্ব

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(১:৬) ‘আহূত‘ বলতে বোঝায় পবিত্র মানুষ হওয়ার জন্য উদ্ধার পাওয়ার আহ্বান, যেমনটি পরবর্তী পদে দেখা যায় (এছাড়াও ৮:৩০ দেখুন।) পৌল বলেছেন যে প্রেরিতদের সমস্ত জাতির জন্য একটি পরিচর্যা রয়েছে; তিনি এখন উল্লেখ করেছেন যে রোমীয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা প্রেরিতদের বাণীতে বিশ্বাসী। এইভাবে তিনি দেখান যে তারা তার প্রেরিত কর্তৃত্বকে গুরুত্ব সহকারে নিতে বাধ্য। এই পত্রটি শুধুমাত্র একজন মিশনারির কাছ থেকে ছিল না যার নাম তারা শুনেছিল। তিনি তাদের মন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা না হলেও তারা তাকে গম্ভীরভাবে মনোনিবেশ এবং শ্রদ্ধা করতে বাধ্য।[2]

[2] ১:১৪-১৫ পদের নোটটি দেখুন।

(১:৭) পরিত্রাণের জন্য আহ্ববানকে পবিত্র হওয়ার আহ্ববান। বিবৃতিটি ১ পদের বিবৃতির সাথে তুলনীয়, যেখানে পৌল বলেছিলেন যে একজন প্রেরিত এই কারণে যে তিনি একজন প্রেরিত হিসেবে আহুত। এর অর্থ এই নয় যে তিনি একজন প্রেরিত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বা আশা করেছিলেন, বরং তাকে আহ্বানের মাধ্যমে প্রেরিত করা হয়েছিল। রোমীয় বিশ্বাসীদের পবিত্র হওয়ার আহ্বান দ্বারা পবিত্র করা হয়েছিল। একজন প্রেরিত হওয়ার আহ্বান যেমন সেই পরিচর্যার জন্য বরদান এবং সামর্থ্য নিয়ে আসে, ঠিক তেমনি পবিত্র হওয়ার আহ্বানও সেই ক্ষমতা এবং শুদ্ধতার সাথে আসে যা আমাদের পবিত্র করে।, ঠিক তেমনি পবিত্র হওয়ার আহ্বান সেই শক্তি এবং শুদ্ধকরণের সাথে আসে যা আমাদের পবিত্র করে। ঈশ্বরের আহ্বান পূরণে সর্বদা অনুগ্রহ সঙ্গে থাকে।

মন পরিবর্তনের সময় যে পবিত্রতা শুরু হয় তা সসম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন নয়। বিশ্বাসীর উচিত ক্রমবর্ধমান ভাবে তার জীবন পরিবর্তন করা যাতে ঈশ্বরের সত্যের মানানসই হয় যাসে শেখে। মন পরিবর্তনে পবিত্রতা সম্পূর্ণ হয় না; কিন্তু পবিত্রতা মন পরিবর্তন থেকে শুরু হয় যখন পাপী অনুতপ্ত হয়, ঈশ্বরের বাধ্য হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় এবং একটি নতুন সৃষ্টি হয় (২ করিন্থীয় ৫:১৭)।

(১:৮) *জগৎ* (world) শব্দটি সাধারণত সমগ্র পৃথিবীর পরিবর্তে সভ্য, পরিচিত বিশ্বকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। সুসমাচার তখনো পৃথিবীর সর্বত্র যায় নি।

(১:৯) *লাটরেয়ও* (latreuo) '[আমি পরিচর্যা করি] শব্দটি নতুন নিয়মে সবসময় ধর্মীয় আচার-বিধির জন্য ব্যবহৃত হয়.... এই পরিচর্যাটি হল উপাসনা বা ধর্মীয় প্রকৃতির বাহ্যিক দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ করা।'[3] পৌল শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ধর্মীয় কার্যকলাপের সাথে নয়, কিন্তু তার আত্মা দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেছিলেন।

(১:১০-১২) এখানে পৌল তাদের জানান যে তিনি রোমে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তিনি তাদের আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি জানতেন যে তারা একে অপরের বিশ্বাস দ্বারা পারস্পরিকভাবে উৎসাহিত হবে।

পৌলের বিবৃতি আমাদের বলে যে বিশ্বাসীরা একে অপরের সহভাগিতা থেকে আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হয়। পবিত্র আত্মা অন্যান্য বিশ্বাসীদের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের মধ্যে তার অনেক কাজ সম্পন্ন করেন। একজন ব্যক্তি অন্য বিশ্বাসীদের সাথে তার সম্পর্ককে অবহেলা করে সে সহভাগিতার মাধ্যমে যে অনুগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় তার সুযোগ হারাবে। (পৌল ১ করিন্থিয় ১২ অধ্যায়ে প্রতিটি সদস্যের অন্য সদস্যদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।)

(১:১৩) পৌল তাদের সাথে দেখা করার পূর্বের পরিকল্পনায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন - সমস্যার কারণে নয়, বরং প্রচারের তার অগ্রাধিকার কারণে যেখানে এখনও সুসমাচার প্রচারিত হয়নি (দেখুন ১৫:২০-২২)। কারণ ইতিমধ্যেই রোমে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল, পৌল প্রথমে অন্য জায়গায় গিয়েছিলেন। যাইহোক, এখন আসাটা তার অগ্রাধিকারের পরিপন্থী নয় কারণ তার সফর অন্য একটি না-পৌঁছানো এলাকায় পৌঁছানোর দিকে অগ্রসরের একটি পদক্ষেপ হবে (১৫:২৩-২৪)।

(১:১৪) *গ্রীকরা* তারা ছিল যারা গ্রীক প্রভাব দ্বারা সংস্কৃতিবান ও সভ্য ছিল। *বর্বর* শব্দের অর্থ ছিল 'বিদেশী', একটি আরো আদিম সংস্কৃতির ব্যক্তিদের বোঝায় যারা গ্রীক সংস্কৃতির দ্বারা কম প্রভাবিত হয়েছিল। গ্রীকরা বর্বরদেরকে অসভ্য ও অজ্ঞ মনে করত।

---

[3] Charles Hodge, *Commentary on Romans, Ephesians and First Corinthians,* https://www.studylight.org/commentaries/eng/hdg/romans-1.html#verse-9

জ্ঞানী (wise) শব্দটি এমন লোকদের বোঝায় যারা শিক্ষিত ছিল, বিশেষ করে গ্রীক দর্শন দ্বারা; *মূর্খরা* (unwise) উচ্চ শিক্ষিত ছিল না। পৌল দেখিয়েছিলেন যে তার পরিচর্যা কোনও নির্দিষ্ট ধরণের মানুষের মধ্যে সীমিত নয়।। এটি ছিল তাদের কাছে তার পরিচর্যার জন্য প্রস্তুতি, এবং সেইসাথে একজন মিশনারি হিসাবে তার ভূমিকা দেখানোর জন্য।

পৌল বলেছিলেন যে যাদের সুসমাচার শোনার প্রয়োজন ছিল তিনি তাদের প্রত্যেকের কাছে ঋণী ছিলেন। পৌল ঋণী ছিলেন এই কারণে নয় যে পাপীরা সুসমাচার শোনার যোগ্য, কিন্তু তিনি অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং এটি দেত্তয়ার দায়বদ্ধতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন৷

উদাহরণ: যদি কেউ জনকে টমাসের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য টাকা দেয়, জন এখন টমাসের কাছে ঋণী যদিও টমাস সেই অর্থ উপার্জনের জন্য কিছু করেনি। একই ভাবে, যারা সুসমাচার শোনেনি তাদের প্রতি আমাদের একটি ঋণ রয়েছে, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে তাদের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার দায়বদ্ধতা দিয়েছেন।

► প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী কি সুসমাচার শেয়ার করার জন্য ঋণী? কেন?

(১:১৫) পৌল গ্রীক এবং বর্বরদের কাছে প্রচার করেছিলেন এবং এখন তিনি রোমের লোকেদের কাছেও সুসমাচার প্রচার করতে আগ্রহী ছিলেন।

তিনি তার মূল বিষয়বস্তু শুরু করেছিলেন এই বলে, "তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আমি এত উৎসুক।' তারপর খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছিলেন সুসমাচার কী এবং পৃথিবীর কেন এটি প্রয়োজন৷ এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাটি সমগ্র পত্র জুড়ে বিস্তৃত করা হয়েছে।

১:১৪-১৫ পুনরায় দেখায় কেন পৌল তাদের কাছে আসার যোগ্য ছিলেন। তার কাছে একটি বার্তা ছিল যা পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ছিল।[4]

(১:১৬) সুসমাচার হল ইহুদি এবং গ্রীকদের জন্য, এবং এই বিবৃতিটি ইহুদি ও পরজাতীয়দের ঈশ্বরের সামনে তাদের অবস্থান উপস্থাপিত করে৷ এই বিষয়টি রোমীয় ৩ অধ্যায়েও চলতে থাকে। পৌল এমনকি সাম্রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্রে সুসমাচার নিয়ে লজ্জিত হবেন না, কারণ সুসমাচার হল ঈশ্বরের শক্তি।

সুসমাচারের বার্তায় ঈশ্বরের শক্তি কাজ করে, পরিত্রাণে এটিকে কার্যকরী করে তোলে। ঈশ্বরের আদেশ সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সর্বদা সঙ্গে থাকে। ঈশ্বরের শক্তি কাজ করে যখন তাঁর বাক্যগুলি বলা হয়।[5] সুসমাচারের বার্তাবাহকরা সুসমাচারের শক্তির উপর নির্ভর করে কারণ তারা যখন বার্তাটি জানায়, পবিত্র আত্মা শ্রোতাদের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রভাবশালী করে তোলে।

পৌলের কাছে, সুসমাচারের পক্ষে দাঁড়ানোর অর্থ কেবলমাত্র এটিকে অভীষ্ট সত্য হিসাবে রক্ষা করা নয়, বরং এটিকে রূপান্তরকারী সত্য হিসাবে প্রচার করা। তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে এটি ঘোষণা করেছিলেন যে এটি তার শ্রোতাদের পরিবর্তন করবে।

---

[4] ১:৫-৬ পদের নোটটি দেখুন।

[5] এছাড়াও দেখুন ১ পিতর ১:২৩ ও ২৫, রোমীয় ১:১৬, ইব্রীয় ৪:১২, ১ করিন্থীয় ১:১৮, যিহিষ্কেল ৩৭:৭-১০ এবং যিশাইয় ৫৫:১১ পদ।

► আমরা যখন সুসমাচার প্রচার করি তখন কেন আমাদের আস্থা রাখা উচিত?

(১:১৭) **বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক ব্যক্তি বাঁচবে।**[6] এটি রোমীয়দের প্রতি পত্রের কেন্দ্রীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য।

সম্পূর্ণ রোমীয়দের প্রতি পত্রটি একজন মানুষকে কীভাবে ন্যায়সঙ্গত করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে; অর্থাৎ, ধার্মিকগণিত করা (ঈশ্বরের ধার্মিকতার অধিকার পাওয়া)। বিষয়টির আশু প্রয়োজনীয়তা পরবর্তী পদে দেখানো হয়েছে, কারণ যারা অধার্মিক থাকে তাদের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ প্রস্তুত আছে।

> “বিশ্বাস হল একটি জীবন্ত, ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি সাহসী আস্থা, এতটাই নিশ্চিত এবং সন্দেহাতীত যে একজন মানুষ হাজার বার তার জীবন বাজি রাখতে পারে।“
> - মার্টিন লুথার (Martin Luther)

এখানে বলা ঈশ্বরের ধার্মিকতা “তাঁর ধার্মিকতার বৈশিষ্ট্য নয়... বরং ধার্মিকতা যা তাঁর কাছ থেকে প্রবাহিত এবং তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য,”[7] ঈশ্বরের ধার্মিকতা তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে মানবসত্তার মধ্যে কাজ করছিল। একই চিন্তাধারা ফিলিপীয় ৩:৯ এ: ‘যে ধার্মিকতা ঈশ্বর থেকে বিশ্বাসের মাধ্যমে আসে।“ মানুষ শুধুমাত্র ক্ষমার কারণেই ধার্মিক বলে গণ্য হয় না, কিন্তু তারা সত্যিকারের ধার্মিক হতে শুরু করে কারণ ঈশ্বর তাদের পরিবর্তন করেন।

পত্রে পৌল আরও বলেছেন (রোমীয় ৩:২১-২২) যে ঈশ্বরের ধার্মিকতা যা যিশুতে বিশ্বাস দ্বারা পাওয়া যায় তা সকলের জন্য। রোমীয় ৫:১৭-১৯ এ আমরা ধার্মিকতার বরদান সম্পর্কে পড়ি যা অনেককে ধার্মিক করে তোলে।

"বিশ্বাসের জন্য বিশ্বাস থেকে‘ এই বাক্যটি জোর দেয় যে বিশ্বাসই হল ধার্মিকতার একমাত্র মাধ্যম। এটি পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের জোরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রোমীয় পুস্তকে *মৃত্যু* শব্দটি ঈশ্বরের বিচারকে বোঝায়। শুধুমাত্র যারা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক হয়েছে তারাই বাঁচবে, অর্থাৎ, বিচার থেকে রেহাই পাবে (১:১৮ দেখুন)। যারা বিশ্বাসের মাধ্যমে অব্যাহতি পেয়েছে তারা ব্যতীত ঈশ্বরের ক্রোধ সকলের উপর ঢেলে দেওয়া হবে।

> “এই পত্রের সাধারণ উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য বা আদেশ প্রকাশ করা, যা হল, ‘যে বিশ্বাস করবে সে উদ্ধার পাবে: যে বিশ্বাস করবে না সে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।‘”
> - জন ওয়েসলি (John Wesley), “Predestination Calmly Considered”

► এর মানে কি যে একজন ব্যক্তি বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক হয়?

► এই প্যাসেজে, বেঁচে থাকার অর্থ কী? মৃত্যু কি? বিশ্বাসের মাধ্যমে বেঁচে থাকার অর্থ কী?

---

[6] পৌল হবক্কূক ২:৪ পদ উদ্ধৃত করেছিলেন।

[7] Henry Alford, *The Greek Testament Critical Exegetical Commentary*, Romans 1:17 https://www.studylight.org/commentaries/eng/hac/romans-1.html

তিনজন ঈশতত্ত্ববিদ যারা রোমীয় পুস্তকের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিলেন

পত্রটির মূল উদ্দেশ্য এখনও মিশনারি কাজের ভিত্তি প্রদান করে। তবে, এটা তাতে সীমানা নেই। পৌল যখন ব্যাখ্যা করছিলেন কেন প্রত্যেকের বার্তাটি শোনা প্রয়োজন, তখন তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বার্তাটি কী এবং কেন মানুষকে কেবল এইভাবেই রক্ষা করা যেতে পারে। তিনি কিছু সাধারণ আপত্তির জবাব দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যাটি এবং তিনি যে বার্তা প্রচার করেছিলেন তার প্রতিরক্ষা বইটির বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে এবং এটি পুস্তকের কাঠামোটি নিয়ন্ত্রণ করে।

> "যখন কেউ এই পত্রটি বুঝতে পারে, তখন তার জন্য সমগ্র শাস্ত্র বোঝার একটি মার্গ খুলে যায়।"
> - জন ক্যালভিন (John Calvin)

রোমীয় পুস্তক হল পরিত্রাণের ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা। পৌলের পরিত্রাণের ধর্মতত্ত্ব জুডাইজারদের[৮] বিরুদ্ধে একটি তাৎক্ষণিক প্রতিরক্ষা প্রদান করেছিল এবং এটি পরিত্রাণের মতবাদ সম্পর্কে আধুনিক ত্রুটিগুলিও সংশোধন করে।[9]

ইতিহাস জুড়ে, ঈশ্বর রোমীয়দের প্রতি পত্রটি ব্যবহার করেছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য যখন তারা সেগুলি ভুলে গিয়েছিল।

একজন যুবক হিসাবে অগাস্টিন একজন ব্যভিচারী ছিলেন এবং তিনি দর্শনশাস্ত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধ্যয়নের মধ্যে সন্তুষ্টির সন্ধান করেছিলেন। তিনি সত্যের অন্বেষণ করেছিলেন এবং খ্রিষ্টধর্মে তা খুঁজে পেয়েছিলেন। তবুও পাপের প্রতি তার ভালবাসা তাকে বন্দী করে রেখেছিল। তিনি নিজেকে রোমীয় ৭ অধ্যায়ে বর্ণিত হতে দেখেছিলেন: তিনি সত্য জানতেন কিন্তু একটি ধার্মিক জীবনযাপন করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ছিলেন।

৩৮৬ খ্রিষ্টাব্দে, রোমীয় ১৩:১৩-১৪ পড়ার পর অগাস্টিন তার ত্রিশের দশক বয়সের প্রথম দিকে, তার পাপের জীবন ত্যাগ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। ঈশ্বর তাকে পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং তাকে খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরীয় জীবনযাপন করতে সক্ষম করেছিলেন।

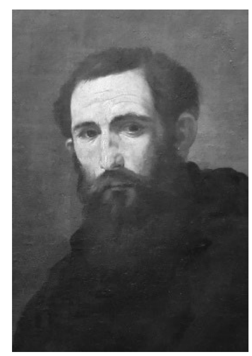
অগাস্টিন (Augustine)

তার জীবনের বাকি বছরগুলিতে অগাস্টিন[10] ঈশ্বরের দ্বারা বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হন। তার লেখাগুলি ভ্রান্ত দর্শনবাদগুলির বিরুদ্ধে সঠিক মতবাদগুলিকে রক্ষা করেছিল। সেই সময়ে একটি জনপ্রিয় ধারণা ছিল এই বিশ্বাস যে মানুষ যা সঠিক তা করার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে এবং তাই পাপী না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রোমীয় ৫ অধ্যায় থেকে অগাস্টিন শিখিয়েছিলেন যে মানুষ একটি পাপ-প্রকৃতির সাথে জন্মগ্রহণ করে যা তাদের ঈশ্বরের অবাধ্য করে তোলে। এই প্রকৃতি অনুগ্রহ ব্যতীত ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব করে তোলে। অগাস্টিন ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিষয়ে শিক্ষা ও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যা মানুষকে ঈশ্বরের সাথে যথার্থ করে তোলে।

---

[8] এই পাঠে ইহূদীবাদীদের (Judaizers) সম্বন্ধে পরে বর্ণনা করা হয়েছে।
[9] রোমীয় এবং গালাতীয় পত্রগুলি প্রায়শই একসাথে অধ্যয়ন করা হয়, কারণ গালাতীয় একই সুসমাচার বিষয়বস্তুর অল্পসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করে।
[10] ছবি: "Saint Augustin", by Jusepe de Ribera, Goya Museum, uploaded by Aristoi, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72972944 পাবলিক ডোমেইন থেকে সংগৃহিত।

মার্টিন লুথার (Martin Luther)

"রোমীয়দের প্রতি পত্র হল নতুন নিয়মের প্রধান অংশ এবং বিশুদ্ধতম সুসমাচার।"
- মার্টিন লুথার
(Martin Luther)

পরিত্রাণের নিশ্চয়তা জানার জন্য বহু বছর অনুসন্ধান করার পর ১৫১৫ সালে মার্টিন লুথার রোমীয় ১:১৭ এর অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন।[11] লুথার অতিরিক্ত উদ্যোগের সাথে সন্ন্যাসবাদের অনুশীলনগুলি অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক শান্তি খোঁজার চেষ্টা করেতেন। তিনি উপবাস করতেন, ক্যাথলিক ধর্মের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন, এমনকি নিজেকে মারধরও করতেন। রোমের সেন্ট পিটার্স ক্যাথেড্রালের সিঁড়ি বেয়ে রক্তাক্ত হাঁটুতে হামাগুড়ি দেওয়ার সময় তিনি হঠাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশ্বাসের দ্বারা অনুগ্রহের উপলব্ধি লাভ করেন।

তিনি দেখেছিলেন যে ঈশ্বরের বিচার থেকে সেই ব্যক্তিই রক্ষা পাবে যে ঈশ্বরের ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে। এই নিশ্চয়তাই তার বার্তার ভিত্তি হয়ে ওঠে যে একমাত্র বিশ্বাসই আমাদের পরিত্রাণ উপায় পারে।

১৭৩৮ সালে জন ওয়েসলি ব্যক্তিগত পরিত্রাণের নিশ্চয়তা খুঁজে পান যা তিনি বহু বছর ধরে ধরে অনুসন্ধান করছিলেন।[12] ওয়েসলি একজন উদ্যোগী বাইবেল পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি একটি সাবধানী, ধর্মীয় জীবনযাপন করতেন। এমনকি তিনি আমেরিকার স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের কাছে একজন ধর্মপ্রচারক হিসাবে দুই বছরের জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও নিজে স্পষ্টভাবে সুসমাচার বুঝতে পারেননি। একটি ঝড়ের সময় জাহাজে তিনি মোরাভিয়ান পরিবারগুলিকে দেখেছিলেন যারা শান্তিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর ভরসা করেছিল ও মৃত্যুকে ভয় পায় নি, এবং ওয়েসলি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার সেই ধরণের বিশ্বাস নেই।

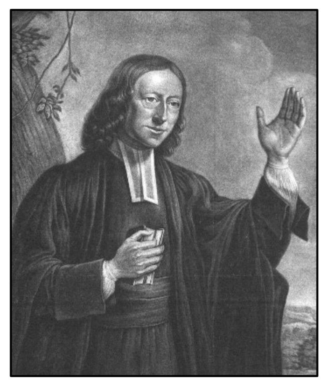

জন ওয়েসলি (John Wesley)

ওয়েসলি শাস্ত্রে দেখেছিলেন যে মন-পরিবর্তন হঠাৎই ঘটে। তিনি মোরাভিয়ান ভাইদের সাথেও দেখা করেছিলেন যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে তাদের পরিত্রাণের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা রয়েছে। তিনি বুঝতে শুরু করেছিলেন যে মন-পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা তাকে লাভ করতে হবে। তার মন-পরিবর্তন ঘটে যখন তিনি একটি গৃহে অধ্যয়ন এবং প্রার্থনা করার জন্য একটি মিটিংয়ে যান। যখন কেউ একজন রোমীয়দের প্রতি পত্রে লুথারের মুখবন্ধ পড়ছিল, তখন ওয়েসলি তার হৃদয়ে 'অদ্ভুতভাবে উষ্ণ' অনুভব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি অনুভব করেছি যে আমি আমার পরিত্রাণের জন্য একমাত্র খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টের উপরই আস্থা রেখেছি: এবং আমাকে একটি নিশ্চিততা দেওয়া হয়েছিল যে তিনি **আমার** পাপসকল নিয়ে নিয়েছেন, এমনকি **আমারও**, এবং আমাকে পাপ ও মৃত্যুর আইন থেকে রক্ষা করেছেন।[13]

এই তিনজনের জন্য, বার্তাটি বুঝতে পারা ছিল উদ্যোগী সুসমাচার প্রচারের প্রেরণা। বইটি এখনও পরিত্রাণের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে মিশনের জন্য একটি ভিত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পাদন করে।

---

[11] ছবি: "Martin Luther, 1529" by Lucas Cranach the Elder, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther,_1529.jpg, পাবলিক ডোমেইন থেকে সংগৃহিত।
[12] ছবি: "Bildnis des John Wesley", by John Greenwood, the Leipzig University Library https://www.flickr.com/photos/ubleipzig/17059576182/ পাবলিক ডোমেইন থেকে সংগৃহিত।
[13] John Wesley, *The Works of John Wesley, Vol. I* (Kansas City: Nazarene Publishing House), 103

► আপনি কি অনুমান করতে পারেন রোমীয় পুস্তকটি আপনার জীবন এবং পরিচর্যার উপর কী প্রভাব ফেলতে পারে?

১ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) কেন পৌল রোমীয় বিশ্বাসীদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন?

(২) কেন পৌল রোমে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন?

(৩) নতুন নিয়মের পত্রগুলিতে *যিশুখ্রিষ্ট আমাদের প্রভু* পরিভাষাটির অর্থ কী?

(৪) পুনরুত্থান কীভাবে যিশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করেছিল?

(৫) বর্বর শব্দটি ব্যাখ্যা করুন (রোমীয় ১:১৪)।

(৬) সুসমাচার প্রচারকের কেন সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার ঋণ রয়েছে?

(৭) রোমীয় পুস্তকের কেন্দ্রীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি কী?

(৮) রোমীয় পুস্তকে *মৃত্যু* বলতে কী বোঝায়?

(৯) রোমীয় পত্র অনুযায়ী, ঈশ্বরের বিচার থেকে কে বা কারা রেহাই পাবে?

১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) এই পাঠের প্যাসেজ ব্যবহার করে, সুসমাচার পরিচর্যা সম্পর্কে এক পৃষ্ঠা রচনা লিখুন। পরিচর্যার আহ্বান ব্যাখ্যা করুন, যাদের এটি শোনা প্রয়োজন তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারকের ঋণ, এবং শক্তি যে ঈশ্বর বার্তায় দেন।

(২) এই কোর্স চলাকালীন সপ্তাহগুলিতে, আপনাকে রোমীয় পুস্তকের প্যাসেজ ব্যবহার করে তিনটি প্রচার বা শিক্ষার পাঠ প্রস্তুত করতে হবে এবং ক্লাস ব্যতীত অন্য দলের কাছে তা উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিটি উপস্থাপনার পরে, আপনাকে কিছু শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে কীভাবে উপস্থাপনাটি উন্নত করা যেতে পারে। আপনার ক্লাস লিডারকে আপনার উপস্থাপনা নোটের একটি অনুলিপি, আপনি উপস্থাপিত দল এবং ইভেন্টের একটি বিবরণ, এবং আপনার উপস্থাপনা উন্নত করার জন্য আপনার পরিকল্পনাগুলি জমা দিতে হবে।

পাঠ ২
পরজাতীয় ত্রুটি

রোমের মন্ডলী

নগর

পৌলের সময়ে রোম ছিল বিশ্বের বৃহত্তম শহর, যেখানে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস করত।[14] সেখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ভাষা এবং ধর্মের মিশ্রণ ছিল। অধিকাংশ মানুষ ছিল ক্রীতদাস।

রোমে প্রথম মিশনারী

আমরা জানি না কে বা কারা প্রথমে রোমে সুসমাচার নিয়ে এসেছিল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে ইহুদিরা রোম থেকে উপস্থিত ছিল (প্রেরিত ২:১০)। যারা মন পরিবর্তন করেছিল তারা নিশ্চয়ই সুসমাচারের বার্তা রোমে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের ঘোষণা যে মশীহ এসেছেন তা হয়তো উৎসাহ ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। যারা ইতিমধ্যেই ইহুদি ধর্মকে সম্মান করত সেই পরজাতীয়দের মধ্যে হয়তো সুসমাচারটি সবচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

একটি পরজাতীয় মন্ডলী

যদিও পত্রের কিছু অংশে ইহুদিদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে, রোমের মন্ডলীর বেশিরভাগ মানুষই ছিল অইহুদি। পল তাদের পরজাতীয় (১:১৩-১৫) বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে যেহেতু তিনি গ্রীক এবং বর্বর উভয়ের কাছেই ঋণী ছিলেন, তাই তিনি রোমীয়দের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে প্রস্তুত ছিলেন। যাইহোক না কেন, রোমীয় মন্ডলীতে ইহুদি প্রভাব শক্তিশালী ছিল, যেহেতু সেখানকার প্রথম বিশ্বাসীরা ছিল ইহুদি। এটা সম্ভব যে সুসমাচারটি তেমন স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি যা বিশ্বাসীদেরকে দেখায় যে তারা ইহুদি ধর্মের নিয়মকানুন থেকে মুক্ত।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ২য় পর্ব

যেহেতু পৌলের উদ্দেশ্য ছিল মিশনারি কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তাই স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন উঠবে, "প্রত্যেকেরই কি বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া প্রয়োজন?" সর্বোপরি, এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা সবার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরমেরুর লোকজনদের জন্য বরফ আনার কোন প্রয়োজন নেই এবং মরুভূমির বাসিন্দাদের বালির প্রয়োজন নেই।

কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া এমন বিষয় নয় যা বিশ্বের সকলের প্রয়োজন; হয়ত কিছু মানুষ ধার্মিক জীবন যাপন করেছে এবং ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। এটি দেখানোর জন্য পত্রের ২য়

---

[14] Bruce Wilkinson & Kenneth Boa, *Talk through the New Testament,* 375

ভাগে (১:১৮-৩:২০) লেখা হয়েছে যে প্রত্যেকেরই বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া প্রয়োজন আছে, এবং তাই এ বিষয়ে বার্তাটি প্রয়োজন।

১:১৮-৩:২০ পদের মূল পয়েন্ট

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই ঈশ্বরের আবশ্যিকতা লঙ্ঘন করেছে এবং দণ্ডাজ্ঞার অধীনে রয়েছে। ঈশ্বরের আবশ্যিকতা পূরণের ভিত্তিতে কেউ রক্ষা পাবে না কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই সেগুলি লঙ্ঘন করেছে।

১:১৮-৩:২০ পদের সারসংক্ষেপ

প্রথমত, পৌল পৌত্তলিক পরজাতীয়দের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যারা ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্য বিহীন ছিল এবং দেখিয়েছেন যে তারা ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেছে যা ঈশ্বর তাদেরকে সৃষ্টিতে দেখিয়েছিলেন। তারপর, তিনি ইস্রায়েলীয়দের অবস্থা বর্ণনা করেন, যাদের কাছে ঈশ্বরের লিখিত বাক্য ছিল কিন্তু তারা তা অনুসরণ করেনি। তিনি পৃথিবীর সার্বজনীন পাপপূর্ণতা বর্ণনা করে শেষ করেন। উপসংহার হল যে বিশ্বব্যাপী সবাই ঈশ্বরের সামনে দোষী। সবার সুসমাচারের প্রয়োজন আছে কারণ কেউ তার নিজের সদগুণের দ্বারা পরিত্রান পাবে না।

এই পাঠগুলির জন্য, ২য় পর্ব (১:১৮-৩:২০) তিনটি প্যাসেজে ভাগ করা হবে। এই পাঠে আমরা প্রথম প্যাসেজটি অধ্যয়ন করব (১:১৮-৩২)।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ২য় পর্ব, ১ নং প্যাসেজ

১:১৮ হল এই প্যাসেজের এবং পূর্ববর্তীটির সংযোগের পদ।

১:১৮-৩২ পদের মূল পয়েন্ট

পরজাতীয়দের ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান ছিল, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মূর্তির দিকে ফিরেছিল, সম্পূর্ণরূপে অধঃপতিত হয়েছিল।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ১:১৮-৩২ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(১:১৮) ঈশ্বর তাদেরকে নিজের সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান দিয়েছেন। তারা সত্যকে দাবিয়ে রেখেছে। এটি বোঝায় যে তারা কিছু সত্য জানা ছিল, যেমনটি পরবর্তী পদটি ব্যাখ্যা করেছে। তাদের দণ্ডাজ্ঞা এই যে, তাদের কাছে যে সত্য ছিল তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। “অধার্মিকতাকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে একটি অপরাধকে হিসাবে বর্ণনা করে এবং তা নিজেকে মূর্তিপূজা হিসাবে প্রকাশ করে, সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে সৃষ্টির উপাসনা (১:১৯-২৩)। অধার্মিকতার অর্থ হল নৈতিক বিকৃতি এবং তা পাপাচার এবং নষ্টামিতে প্রকাশ পায় (১:২৪-৩২)।[15]

---

[15] William Greathouse, “Romans”, in *Beacon Bible Commentary, Vol VIII*. (Kansas City: Beacon Hill Press, 1968) 50 থেকে অভিযোজিত।

তারা যে সত্যকে চাপা দেয় তা ১:২০ পদে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত হল তাদের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্বের জ্ঞান। তাদের জীবনধারা প্রমাণ করে যে তারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। অপরদিকে, একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনধারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, তিনি যা করেন এবং যা করেন না উভয় ক্ষেত্রেই।

প্রকাশ বা প্রত্যাদেশের প্রকারভেদ - বিশেষ এবং সাধারণ

► কোন কোন উপায়ে ঈশ্বরের সত্য সকল মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়?

যেহেতু ঈশ্বর বিভিন্ন উপায়ে সত্য প্রকাশ করেছেন, আমরা দু'টি বিভাগ সম্পর্কে কথা বলি: সাধারণ প্রকাশ এবং বিশেষ প্রকাশ। পৌল রোমীয়দের পুস্তকে এগুলি উল্লেখ করেছেন, যদিও এই এই পরিভাষাগুলি ব্যবহার করে নয়।

সাধারণ প্রকাশ (General Revelation) হল যা আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর সৃষ্টিকে দেখে বুঝতে পারি। আমরা মহাবিশ্বের নকশায় ঈশ্বরের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তি দেখতে পাই।

মানুষকে যেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে তাতে আমরা ঈশ্বরের গুরূত্ব দেখতে পাই। আমরা যে যুক্তি দিতে পারি, সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে পারি এবং সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য বলতে পারি (যদিও অব্যর্থভাবে নয়) তা আমাদের দেখায় যে আমাদের সৃষ্টিকর্তার অবশ্যই সেই ক্ষমতাগুলি উচ্চতর মাত্রায় রয়েছে। আমরা জানি যে ঈশ্বর চিন্তা করতে এবং যোগাযোগ করতে পারেন কারণ আমাদের সেই ক্ষমতা রয়েছে। (দেখুন গীতসংহিতা ১৯:১-৪ এবং ৯৪:৯)

যেহেতু সাধারণ প্রকাশ আমাদের দেখায় যে ঈশ্বর কথা বলতে পারেন, তাই আমরা উপলব্ধি করি যে, বিশেষ প্রকাশ ঘটতে পারে। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি[16] এবং তাঁর বিজ্ঞতাপূর্ণ প্রাণীদের সাথে তিনি কথা বলতে সক্ষম। এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে ঈশ্বরের কাছ থেকে বার্তা এবং এমনকি ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি পুস্তকও আসতে পারে।

সাধারণ প্রকাশের মাধ্যমে, এমনকি শাস্ত্র ছাড়াই, মানুষ জানে যে একজন ঈশ্বর আছেন, তাকে মান্য করা উচিত, এবং তারা ইতিমধ্যেই তাঁর অবাধ্য হয়েছে (রোমীয় ১:২০)। কিন্তু সাধারণ প্রকাশ আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে কীভাবে আসতে হয় তা জানায় না। সাধারণ প্রকাশ আমাদের বিশেষ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখায়, কারণ এটি দেখায় যে কোন অজুহাত ছাড়াই মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তার সামনে পাপী।

সাধারণ প্রকাশ আমাদের দেখায় যে, মানবজাতি পতিত ও দোষী। বিশেষ প্রকাশ ব্যাখ্যা করে যে, কেন মানবজাতির এই অবস্থা। বিশেষ প্রকাশ হল বাইবেলের অনুপ্রেরণায় এবং খ্রিষ্টের মানবদেহ-ধারণে প্রকাশিত সত্য। বিশেষ প্রকাশ ঈশ্বরের চরিত্র বর্ণনা করে, পতন ও পাপ ব্যাখ্যা করে এবং দেখায় যে কীভাবে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারি।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ২য় পর্ব, ১ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

► সাধারণ প্রকাশ থেকে আমরা যা জানি তার অতিরিক্ত বিশেষ উদ্ঘাটন আমাদের কী বলে?

---

[16] আমরা বলছি না যে, ঈশ্বর একজন মানুষ, কিন্তু তিনি একজন ব্যক্তি, যিনি চিন্তা করতে, ইচ্ছা করতে, এবং কথা বলতে সক্ষম, কিন্তু ব্যক্তিসত্তাহীন শক্তি নন।

(১:১৯) সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য দেখতে পাই। এমনকি গ্রিক দার্শনিকরাও স্বীকার করেছেন যে, নিশ্চয়ই এমন কিছু ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব (divine mind) রয়েছে যা মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। সৃষ্টির একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হল মানুষের প্রকৃতি। মানুষের সঠিক ও ভুল সম্বন্ধে এক নৈতিক সচেতনতা রয়েছে - এই বিষয়টি লক্ষ করার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্য বুঝতে পারি। (দেখুন ১:৩২)

► মানুষকে দেখে আমরা আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কী বুঝতে পারি?

(১:২০) সৃষ্টির সময় থেকেই মানুষ জানে যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর তাদের উপর ঈশ্বরের চিরন্তন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি তাদের প্রত্যাখ্যানকে অমার্জনীয় করার জন্য এটিই যথেষ্ট জ্ঞান। তাদের পাপের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করা হবে। তারা জানে যে তারা বিরুদ্ধাচরণের দোষে দোষী।[17] এ কথা সত্য যে তারা ঈশ্বর সম্বন্ধে এই বিষয়গুলি জানে এবং তাদের অজুহাত দেখাবার কোন পথ নেই।

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার দাবি করে যে পাপকে শাস্তি দেওয়ার আগে তা ইচ্ছাকৃত ছিল কিনা তা দেখাতে হবে। এটাও প্রয়োজন ছিল যে তাদের কাছে যে জ্ঞান ছিল তা ভালোভাবে বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য পর্যাপ্ত ছিল। যদি তাদের পক্ষে ভিন্নভাবে করা সম্ভব না হতো, তাহলে তাদের এক বৈধ অজুহাত থাকত। কিন্তু যেহেতু তাদের পক্ষে ভিন্নভাবে কাজ করা সম্ভব, তাই তাদের কোনো অজুহাত নেই। ঈশ্বর এখানে নিজেকে ব্যাখ্যা করছেন।[18]

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতির মধ্যেই ধারণা রয়েছে যে একজন সর্বোচ্চ ঈশ্বর আছেন যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সাধারণত তারা ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্যান্য অতিপ্রাকৃত শক্তির উপাসনা করে কারণ তারা জানে যে তারা সর্বোচ্চ ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন। পৌল ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি, বরং উল্লেখ করেছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব সমস্ত সংস্কৃতিতে রয়েছে। এই জ্ঞান দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দিকে চালিত করে।

সাধারণ প্রকাশের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশেষ প্রকাশ ছাড়া খ্রিষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সুসমাচার প্রকাশ করা হয় নি। এছাড়া, সৃষ্ট জগৎ ঈশ্বরকে সঠিকভাবে চিত্রিত করে না, কারণ এটা পাপের অভিশাপের অধীনে রয়েছে এবং এর আসল নকশা পুরোপুরিভাবে দেখায় না। সৃষ্টি একটা সুন্দর আঁকা ছবির মতো যার উপর একটি কর্দমাক্ত পায়ের ছাপ রয়েছে। এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু এর কিছু আসল সৌন্দর্য এখনও রয়ে গেছে যা শিল্পী সম্পর্কে কিছু জানায়।

> "মানুষের পাপের মূল যদি হয় ধর্মীয় বিকৃতি হয়, তার ফল হল নৈতিক দুর্নীতি।"
> - উইলিয়াম গ্রেটহাউস (*Commentary on Romans)*

(১:২১-২২) ঈশ্বরের প্রাপ্য যে মানুষ তাঁকে ঈশ্বর হিসেবে সম্মান করে (উপাসনা) এবং কৃতজ্ঞ হয় (স্তব)। কিন্তু তারা তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছে তার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে বরং তাঁর কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা নিজেরাই দেবতা হতে চেয়েছিল, তাদের যা কিছু ছিল, সেগুলির জন্য তারা কৃতিত্ব নিয়েছিল। এই ধরনের স্বাধীন ঈশ্বরত্ব দাবি করা ছিল মূর্খতা।

---

[17] ১:৩২ পদের নোটটি দেখুন।

[18] এই ধারণা সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য "বিচারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার" শীর্ষক ৯ নং পাঠটি দেখুন।

তাদের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। হৃদয় হল কোন ব্যক্তির ইচ্ছা ও আনুগত্যকে দেখায়। আলো সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে। যেহেতু তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই তারা তা দেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা আধ্যাত্মিক ও শাশ্বত বিষয় সম্বন্ধে তাদের বোধগম্যতা হারিয়ে ফেলেছিল, এবং তাই বস্তুজগতকেও সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি।

(১:২৩, ২৫) তারা নিজেদের ও বস্তুজগতের প্রতি তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিল এবং সৃষ্টিকর্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই বিষয়টি তাদের এমন দেবদেবীদের তৈরি করতে পরিচালিত করেছিল, যা তাদের নিজেদের পতিত প্রকৃতির গুণকীর্তন করেছিল। তারা সৃষ্ট প্রাণীদের কাছে সেই মহিমা হস্তান্তর করেছিল যা ছিল ঈশ্বরের। সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাদের যে দায়িত্ব ছিল, তা এড়ানোর জন্য তারা তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিল এবং সৃষ্টিকে সম্মান করেছিল। এই মনোভাব আধুনিক বিবর্তন (evolution) এবং মানবতাবাদের (humanism) ভিত্তি। মানুষ যদি নিজেদের তৈরি করে, তাহলে তারা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাও নির্ধারণ করতে পারে।

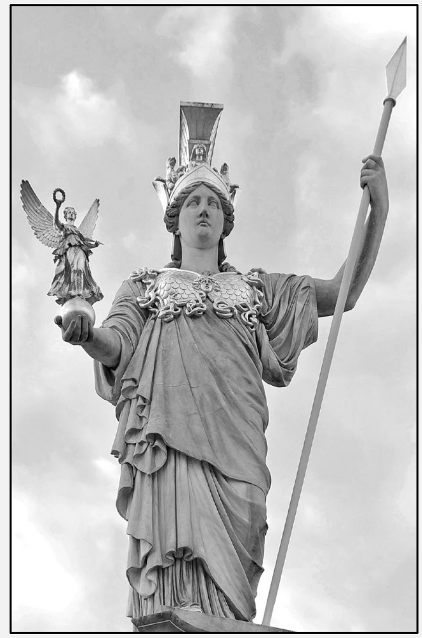

রোমীয় ধর্ম

রোমীয় ধর্মে ছিল ব্যাপক বৈচিত্র্য। তারা অনেক দেবদেবীতে বিশ্বাস করত। তারা গ্রীক দেবতাদের পৌরাণিক কাহিনীর অনেক কিছু রেখেছিল, যদিও কিছু নাম পরিবর্তন করেছিল। তারা যখন রাজ্য জয় করত, তখন তারা প্রায়ই স্থানীয় দেবতাদের তাদের ধর্মে যুক্ত করে নিত। তারা বিশ্বাস করত যে কিছু দেবতা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তারা ইহুদিধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের ঈশ্বরের মতো এক সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করত না। সরকারসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্ম জড়িত ছিল। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে তাড়না করা হোত কারণ তারা জনসাধারণের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত না।

মূর্তিপূজার মূল বিষয়টি হল ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন সেটির সেবা করা ও উপাসনা করা। কোনো কিছুর পরিচর্যা করার অর্থ হল সেটিকে জীবনে প্রথম স্থান দেওয়া এবং সেই অগ্রাধিকার অনুযায়ী জীবনযাপন করা। কোনো কিছুর উপাসনা করার অর্থ হল তার উপর নির্ভর করা ও সমাদর করা, যা কেবলমাত্র ঈশ্বরের। বস্তুগত বিষয়গুলোকে সম্মান করতে পারেন না। মূর্তিপূজা সৃষ্ট জিনিস থেকে এমন পরিতৃপ্তি আশা করে যা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই দিতে পারেন। আধুনিক বস্তুবাদ (materialism) হল মূর্তিপূজা। একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি তার উপাসনাকে হ্রাস না করে বস্তুগত বিষয়গুলোকে মান্য করতে পারেন না।[19]

► পরজাতীয়রা কীভাবে ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রতি সাড়া দিয়েছিল?

(১:২৪) এই পদটি সেই বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় যা ১:২৬-২৭ পদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূর্তিপূজক প্রেম স্বাভাবিকভাবেই অনৈতিকতা সহ যৌন পাপের দিকে পরিচালিত করে। যৌন পাপ দৈহিক আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয় কিন্তু তা শরীরকে অসম্মান করে, কারণ দেহ পবিত্র ও ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত।

(১:২৬-২৭) অনৈতিকতার কারণ ছিল, নিজেকে গৌরবান্বিত করা এবং স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষাকে শাসন করতে দেওয়ার স্বাভাবিক ফলাফল। যখন ইচ্ছা শাসন করে, তখন তারা বিকৃত হয়ে যায়। কেউ কাউকে সঠিকভাবে ভালবাসতে পারে না বা কোন

---

[19] ছবি: “Athena Pallas austrian Parliament”, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০১২ তারিখে Jebulon দ্বারা তোলা, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Athena_Pallas_austrian_Parliament.jpg, পাবলিক ডোমেইন থেকে সংগৃহিত।

কিছুকে সঠিকভাবে উপভোগ করতে পারে না যদি না সে ঈশ্বরকে সর্বোচ্চভাবে ভালবাসে এবং উপভোগ করে। ১:২৪ এই বিষয়টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন এবং অনৈতিকতা ও ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা দেখায়।

সমস্ত পাপই হল ঈশ্বরের সৃষ্ট উত্তম কোন কিছুর বিকৃত রূপ, যৌন বিকৃতির পাপ তাদের মধ্যে বেশি প্রকট। মানুষ ঈশ্বরের পথ থেকে সরে যেতে থাকে, সে তত বেশি নৃশংস, নিষ্ঠুর এবং বিকৃত হয়ে যায়। কিছু মানুষ মনে করে যে এমন সহজসরল সংস্কৃতি রয়েছে যেখানকার মানুষরা এক উত্তম জীবন যাপন করে কারণ তারা সভ্যতার দ্বারা কলুষিত নয়। সত্য বিষয়টা হল যে সভ্যতার আলোকবঞ্চিত সংস্কৃতির অধিকাংশ মানুষ মৃত্যু ও অতিপ্রাকৃতের ভয়ে বাস করে, নিষ্ঠুর রীতিনীতি পালন করে এবং এক বিকৃত, পাপপূর্ণ জীবনধারার ফলাফল ভোগ করে।

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কাজ করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদি তাকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহলে সে সত্যিই মানবজাতির উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে না। এমনকি তার নিজের আদর্শেরও ঘাটতি ঘটবে। পুরুষত্ব ও নারীত্বের আদর্শগুলি ঈশ্বরবিহীন ব্যক্তির পক্ষে নাগালের বাইরে হয়ে যায়। যৌন বিকৃতি হল সবচেয়ে সুস্পষ্ট চরম অবস্থা, যদিও প্রতিটি ব্যক্তিই অন্য উপায়েও প্রকৃত মানবতার ক্ষতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। **ঈশ্বরকে ঈশ্বর হিসাবে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হল মানুষকে মানুষ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা। ঈশ্বরকে উপাসনা করতে অস্বীকার করা হল আপনার নিজের মানবতাকে প্রত্যাখ্যান করা।**

আশ্চর্যের বিষয় যে, যারা সৃষ্ট জিনিসের উপাসনা করত তারা প্রাকৃতিক বিষয়ের বিপরীতে এমনকি প্রাণীজগতকেও, বিকৃত করেছিল। লোকেরা যদি তাদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলির দ্বারা নিজেদেরকে শাসন করার সুযোগ দেয়, তাহলে সেই আকাঙ্ক্ষাগুলি চরম, অপ্রাকৃত রূপ ধারণ করে।

এটি পরিহাসের বিষয় যে, একজন ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে দেহের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সম্মান করেন, তা হলে সে শেষ পর্যন্ত দেহের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করবে। দেহের যে অংশগুলিতে মানুষ যৌন পাপে পূজা করে সেই একই অংশগুলিই তারা উল্লেখ করে যখন তারা অশ্লীল ও অপমানজনক কিছু বলতে চায়।

সাধারণত, নারীরা পুরুষদের মতো দ্রুত যৌন অনৈতিকতা এবং বিকৃতির কাছে নিজেকে সঁপে দেয় না। তারা সহজাতভাবে পরিবারের ভারসাম্য রক্ষা করতে চায়। নারীরা যে এই মহাপাপ করছিল তা থেকে বোঝা যায় যে তাদের সমাজের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়েছিল।

► কী কী ধরনের বিকৃতি আপনার সমাজে প্রচলিত রয়েছে?

তারা যে পাপপূর্ণ অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করেছিল তা তাদের ন্যায্যভাবে প্রাপ্য ছিল। পাপপূর্ণ অবস্থা পাপের জন্য উপযুক্ত শাস্তি, যা এর ক্রমবর্ধমান দুঃখ ও লজ্জার কারণ হয়, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং অশ্লীলতার কারণ হয়।

সমকামী পাপের বিষয়ে খ্রিষ্টীয় প্রতিক্রিয়া

এমন কোন প্রমাণ নেই যে বাইবেল ‘প্রেমময়, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমকামী (হোমোসেক্সচুয়াল বা লেসবিয়ান) সম্পর্কের‘ বৈধতা স্বীকার করে।[20] যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে আমরা শাস্ত্র জুড়ে শিক্ষা খুঁজে পাওয়ার আশা করব ঠিক যেমনটি অন্যান্য

[20] এই অংশটি Focus on the Family-র “What Does the Bible Say about Homosexuality: Answering Revisionist Gay Theology” নামক নিবন্ধ থেকে পরিমার্জিত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নিবন্ধের জন্য, দেখুন http://media.focusonthefamily.com/fotf/pdf/channels/social-issues/what-does-the-bible-say_final3.pdf?refcd=209501

রূপের সাথে করা হয় (যেমন, স্বামী ও স্ত্রী, পিতামাতা ও সন্তান, নাগরিক এবং সরকার)। পরিবর্তে, এমন কোনো পদ নেই যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এই ধরনের সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

এটি নয় যে শাস্ত্রে প্রলোভন, দুই মানুষের মধ্যে প্রেম বা আকর্ষণের অনুভূতি, বা আমাদের আত্মার সংগ্রাম নিষিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর আমাদের বলেন যে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত, বিভ্রান্ত এবং প্রলুব্ধ হওয়া মানুষের নিকটবর্তী থাকেন। কিন্তু পাপ ঘটে যখন কামনাপূর্ণ চিন্তাকে স্বাগত জানানো হয় (যাকোব ১:১৫) অথবা আমরা ঈশ্বরের নকশার বাইরে আচরণে লিপ্ত হই।

সমকামিতার প্রতি মন্ডলীর উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া অবশ্যই সহানুভূতিশীল প্রেম, শালীনতাপূর্ণ সত্য এবং অকৃত্রিম নম্রতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্যদের প্রেম করার অর্থ হল, তাদের যত্ন নেওয়া এবং খ্রিষ্টের ভালবাসাকে প্রসারিত করা, তা তারা কখনো তাদের পাপ থেকে ফিরে আসুক বা না-ই আসুক। অন্যদের প্রেম করার অর্থ হল, খ্রিষ্টের চোখ দিয়ে তাদের দেখা, ঠিক যেভাবে তিনি আমাদের পাপে আমাদের দেখেছেন (এবং এখনও দেখেন)। প্রায়শই, প্রায়শই, এটি একজন ব্যক্তির সাথে আমাদের সম্পর্ক যা প্রাথমিকভাবে সেই ব্যক্তিকে খ্রিষ্টের সাথে একটি পরিত্রাণের সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে। পরবর্তীকালে, পবিত্র আত্মার কাজ হল, সাধারণত স্থানীয় মন্ডলীর মধ্যে কাজ করা, যাতে সেখানে সামগ্রিকতা পুনরুদ্ধিত হয়।

তবুও, প্রেম করার অর্থ হল সত্য বলা, এমনকি যদিও তা শত্রুতাপরায়ণতা বা উদাসীনতার সম্মুখীন হয়। ঈশ্বরের বাক্য ভাগ করে নেওয়া একজন পুরুষ বা নারীকে তার জীবনকে অসঙ্গত সিদ্ধান্ত, বিভ্রান্তি, পাপ ও দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারে। সবাই বাইবেলের অনুশাসন মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। সত্য নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের অবশ্যই ধৈর্য এবং নম্রতা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। আমাদের অবশ্যই এক খোলা হৃদয় দিয়ে শুনতে হবে এবং প্রেম ও বিচক্ষণতার সঙ্গে শাস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। অবশ্যই ব্যক্তির প্রতি আমাদের অকৃত্রিম যত্নশীলতা দেখাতে হবে, যাতে সে আমাদের মতামতকে মূল্য দেয়।

খ্রিষ্টীয় বার্তার জন্য অকৃত্রিম নম্রতা অপরিহার্য। ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন এবং সময় কাটানো থেকে; পাপের সত্যতা স্বীকার করা, নিজ পাপস্বীকার ও পাপ থেকে ফেরা; এবং ক্রুশের উপর ঈশ্বরের গভীর প্রেমকে উপলব্ধি করা থেকে নম্রতা আসে। ভয়, রাগ এবং ঘৃণার পরিবর্তে আমাদের অবশ্যই প্রেম ও সহানুভূতিকে আমাদের উদ্দেশ্য হতে দিতে হবে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ২য় পর্ব, ১ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(১:২৮) যেহেতু তারা তাদের চিন্তাধারার পাশাপাশি তাদের জীবনধারায় ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই তাদের চিন্তাভাবনা ও জীবনদর্শন তাদের আচরণের মতোই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। গ্রীক ভাষায় এখানে শব্দের একটি খেলা রয়েছে যা দেখায় যে যেহেতু তারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই ঈশ্বর তাদের এমন একটি মনের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন - অর্থাৎ অর্থাৎ, প্রভাব ফেলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা (free will) দিয়েছেন এবং তা পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছেন। কিছু সময় পর, যারা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান

> "পাপের কারণে মানুষের ব্যক্তিত্বের যে সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়, তা উপলব্ধি করা কঠিন। ইচ্ছার দুর্বলতার বাইরে সে হার মেনেছে এবং আর আবেগের জোরাজুরির নিচে এমন এক মন আছে যা নিস্তেজ ও কামনার দাস হয়ে উঠেছে। যুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে অজুহাত দেখাতে শিখেছে। প্রথমে সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরে চিন্তা করে। কারণের পরিবর্তে যুক্তিযুক্ত করে। কখনও কখনও সত্য বলে, কিন্তু ধারাবাহিক নয়। এদের উপর নির্ভর করা যায় না... মিথ্যার জন্য সত্যকে, মূর্তিপূজার জন্য ঈশ্বর, মূর্খতার জন্য প্রজ্ঞার বিনিময় করেছে..."
>
> - উইলবার ডেটন (Wilbur Dayton)

করেছে যাদেরকে তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে দেন। এরপর, তাদের মন ঈশ্বরের দ্বারা বাধাহীনভাবে পাপ-প্রবৃত্তির (depravity) পথ অনুসরণ করে।

(১:২৪, ২৬, ও ২৮) ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিয়েছেন এমন বিবৃতি ইঙ্গিত করে যে এই লোকেরা বাস্তবিকভাবে আশাহীন অবস্থায় ছিল এবং এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা তারা বিপরীতমুখী করতে পারে না (২ থিষলনীকীয় ২:১০-১২ পদের সঙ্গে তুলনা করুন।)

মানুষের মন ও চিন্তাভাবনায় পাপ-প্রবৃত্তির (depravity) নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যখন তাদের নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখন পাপ-প্রবৃত্তি মানুষকে বাধা দেয়। এর ফলে লোকেরা তাদের পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করে।

► লোকেরা তাদের পাপের সমর্থনে যে অযৌক্তিক অজুহাতগুলি দেখায় তার কিছু উদাহরণ কী কী?

(১:২৯-৩১) এই পদগুলিতে আমরা ভয়ানক পাপের একটি তালিকা দেখতে পাই। সংস্কৃতি এবং শাসনব্যবস্থা এই প্রবণতাগুলি দমন করে, কিন্তু সেগুলি পাপী মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান। যদি সাংস্কৃতিক ও সরকারি বিধিনিষেধগুলো সরিয়ে ফেলা হয়, তাহলে অনেক মানুষ দ্রুত বর্বর হয়ে উঠবে।

এখানে তালিকাভুক্ত পাপীদের পাপ এবং বর্ণনাগুলি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। এখানে প্রতিটির দ্বারা কিছু মূল ধারণা সূচিত হয়েছে।

দুষ্টতা - এক সাধারণ শব্দ, সম্ভবত সমস্ত কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

মন্দতা - ভুল কাজ এবং মন্দ চরিত্রের জন্য একটি সাধারণ শব্দ।

লোভ - গ্রিক সাহিত্যে আগ্রাসনমূলক স্বার্থপরতা বোঝাতে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। এটি এমন একজন ব্যক্তির বর্ণনা করে যে তার নিজের স্বার্থ অনুধাবন করে, অন্যদের স্বার্থকে পদদলিত করতে ইচ্ছুক। কোন লাভের জন্য কর্তৃত্বের অপব্যবহার এর অন্তর্ভুক্ত।

বিকৃতরুচি - অন্তরের দুষ্টতা এবং মন্দের প্রবণতা।

ঈর্ষা - অন্যদের যা আছে তার জন্য আকাঙ্ক্ষা, এবং যাদের কাম্য জিনিস আছে তাদের প্রতি অসন্তোষ।

নরহত্যা - অবৈধ, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য মানুষের প্রাণনাশ করা, যা ঘৃণা ও অসন্তোষের চরম ফল।

বিবাদ - বিবাদ, সম্ভবত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে।

প্রতারণা - জালিয়াতি, ফাঁদে ফেলার জন্য টোপ দেওয়ার প্রস্তাবকে বোঝাতে পারে।

বিদ্বেষ - অমঙ্গলকারী, অকারণে অন্যদের আঘাত করতে প্রস্তুত।

গুজব রটনাকারী - গোপনে অপবাদকারী।

পরনিন্দুক – অপবাদক তাঁদের সম্পর্কে মন্দ বা মিথ্যা কথা বলে অন্যের সুনাম নষ্ট করে।

ঈশ্বরঘৃণাকারী – তারা ঈশ্বরকে শত্রু হিসাবে দেখে কারণ তাঁর আইন তাদের দোষীসাব্যস্ত করে।

অশিষ্ট - অন্য ব্যক্তির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করা।

উদ্ধত - এই ব্যক্তি অহংকারী এবং নিষ্ঠুর। এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত একজন দুর্বল চরিত্রের ব্যক্তি তাদেরকে অপমান করতে চায় আসলে যাদেরকে তার সম্মান করা উচিত। এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি অন্যদের প্রতি নিষ্ঠুর হয় এবং যারা তার প্রতি তার ইচ্ছামত সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হয় তাদের উপর চরম প্রতিশোধ নেয়।

দাম্ভিক - নিজেকে মহিমান্বিত করা। এই মানুষগুলি আত্মকেন্দ্রিক। যদি এখানে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে বিবেচনা করা হয়, তা হলে তারা অন্যদের খরচে এবং অন্যদের ক্ষতি করার জন্য প্রতারণামূলকভাবে নিজেদেরকে উচ্চ করে তোলে।

দুষ্কর্মের নতুন পন্থা খুঁজে বের করে - তারা মন্দ এবং ক্ষতিকারক জিনিসগুলির বিকাশে সৃজনশীল।

বাবা-মার অবাধ্য - পরিবার ধ্বংস পাপের ফল, এবং এটি সমাজকে আরও বিচ্ছিন্নতার দিকে চালিত করে। পাপী প্রবণতা শিশুর মধ্যে প্রাথমিক অভিব্যক্তি খুঁজে পায় যখন সে তার জানা প্রথম কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

নির্বোধ - নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন নয়। এই ব্যক্তি নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে যুক্তি দ্বারা প্ররোচিত হন না। এটি বুদ্ধিমত্তার অভাব নয়, কিন্তু এক পঙ্গু নৈতিক বোধ যা একটি দুষ্ট হৃদয়ের ফল।

বিশ্বাসহীন – অনাস্থাভাজন। নৈতিকতা ও কর্তৃত্ব ত্যাগ করা, পরম সত্যকে ঘৃণা করা, যা তাদের কাছে নতি স্বীকার করে না, এবং নিজেকে অগ্রাধিকার দেওয়া, তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা।

হৃদয়হীন - প্রতিরক্ষামূলক এবং স্নেহময় সহজাত প্রবৃত্তির বিপরীত। তারা তাদের পরিবার ত্যাগ করে তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে পারে। প্রেমের সবচেয়ে মৌলিক প্রবৃত্তি বিকৃত হতে পারে। তারা সেই মানুষদের অপব্যবহার করতে পারে যারা তাদের সুরক্ষার উপর নির্ভর করে।

নির্মম - করুণাহীন। তারা সমবেদনা না দেখিয়ে দুঃখকষ্ট দেখতে পারে। তাদের কর্মের কারণে অন্যদের দুঃখকষ্ট দেখে তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত হয় না।তাদের নিজেদের অন্যায়ের কারণে ইতিমধ্যে সৃষ্ট দুর্ভোগ দেখে তারা অনুশোচনা করে না।

(১:৩২) তারা জানে যে এই বিষয়গুলি ভুল। বিধর্মী লোকেরা এমনকি তাদের মধ্যে যে সত্য রয়েছে, তা বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করছে না। তারা জানে যে তারা দোষী। তবুও তারা কেবল পাপকেই অনুসরণ করে তাই-ই নয়, কিন্তু অন্যদের মধ্যে পাপকে অনুমোদনও করে। সমাজের নৈতিকতা এতটাই নিচে নেমে গেছে যে নতুন আচরণের মান অনৈতিকতাকে অনুমোদন করে।

যে ব্যক্তি পাপকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে, সে নিজেকে পাপী হিসাবে মেনে নেয় এবং অন্যদের পাপী হিসাবে অনুমোদন করে। অন্যদের পাপ তাকে আনন্দ দিতে পারে। মানুষ রোমান মল্লভূমিতে নরহত্যায় সরব উচ্ছাস জানিয়েছে। আধুনিক দিনে অনেক মানুষ বলপ্রয়োগ এবং অনৈতিক যৌনকর্ম দেখতে উপভোগ করে। তারা সেই লোকেদের মুগ্ধভাবে তারিফ যারা পরিমাণে পাপের সীমা অতিক্রম করে।

প্রত্যেক অ-রূপান্তরিত (unconverted) পাপীই কি এইরকম?

প্রত্যেক ব্যক্তি এই সমস্ত পাপ সক্রিয়ভাবে করেনি। কিন্তু, পতিত মানবজাতির এই সমস্ত পাপের প্রতি একটি প্রবণতা রয়েছে, এবং তারা যদি ভিন্ন পরিস্থিতিতে থাকত তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি হয়তো এই পাপগুলির যে কোন একটি করত।

সেনেকা (Seneca) ছিলেন একজন রোমান দার্শনিক এবং সরকারী কর্মকর্তা যিনি পৌলের সময়ে বসবাস করতেন। তিনি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিলেন না এবং বাইবেলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রতিটা পাপের সম্ভাবনা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "সমস্ত দুষ্কর্ম সব মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান, যদিও প্রতিটি সকল কলুষতা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয় না।"[21] আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে অ-রূপান্তরিত পাপী সম্পর্কে পৌলের বর্ণনা প্রতিটি সময়কাল এবং প্রতিটি সংস্কৃতির জন্য প্রযোজ্য।

সরকারী শাসনব্যবস্থা ও সমাজের মানদণ্ড মানুষের মন্দ প্রবণতাকে অনেকাংশে সংযত করে রাখে। অনেক মানুষ তাদের হৃদয় ও মনে পাপপূর্ণ ইচ্ছা পোষণ করে যা তারা প্রকাশ্যে দেখায় না কারণ তারা অন্যদের অনুমোদন চায়। এই প্যাসেজে তালিকাভুক্ত পাপের প্রতি মানুষের গোপন প্রবণতা রয়েছে এবং হৃদয়ের এই পাপের জন্য তারা দোষী।

প্যাসেজের প্রয়োগ

এই প্যাসেজটি মূলত সেই সমাজের মানুষদের বর্ণনা করে যারা সুসমাচার শোনেনি। তারা সৃষ্টির মধ্যে ও তাদের সংবেদে প্রকাশিত ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারপর তারা উপাসনা করার জন্য অন্য কিছু খুঁজে নিয়েছিল যা তাদের পাপ-প্রকৃতির ইচ্ছাগুলিকে প্রশ্রয় দিতে দেয় এবং তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি বিকৃত হয়ে যায়। এই অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করে কেন সেই মানুষদের সুসমাচারের প্রয়োজন।

এই অনুচ্ছেদটি প্রত্যেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি অনেক ধরনের পাপকে তালিকাভুক্ত করে এবং দেখায় যে ঈশ্বর সমস্ত পাপকে ঘৃণা করেন। এ ছাড়া, এটা এই সতর্কবাণীও যে সমস্ত পাপের মধ্যেই পাপীকে আরও দুষ্টতার দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। যারা সুসমাচার শোনে এবং তা প্রত্যাখ্যান করে, তারা সঠিক ও ভুল সম্বন্ধে তাদের বোধগম্যতা হারিয়ে ফেলার একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

এই পদগুলি আমাদের নিজেদের সমাজে আমরা যে পরিস্থিতি দেখতে পাই তা ব্যাখ্যা করে, যদিও সেখানে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে। ঈশ্বরের মানকে উপেক্ষা করে সংস্কৃতি নির্দিষ্ট কিছু পাপকে গ্রহণযোগ্য করার উপায় খুঁজে নেয়।

---

[21] F.F. Bruce, *The Epistle to the Romans*, in *Tyndale Bible Commentaries* (Grand Rapids: William B. Eerdmans Pub. Co., 1963), 87 দ্বারা উদ্ধৃত।

একটি সাক্ষ্য

শমাগী (Shmagi) পূর্ব ইউরোপের জর্জিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করেন। শমাগীর বাবা-মা ছিলেন নাস্তিক এবং ছোটবেলায় তিনি গির্জায় যাননি। তাঁর নামের অর্থ ছিল ‘বদরাগী‘ এবং নামটি ছিল তার মেজাজের সঙ্গে মানানসই। যুবক বয়সে প্রায়ই তিনি সমস্যায় পড়তেন। অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাকে দুই বছরের জন্য রাশিয়ার কারাগারে পাঠানো হয়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জর্জিয়ার বিদ্রোহের সময় তিনি মুক্তি পান এবং জর্জিয়ায় ফিরে আসেন।

মদ্যপানের কারণে শমাগীর লিভার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং একজন চিকিৎসক তাকে বলেছিলেন যে তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। শামাগী তার জীবন নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং ঈশ্বরকে জানার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। তিনি কিছু খ্রিস্টান বন্ধুদের তাকে গির্জায় নিয়ে যেতে বলেছিলেন। প্রথমে তারা তাকে বলেছিল যে, গির্জা তার জন্য নয়। এরপর তারা তাকে বলেছিল যে সে গির্জায় আসতে পারে, যদি সে তর্ক না করার প্রতিশ্রুতি করে। তিনি গিয়েছিলেন এবং ২২ বছর বয়সে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। তার জীবন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল।

শামাগী তার লিভারের রোগ থেকে সুস্থ হয়েছিলেন। তিনি তার রোগের কারণে বিয়ে করবেন বলে আশা করেননি, কিন্তু ঈশ্বর তাকে এক নতুন ভবিষ্যৎ দিয়েছিলেন। বর্তমানে তার স্ত্রী ও তিন মেয়ে রয়েছে। শমাগী একজন পালক এবং পরিচর্যার প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করেন।

২ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) কোন উপায়ে মানুষ ‘সাধারণ প্রকাশ’ লাভ করে?

(২) শাস্ত্র ছাড়াই সব মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে কী জানে?

(৩) ‘বিশেষ প্রকাশ’ কী?

(৪) মূর্তিপূজা কী?

(৫) দু’টি উপায়ে যা পাপ-প্রবৃত্তি মানুষের চিন্তাভাবনার উপর প্রভাব ফেলে।

২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

এমন একটি সমাজের অবস্থা বর্ণনা করে একটি পৃষ্ঠা লিখুন যারা সুসমাচার শোনেনি কিন্তু ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের কি জ্ঞান ছিল? তাদের চিন্তা ভাবনার কি ঘটেছিল? তাদের পাপাচার বর্ণনা করুন। ব্যাখ্যা করুন কেন সকলেই একই ধরনের মন্দতা দেখায় না।

পাঠ ৩
ইস্রায়েলীয় ত্রুটি

অ্যাপোক্যালিপটিক (অন্তিমকালীন বিষয় সংক্রান্ত) শাস্ত্রের ভূমিকা

অ্যাপোক্যালিপটিক শাস্ত্র (apocalyptic scripture) জগতের মন্দতা ও অবিচার সত্ত্বেও বিশ্বাসে স্থির থাকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। এটা এমন এক সময় সম্বন্ধে বর্ণনা করে, যখন ঈশ্বর হঠাৎ জগতে হস্তক্ষেপ করবেন, মন্দকে শাস্তি দেবেন এবং তাঁর লোকেদের সাহায্য করবেন।[22]

ঈশ্বরের চূড়ান্ত হস্তক্ষেপের সময় প্রায়ই যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তা হল *প্রভুর দিন*৷ পুরাতন নিয়মের কিছু অংশে প্রভুর দিন সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে, যখন পরজাতীয়দের ইস্রায়েলদের প্রতি আচরণের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।[23] অনেক ইহুদি মনে করতে শুরু করেছিল যে, ইহুদি হিসেবে তাদের ঈশ্বরের বিচার থেকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ভাববাদীরা তাদের দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন যে তারা যদি পাপী হয়, তা হলে তাদেরও বিচার করা হবে (সফনিয় ১:১২, আমোষ ৫:১৮-২৭) এবং তারা কেবল ইহুদি বলেই তাদের রেহাই দেওয়া হবে না।কিন্তু এই ধারণাটি থেকেই গিয়েছিল।

ইহুদিদের পক্ষে এই সত্যটি মেনে নেওয়া কঠিন ছিল যে তাদের পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বাপ্তিস্ম ছিল এমন এক অনুষ্ঠান যা তারা পরজাতীয়দের ইহুদি ধর্মে আনতে ব্যবহার করত। তারা ইহুদিদের বাপ্তাইজিত করত না। যোহন বাপ্তাইজক ইহুদিদেরকে বাপ্তাইজিত করেছিলেন আর তার কাজ কিছু ইহুদিকে অসন্তুষ্ট করেছিল, যারা মনে করেছিল যে তাদের বাপ্তিস্ম নেওয়ার বা অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তারা ভেবেছিল যে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছে কারণ তারা হল অব্রাহামের সন্তান (মথি ৩:৯)।

রোমীয় পুস্তকে পৌল ক্রোধের দিন (২:৫) এবং সেই দিন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন যখন ঈশ্বর বিচার করবেন (২:১৬) এই বিবরণগুলি ১:১৬-১৮ পদে তার বিষয়বস্তু করে - সুসমাচার হল ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে পরিত্রাণ। ২:২-৩ পদে তিনি আত্ম-ধার্মিক ইহুদীদের অবাক করে দিয়ে বলেন যে, তাদেরও প্রভুর দিনকে ভয় পাওয়ার কারণ রয়েছে। এমনকি ইহূদীদেরও পরিত্রাণ প্রয়োজন।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ২য় পর্ব, ২ নং প্যাসেজ

এই পাঠে আমরা রোমীয় পুস্তকের ২য় পর্ব অধ্যয়ন করতে চলেছি। শেষ পাঠে আমরা সেই অংশটি অধ্যয়ন করেছিলাম যা পরজাতীয়দের ত্রুটি বর্ণনা করে। এই প্যাসেজটি (২:১-২৯) ইস্রায়েলীয় ত্রুটি বর্ণনা করে।

---

[22] পুরাতন নিয়মের অ্যাপোক্যালিপটিক শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে দানিয়েল, সখরিয়, যোয়েল, যিহিষ্কেল ৩৭-৩৯ এবং যিশাইয় ২৪-২৭ অধ্যায়। নতুন নিয়মে আমরা পাই মথি ২৪, লূক ২১, মার্ক ১৩, ২ থিষলনীকীয় ২ এবং প্রকাশিত বাক্য।
[23] কয়েকটি উদাহরণ হল সখরিয় ১২ ও যোয়েল ৩ অধ্যায়।

১:১৮-৩:২০ হল ২য় পর্ব। এই পর্বের প্রধান বিষয় হল যে পৃথিবীর প্রত্যেকেই ঈশ্বরের দাবিগুলি লঙ্ঘন করেছে এবং দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে। ঈশ্বরের চাহিদা পূরণের ভিত্তিতে কেউই পরিত্রাণ পেতে পারে, না কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই সেগুলি লঙ্ঘন করেছে।

প্রথমত, পৌল ব্যাখ্যা করেছেন যে পরজাতীয়রা ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মূর্তি ও পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রতি ফিরেছে। এরপর তিনি ইস্রায়েলীয়দের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যাদের কাছে ঈশ্বরের আইন ছিল কিন্তু তারা তা পালন করেনি। আমরা এখন ইস্রায়েলীয়দের সম্বন্ধে যে-অনুচ্ছেদটি রয়েছে তা অধ্যয়ন করব।

এখানে পৌল তৃতীয় ব্যক্তি (তারা) থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি (আপনি) -তে পরিবর্তন করেছেন। তিনি সেই সমস্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যারা মনে করেছিল যে সুসমাচার তাদের জন্য প্রযোজ্য নয় কারণ তারা ইতিমধ্যেই ধার্মিকতার এক মানদণ্ড পূরণ করেছে। বেশির ভাগ ইহুদি সেই শ্রেণীতে ছিল আর এই অংশটি নির্দিষ্টভাবে তাদের জন্য (২:১৭)। কিন্তু উচ্চ নৈতিকতার পরজাতীয়রাও হয়তো একই ভুল ধারণার মধ্যে থাকতে পারে। তিনি দেখান যে, যে-ব্যক্তি অনুগ্রহ ছাড়াই নিজেকে নির্দোষ বলে মনে করেন, সে ভণ্ড এবং দোষী।

২ অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট

পরজাতীয়রা যে পাপ করে, সেই একই পাপের জন্য যিহুদিরা দোষী আর একইভাবে ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন।

২ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

২:১, ১১ পদ মূল বিষয়টি তুলে ধরে। **২:১** পদ বলে যে ইহুদিরাও সমানভাবে দোষী; **২:১১** পদ বলে যে ঈশ্বর পক্ষপাতহীন। অধ্যায়টির বাকি অংশ এই পদগুলির বিবৃতির জন্য একটি কেস সাজায়। তারা ক্ষমার অযোগ্য, ঠিক যেমন বিধর্মীদের অজুহাত দেবার কিছু নেই (১:২০)।

২:১৩, ১৭ পদ দেখায় যে, কেন ইহুদিরা বিশেষ সুবিধা পাওয়ার আশা করেছিল - কারণ তারা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ (revelation) লাভ করেছিল এবং এর উপর ভিত্তি করে তারা ধর্ম (religion) তৈরী করা করেছিল। রোমীয় **১** অধ্যায়ে পৌল এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, পরজাতীয়রা বিচারের যোগ্য। প্রত্যেক ইহুদীই এ বিষয়ে একমত হবে। কিন্তু **২:১** পদে পৌল ইহুদিদের অপরাধ প্রকাশ করে যাদের সন্ত্রাসিত করেন। এ ছাড়া, তারা ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেছে এবং পরজাতীয়দের মতো একই বিবিচারের যোগ্য! তারা আশা করেছিল যে, তাদের ক্ষমা করা হবে কারণ তারা ছিল ইহুদি, যারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল এবং তাদের কাছে সঠিক ধর্ম (religion) ছিল।

বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই শ্রেণীতে রয়েছে। তারা মনে করে যে ঈশ্বর তাদেরকে গ্রহণ করেছেন, কারণ তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং ধর্মীয় রীতিনীতি পালন সঙ্গে সঙ্গে পাপ করেই চলে।

► আপনার সমাজে কি এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা ভুলভাবে নিজেদেরকে মনে করে যে তারা খ্রিষ্টবিশ্বাসী? কেন তারা এমন মনে করেন?

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় **২:১-২৯** পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(২:১) ইহুদিদের কোনো অজুহাতই ছিল না, যা সেই পরজাতীয়দের অবস্থার অনুরূপ ছিল, যারা অজুহাতহীন ছিল (১:২০)। এই ধারণাটি একজন আত্ম-ধার্মিক ইহুদির কাছে ঠিক ততটাই মর্মান্তিক ছিল, যেমনটি আধুনিক ব্যক্তির কাছে হবে যিনি মনে করেন যে, তিনি যথেষ্ট ভাল।

অন্যদের বিচার করার দ্বারা তারা নিজেদের দোষী সাব্যস্ত করে তুলেছিল, কারণ তারা একই পাপের জন্য দোষী ছিল। সত্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকার কারণে তাদের দায়িত্বও বেশি ছিল। যিশু বলেছিলেন যে, ইস্রায়েলের কিছু নগরের বিচার সদোম ও ঘমোরার চেয়েও মন্দ হবে (মথি ১১:২১-২৪)।

এই পদটি এমন একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যে মনে করেন যে সে অন্যদের বিচার করতে পারে এবং নিজেকে নির্দোষ বলে গণ্য করতে পারে। অধ্যায়টির বাকি অংশ ঈশ্বরকে বিচারকের ভূমিকায় রাখে এবং দেখায় যে তাঁর বিচার তাদের থেকে কতটা ভিন্ন যারা নিজেদের প্রতি আনুকূল্যদেখায়।

(২:২-৩) ঈশ্বরের বিচার এক নিখুঁত মান অনুযায়ী হয়। মানুষের অস্থিতিশীল ও বেঠিক মান দ্বারা ঈশ্বর বিচার করেন না।[24]

(২:৪) ঈশ্বর ইহুদিদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন, তাই তারা ভেবেছিল যে তিনি তাদের পক্ষে ন্যায়বিচারকে বাঁকাবেন। প্রকৃতপক্ষে, তাদের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে অনুতাপের দিকে পরিচালিত করা, ন্যায়বিচার বাতিল করা নয়। অনেক মানুষ এটিকে নিছক উদারতা ও সহনশীলতা হিসেবে দেখে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবকে তুচ্ছ করে। জাগতিক মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে যা চায় তা হল বৈষয়িক উপকার ও সেইসঙ্গে তার পাপের প্রতি সহনশীলতা। ঈশ্বরের মঙ্গলভাবকে এইভাবে দেখা হল সেটিকে তুচ্ছ করা। যারা ঈশ্বর সম্বন্ধে জানে, তারা আরও বেশি দোষী কারণ তাঁর মঙ্গলভাব তাদেরকে অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

(২:৫) অনুতাপ করার পরিবর্তে তারা পাপ করতে থাকায়, সময়ের বিলম্বে (ঈশ্বরের) ক্রোধ জমা হতে থাকে। যেহেতু তারা সত্য জানত, তাই তারা আরও বেশি দায়বদ্ধ ছিল এবং সেই কারণে ঈশ্বরের ক্রোধ তাদের অবাধ্যতার বিরুদ্ধে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(এই পাঠের পরবর্তী অংশ বোঝার জন্য নিম্নলিখিত বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ।)

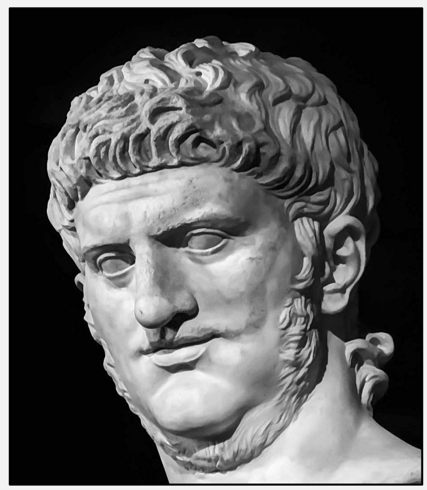

নিরো

নিরো ৫৪-৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ছিলেন। পৌল যখন রোমে যান তখন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টিয়ানদের ঘৃণা করতেন। প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, নিরো কখনও কখনও তার উঠোনে আলোর জন্য খ্রিষ্টিয়ানদের আগুনে পোড়াতেন।

---

[24] ছবি: “Nero” ২৪শে ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে David Jones দ্বারা আপলোড করা। https://flickr.com/photos/cloudsoup/6564103675/ থেকে পাওয়া, এবং CC BY 2.0 এর অধীনে লাইসেন্সকৃত। মূল ছবিটি পরিমিত ও ক্রপ করা হয়েছে।

কাজের বিচার

► আমরা যখন বিচারের মুখোমুখি হব, তখন পৃথিবীতে আমরা যা-কিছু করেছি, সেগুলি কি গুরুত্বপূর্ণ হবে?

শেষ বিচারে (final judgment) কাজের মূল্যায়ন হবে। ঈশ্বর মানুষকে তাদের কাজ অনুযায়ী শাস্তি দেবেন এবং পুরস্কৃত করবেন। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শাস্তি ও পুরস্কার থাকবে (ইব্রীয় ২:২, ইব্রীয় ১০:২৮-২৯, মথি ১০:৪২, লূক ১২:৪৭-৪৮, ২ করিন্থীয় ৫:১০)।

পাপীদের কেবল অবিশ্বাসের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় এই ধারণাটি শাস্ত্রীয় নয়। প্রকাশিত বাক্য ২০:১২ পদে, লোকেদের তাদের কাজের রেকর্ড অনুযায়ী বিচার করা হয়। ২ করিন্থীয় ৫:১০ পদ বলে যে আমরা সকলে, বিশ্বাসীদের সহ, আমাদের কাজের জন্য বিচার করা হবে। ১ করিন্থীয় ৩:১২-১৫ পদ দেখায় যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তাদের উদ্দেশ্য ও অধ্যবসায়, এবং তাদের কর্মদক্ষতার গুণমানের (স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান পাথর; কাঠ, খড়, নাড়া) উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পুরস্কার পাবে। সমস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে পুরস্কৃত করা হবে কারণ সমস্ত প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসী সৎকর্ম করে, কিন্তু তাদের সমস্ত কাজ সমানভাবে মূল্যবান নয়। বিশ্বাসীদের যে কাজগুলি গুণমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না সেগুলি আগুনে পুড়ে যাবে।

রোমীয় ২ ইঙ্গিত যে কিছু মানুষ যারা নতুন নিয়মের সুসমাচার শোনেননি তারা তাদের কাজের জন্য দোষী হবে না (২:৭, ১০, ১৩, ২৬-২৭ দেখুন)। এর অর্থ এই নয় যে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা কখনও পাপ করেনি এবং তাই অনুগ্রহ ছাড়াই কাজ দ্বারা গৃহীত হতে পারে; কারণ ৩:১৯-২০ পদ বলে যে সবাই পাপ করেছে। যাদের কাজগুলি গৃহীত হয় তারা এমন মানুষ যাদের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা রয়েছে যাকে 'হৃদয়ের ত্বকেচ্ছদ' বলা হয়। তাদের কাজগুলি ঈশ্বর অনুমোদন করেন (২:২৯)।

হৃদয়ে অনুগ্রহের এই কাজের প্রতিশ্রুতিটি পুরাতন নিয়মের সময়ে দেওয়া হয়েছিলঃ

> তোমরা যাতে তোমাদের সমস্ত মন ও তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালোবেসে বেঁচে থাকো সেইজন্য তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের ও তোমাদের বংশধরদের হৃদয়ের সুন্নত করবেন। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৬)

অতএব, আমরা জানি যে প্রাচীন ইহুদিরা অনুগ্রহের দ্বারা রক্ষা পেয়েছিল, কাজের দ্বারা নয়।

এই অনুগ্রহ পরজাতীয়দের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য ছিল, তা তারা ‘বিশেষ প্রকাশ’ (Special Revelation) লাভ করুক বা না-ই করুক।

> তখন পিতর কথা বলা শুরু করলেন: “এখন আমি বুঝতে পারছি যে, একথা কেমন সত্যি যে ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করেন না, কিন্তু যারাই তাঁকে ভয় করে ও ন্যায়সংগত আচরণ করে, সেইসব জাতির মানুষকে তিনি গ্রহণ করেন।(প্রেরিত ১০:৩৪-৩৫)

ন্যায়নিষ্ঠ কাজগুলি করা হয় হৃদয়ের পরিবর্তন থেকে, যা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করে। রোমীয় ২:১৩, ১৬ পদে বলা চূড়ান্ত ধার্মিকগণিত হওয়ার (final justification) ভিত্তি হল এই প্রমাণ, শেষ বিচারে ধার্মিকগণনা।

এই প্যাসেজটি শিক্ষা দেয় না যে একজন ব্যক্তি কাজের দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বাধ্যতাই হল গুরুত্বপূর্ণ, কেবল ব্যবস্থার অধিকারত্ব নয়। এটি শাস্ত্রাংশের এই পয়েন্টটিকে সমর্থন করে: ইহুদিদেরও পরিত্রাণের প্রয়োজন কারণ তারা অবাধ্য হয়েছে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ২য় পর্ব, ২ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(২:৭) ঈশ্বর তাদের অনন্ত জীবন দান করেন যারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে এমন কাজগুলিতে অবিচল থাকার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া সম্মানের সন্ধান করে৷

(২:৯) এখানে আমরা দেখতে পাই যে ইহুদিদের বিশেষাধিকারগুলি আরও বেশি দায়বদ্ধতা নিয়ে আসে। যেহেতু সুসমাচার প্রথমে ইহুদিদের কাছে এসেছিল, তাই তারা প্রথম বিচারের যোগ্য।

(২:১১) এটি অধ্যায়ের একটি মুখ্য পদ। নিঃসন্দেহ যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের বিচার করা হবে, আতারা ধর্মনিষ্ঠ বলে কোন প্রশ্রয় পাবে না।

যাকবের দৃষ্টিভঙ্গি

যাকোব বলেন যে, একজন মানুষ শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই নয়, কিন্তু কাজের মাধ্যমেও ধার্মিকগণিত (justified) হয় (যাকোব ২:২৪)। কিন্তু, ইফিষীয় ২:৮ পদে পৌল বলেছেন যে, আমরা অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি, কাজের দ্বারা নয়। রোমীয় ৩:২৮ পদে তিনি বলেছেন যে একজন ব্যক্তি ব্যবস্থার কাজ ছাড়াই বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হয়।

তাহলে, আমরা কি একসঙ্গে কাজ ও বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হই? যাকোব ও পৌল কি একে অপরের বিরোধিতা করেছিলেন? না, কারণ তারা একই বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন না।

পৌল ঈশ্বরের সামনে একজন ব্যক্তি কিভাবে ধার্মিকগণিত হয় সে সম্পর্কে কথা বলছিলেন। **একজন ব্যক্তি বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহ দ্বারা ধার্মিকগণিত হন**।

যাকোব কথা বলছেন কিভাবে একজন ব্যক্তি অন্যদের কাছে ন্যায্য হন। **একজন ব্যক্তি বিশ্বস্তভাবে জীবনযাপন করার মাধ্যমে দেখান যে তার কাছে উদ্ধারকারী বিশ্বাস আছে।**

যাকোবের পত্রের মূল বিষয় হল প্রমাণ করা যে প্রকৃত বিশ্বাস দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা হয়। তিনি বলেন যে, অব্রাহাম তার কাজের দ্বারা ধার্মিক ছিলেন। একজন ব্যক্তিকে একসাথে বিশ্বাস ও কাজের দ্বারা ধার্মিক হতে দেখা যায়। আমরা জানি যে একজন ব্যক্তি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী, যদি সে নিজেকে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে দাবি করে এবং একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মতো জীবনযাপন করে।

এছাড়া, পৌল এও নিশ্চিত করেছিলেন যে উত্তম কাজগুলি বিশ্বাসকে অনুসরণ করে। আমরা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পাই, এই কথা বলার পরই ইফিষীয় ২:১০ পদে পৌল বলেছিলেন যে আমরা খ্রিষ্ট যিশুতে উত্তম কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছি।

যাকোব ও পৌল একে অপরের বিরোধিতা করেন নি। তারা উভয়েই একমত যে উদ্ধারকারী বিশ্বাস একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং মন পরিবর্তনের পরে আসা কাজগুলি দেখায় যে একজন ব্যক্তিকে পরিত্রাণ পেয়েছে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ২য় পর্ব, ২ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(২:১২) লিখিত আইন তাদের জন্য বিচারের মান হবে না, যারা এটি কখনও শোনেনি। ঈশ্বর তাদের কাছে অন্যান্য উপায়ে যে আইন প্রকাশ করেছেন তার দ্বারা তারা দোষীসাব্যস্ত হবে। (দেখুন ১:২০, ২:১৫)

(২:১৩) সেগুলি অন্তিম বিচারে ধার্মিকগণিত হওয়ার বিষয় হবে। কিছু মানুষ আশা করেছিল যে তারা ধার্মিকগণিত হবে কারণ তারা আইনের অধিকারী ছিল। কিন্তু বাধ্য না হয়ে কেবল আইনের জ্ঞান কাউকে ধার্মিকগণিত করে না।

(২:১৪) তারা হয়তো স্বভাববসত সঠিক কাজ করতে পারে, এর অর্থ এই নয় যে তারা ঈশ্বর ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে ভাল। ২:১৫ পদ দেখায় যে, ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে ও বিবেককে যে আইন লিখে রেখেছেন, সেটির কারণেই তারা যা সঠিক তা করতে পারে। ‘স্বাভাবিকভাবে‘-র অর্থ হল, লিখিত শাস্ত্র ছাড়াই ঈশ্বর তাদের স্বভাব যা প্রকাশ করে তা তারা করে।

(২:১৫) যাদের লিখিত আইন নেই, তাদের নৈতিক স্বভাব রয়েছে এবং তারা নির্দিষ্ট পছন্দ করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, বিবেক পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য। পরিবেশ ও শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিবেক সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়, কিন্তু এটি একটি নির্দেশিকা যা সাধারণভাবে সঠিক। কিন্তু, সমস্ত সমস্ত পাপী, এমনকি সেই মান অনুসারে, কারণ তারা সবসময় যা সঠিক তা করেনি।

২:১৫, ১৬ পদ দেখায় যে, বিচার শুধুমাত্র বাহ্যিক কাজগুলির জন্যই নয় কিন্তু উদ্দেশ্যেরও জন্য হবে। (এই পদগুলি হৃদয়, চিন্তা, বিবেক ও গোপনীয়তারকথা বলে।)

(২:১৬) এই প্যাসেজে আলোচিত ধার্মিকগণনা হওয়া (২:১৩ পদে উল্লেখিত) বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া হওয়ার কোনো বিকল্প নয়। এটা চূড়ান্ত ধার্মিকগণনা, শেষ বিচারে ধার্মিকগণিত হওয়া।

বিচারের এই নীতিগুলি পৌলের প্রচারিত সুসমাচারের জন্য অপরিহার্য ছিল। ক্ষমাহীনদের উপর ঈশ্বরের যে বিচার আসবে সে সম্বন্ধে বোধগম্যতা ছাড়া সুসমাচারের ক্ষমার সু-সংবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ নয়। যে কোন ভ্রান্তি যা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অবমূল্যায়ন করে, তা সুসমাচারকেও অবমূল্যায়ন করবে।

বিধর্মী অনধিগম্যদের (Unreached) জন্য আশা

► যারা সুসমাচার শোনেনি তাদের কী হবে? তারা যদি আরও ভাল কিছু না জানে, তা হলে কীভাবে তারা পাপের জন্য বিচার পাওয়ার যোগ্য?

রোমীয় ২:১৪-১৬ পদ ইঙ্গিত করে যে, এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে, যারা সঠিক কাজ করা বেছে নেয় আর তাই তাদেরকে দোষীসাব্যস্ত করা হবে না। কিন্তু, আমরা জানি যে কাজ দ্বারা কেউ রক্ষা পাবে না। প্রত্যেকেই আইন ভঙ্গ করেছে এবং বিচারের যোগ্য (৩:৯-১০, ১৯-২০)। কোনো ব্যক্তিকে তার কাজের যোগ্যতায় রক্ষা করা যায় না। তাই, যদি একজন অপ্রচারিত (unevangelized) ব্যক্তিকে রক্ষা করা হয়, তা হলে তা অবশ্যই প্রায়শ্চিত্তের (atonement) মাধ্যমে হবে, এমনকি যদি সে সুসমাচার নাও শুনে থাকে।

একজন ব্যক্তি যদি ঈশ্বরকে সম্মান করেন, তা হলে ঈশ্বর তাকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার পথ দেখাবেন। গীতসংহিতা ২৫:১৪ পদ বলে, "যারা তাঁকে সম্ভ্রম করে সদাপ্রভু গুপ্ত বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত করেন; তিনি তাঁর নিয়ম তাদের কাছে প্রকাশ করেন।" ঈশ্বরের নিয়ম (covenant) আমাদের দেখায় যে তাঁর সাথে সম্পর্কের জন্য কী প্রয়োজন। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য প্রয়োজন হয় অনুগ্রহের, কারণ সমস্ত লোক পাপ করেছে।

ইয়োব, বিলিয়ম এবং নোহের মতো মানুষেরা ঈশ্বরকে জানত, যদিও তাদের কাছে কোনো ধর্মগ্রন্থ ছিল না। তাদের মধ্যে মেল্কীষেদক ছিলেন, যিনি ঈশ্বরের একজন যাজক ছিলেন, যদিও ঈশ্বর পরবর্তীকালে ইস্রায়েলের মাধ্যমে যা করেছিলেন তার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। ঈশ্বর যেকোনো সংস্কৃতি ও সময়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। (এ ছাড়া, গীতসংহিতা ১৯:১-৪, রোমীয় ১০:১৮ পদ দেখুন।) রোমীয় ১ অধ্যায়ের মূর্তিপূজকরা একটি পতিত (depraved) অবস্থায় ছিল না কারণ তারা কখনোই ঈশ্বর সম্পর্কে জানত না, কিন্তু তারা যা জানত তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

একজন বিধর্মী মানুষ কি কখনও সুসমাচার না শুনেই পরিত্রাণ পেতে পারে? এযদি একজন ব্যক্তি তার কাছে থাকা সত্যকে অনুসরণ করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ক্ষমাপ্রার্থী হতে ও ক্ষমার অন্বেষণে যথেষ্ট পরিচালিত করবেন। এটি হল অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ, কাজের দ্বারা নয়। এএটি কাজ দ্বারা পরিত্রাণের বিপরীত যা বেশিরভাগ ধর্ম প্রস্তাব করে।

সুতরাং, একজন ব্যক্তি যদি সুসমাচার না শুনেই পরিত্রাণ পেতে পারে, তাহলে আমাদের জন্য সুসমাচার প্রচার করা জরুরি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী অংশে দেওয়া হবে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ২য় পর্ব, ২ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(২:১৭-২০) ইহুদিরা কপট ছিল কারণ তারা আইন শিক্ষা দিত যদিও তারা সেগুলি লঙ্ঘন করত। তারা ব্যবস্থার অধিকারী, ন্যায় নির্ধারণকারী, এবং অজ্ঞদের শিক্ষক হিসেবে তাদের ভূমিকা উপভোগ করেছিল। পৌল তাদের উচ্চ দাবিগুলি তালিকাবদ্ধ করার সময় এখানে কটাক্ষ করেছেন।

বাইবেল এমনকি এমন এক সমাজেও সর্বাধিক বিক্রিত বই হতে পারে, যেটি আরও বেশি অধার্মিক হয়ে উঠছে। এটি দেখায় যে, মানুষ ঈশ্বরের আইন মেনে না চললেও এর মূল্য বুঝতে পারে, এমনকি যদিও তারা তা পালন করে না।

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের আধ্যাত্মিক বাস্তবতা হারিয়ে ফেলার পর মানুষ প্রায়শই পাপ ঢাকার জন্য ধর্মের একটি অবয়ব বজায় রাখে।

(২:২১-২৪) ইহুদিরা আইনের ভিত্তিতে পরজাতীয়দের দোষারোপ করা উপভোগ করেছিল, কিন্তু তারা নিজেরা সম্পূর্ণরূপে তা মেনে চলেনি। তারা উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদা দাবি করলেও পাপে জীবনযাপন করার দ্বারা ঈশ্বরকে অসম্মান করেছিল। একইভাবে, খ্রিষ্টধর্মের প্রতি সবচেয়ে প্রচলিত আপত্তি হল যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যা বিশ্বাস করে বলে দাবি করে, তারা সেটার উত্তম উদাহরণ নয়।

(২:২৫) যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পুরো আইন পালন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ত্বকচ্ছেদের ভিত্তিতে ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক বলে দাবি করতে পারে না। যদি তারা আইন ভঙ্গ করে, তবে তারা অছিন্নত্বকদের সমান ছিল।

ত্বকচ্ছেদের পরিভাষা

► ত্বকেচ্ছদের তাৎপর্য কী ছিল?

ইহুদিরা এই পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোককে দেখেছিল: যারা ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে (covenant) থাকার যোগ্য ছিল এবং যারা তা ছিল না। ত্বকচ্ছেদ ইস্রায়েল ও ঈশ্বরের মধ্যে চুক্তির একটি চিহ্ন হিসেবে দেওয়া হয়েছিল,কিন্তু পরবর্তীকালে এটি চুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত শর্তের প্রতিনিধিত্ব করছিল। তাই, ইহুদিরা পৃথিবীর দুই শ্রেণীর মানুষদের চ্ছিন্নত্বক ও অচ্ছিন্নত্বক বলে অভিহিত করত। পৌলের কথায়, সাধারণত চুক্তিতে থাকার উপায় হিসাবে ছিন্নত্বক্ হওয়া ছিল ইহুদিধর্মের পুরো ব্যবস্থাকে অনুসরণ করা। (শব্দটির এই ব্যবহারের উদাহরণের জন্য গালাতীয় ৫:২-৩ দেখুন।) সেই অর্থে, ত্বকেচ্ছদ করানো ছিল অনুগ্রহের পরিবর্তে কাজের দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ২য় পর্ব, ২ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(২:২৬) একজন অছিন্নত্বক্ ব্যক্তি যদি আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করেন, তাহলে ঈশ্বর তার ত্বকচ্ছেদ না হওয়ার জন্য তাকে দোষীসাব্যস্ত করবেন না।

(২:২৭) একজন ধার্মিক পরজাতীয় এবং একজন পাপী ইহুদির মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখায় যে ইহূদীই দোষী, যদিও তার কাছে ইহূদী-ধর্ম আছে। একইভাবে, নোহ তার ধার্মিকতার দ্বারা জগৎকে দোষীসাব্যস্ত করেছিলেন কারণ তিনি দেখিয়েছিলেন যে প্রকৃত আনুগত্য কী (ইব্রীয় ১১:৭)।

(২:২৮-২৯) ত্বকচ্ছেদ ছিল একজন ইহুদির পরিচয়ের চিহ্ন, যা প্রমাণ করত যে সে ঈশ্বরের লোকদের একজন। দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৬ পদে এবং নতুন নিয়মের বেশ কিছু স্থানে ত্বকচ্ছেদ পবিত্র আত্মার কাজকে চিত্রিত করে, যখন তিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও বাধ্য হওয়ার জন্য পাপীর হৃদয় পরিবর্তন করেন।[25] এটিই হল একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী কাছে ত্বকচ্ছেদের তাৎপর্য।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৬ পড়তে হবে।

ঈশ্বর প্রাচীন ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাদের হৃদয়ে অনুগ্রহের একটি অপারেশন করবেন। এটা কেবল তাদের বংশধরদের জন্যই নয়, সেই সময়কার মানুষরা যারা এই বার্তা শুনেছিল তাদের জন্যও ছিল।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত ব্যক্তি যিনি শাস্ত্র না জেনেই ধার্মিকতার কাজ করেন, তিনি হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি তার সত্য গ্রহণ করে বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহ লাভ করেছেন।

---

[25] দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৬, ফিলিপীয় ৩:৩, কলসীয় ২:১১-১২

যিশাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি

ঈশ্বর সর্বদা আনুষ্ঠানিকতা (formalism) এবং আইনবাদের (legalism) পরিবর্তে হৃদয় থেকে আনুগত্য চেয়েছেন, এবং সকল জাতির জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। যিশাইয় ৫৬:৬-৭ পদ দেখুন।

> যে বিদেশিরা সদাপ্রভুর সেবা করার জন্য, তাঁকে ভালোবাসার জন্য ও তাঁর আরাধনা করার জন্য তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, যারাই সাব্বাথ-দিন অপবিত্র না করে তা পালন করে ও যারা আমার নিয়ম অবিচলভাবে পালন করে—তাদের আমি আমার পবিত্র পর্বতে নিয়ে আসব এবং আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দ দেব। তাদের দেওয়া হোমবলি ও অন্যান্য নৈবেদ্য আমার বেদিতে গ্রহণ করা হবে; কারণ আমার গৃহ আখ্যাত হবে সর্বজাতির প্রার্থনা-গৃহ বলে।”

৩ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) অ্যাপোক্যালিপটিক শাস্ত্র কী বর্ণনা করে?

(২) কেন ইহুদিরা বিশেষ সুবিধা পাওয়ার আশা করেছিল?

(৩) কিভাবে একজন ব্যক্তিকে ধার্মিক করা হয়?

(৪) কীভাবে একজন ব্যক্তি দেখাতে পারেন যে তার কাছে উদ্ধারকারী বিশ্বাস রয়েছে?

(৫) একজন ইহুদির জন্য ত্বকচ্ছেদের তাৎপর্য কী ছিল এবং একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য এটি কীসের প্রতীক ছিল?

৩ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

যে ইহুদিরা ভুলভাবে ভেবেছিল যে তাদেরকে ঈশ্বর গ্রহণ করবেন, তাদের বর্ণনা করে এক পৃষ্ঠা রচনা লিখুন। আজকের দিনে যাদের এই রকমই ভুল বোঝাবুঝি আছে, তাদের বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪
সার্বজনীন পরিস্থিতি

অনুগ্রহ যা পরিত্রাণের দিকে চালিত করে

এমনকি একটি বলিদান প্রদান করেও, একজন পাপীর হৃদয়ে যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ কাজ না করে তাহলে সে আশাহীন থাকবে। পাপী ব্যক্তি তার পাপের দ্বারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত, মন্দ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং শয়তানের শাসনাধীনে রয়েছে (ইফিষীয় ২:১-৩) তিনি তার আচরণ পরিবর্তন করতে অক্ষম (রোমীয় ৭:১৮-১৯)। কীভাবে তিনি অনুতাপ ও বিশ্বাস সহকারে সুসমাচারের প্রতি সাড়া দেবেন?

ঈশতত্ত্ববিদরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন কিভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ মানুষের অবস্থার প্রতি সাড়া দেয়।

জন ক্যালভিন বিশ্বাস করতেন যে মানুষ যেহেতু সম্পূর্ণভাবে পাপ-প্রবৃত্তিতে (totally depraved) রয়েছে, সে ঈশ্বরের প্রতি সাড়া দিতে পারে না।[26] তাই, ঈশ্বরই বেছে নেন কে রক্ষা পাবে আর কে পাবে না। যেহেতু ঈশ্বর কেবলমাত্র কিছু মানুষকে পরিত্রাণ করার জন্য বেছে নিয়েছেন, তাই প্রায়শ্চিত্ত কেবলমাত্র তাদের জন্যই দেওয়া হয়, সমস্ত মানুষের জন্য নয়। এই বিষয়টি মানুষ নিজে বেছে নিতে পারে না। এমন এক অনুগ্রহ যা প্রতিরোধ করা যায় না, ঈশ্বর তাদের অনুতপ্ত হতে এবং বিশ্বাস করতে বাধ্য করেন। তারা কখনোই পরিত্রাণ থেকে দূরে সরে যেতে পারে না কারণ তাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এটিই ছিল ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ক্যালভিনের ধারণা।

জন ক্যালভিন
(John Calvin)

ক্যালভিন বিশ্বাস করতেন নাযে, সকলের পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ (saving grace) লাভ করা সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিশেষ অনুগ্রহ (special grace) ছাড়া কেউই অনুতপ্ত হতে এবং বিশ্বাস করতে পারে না, এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই অনুগ্রহ অধিকাংশ মানুষকে দেওয়া হয়নি।

ক্যালভিন বিশ্বাস করতেন যে একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া কোনো ভালো কাজ করতে পারেন না, যেমন প্রতিশ্রুতি রাখা বা তার পরিবারকে ভালবাসা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর সমস্ত মানুষকে অনুগ্রহ প্রদান করেন, যা তাদেরকে উত্তম কাজ করতে সমর্থ করে। তিনি এই অনুগ্রহকে ‘সাধারণ অনুগ্রহ’ (common grace) বলে অভিহিত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন না যে ‘সাধারণ অনুগ্রহ’ একজন ব্যক্তিকে পরিত্রাণের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জন ওয়েসলি (John Wesley) ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্পর্কে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি দেখেছিলেন যে বাইবেল সবসময় মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি সাড়া দিতে আহ্বান জানায়। এই কারণেই তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের পক্ষে বেছে নেবার বিষয়টি বাস্তব। ক্যালভিনের মতো, তিনিও বিশ্বাস করতেন যে মানুষ পাপ-প্রবৃত্তিগ্রস্থ এবং ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া সে

---

[26] ছবি: “Portretten van Johannes Calvijn...”, from the Rijksmuseum, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85920383 থেকে সংগৃহিত। পাবলিক ডোমেইন।

সুসমাচারের প্রতি সাড়া দিতে পারে না। কিন্তু তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর প্রত্যেককে সেই সাহায্যটি দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর লোকেদের সাড়া দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা দেন, কিন্তু তাদেরকে অপ্রতিরোধ্যভাবে পরিত্রাণ দেন না। ঈশ্বর মানুষকে বেছে নেওয়াকে সম্ভব করে তোলেন। এটি প্রথম অনুগ্রহ (first grace) যা প্রতিটি ব্যক্তির কাছে আসে। ঈশ্বরতত্ত্ববিদেরা একে 'প্রিভেনিয়েন্ট অনুগ্রহ' (prevenient grace) বলে অভিহিত করেছেন, যার অর্থ "আগে যে অনুগ্রহ আসে" (the grace that comes before)।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ সেই পাপীর হৃদয়ে পৌঁছায়, তাকে তার পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে দেখিয়ে দেয় যে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য সে নিজে দায়ী। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাকে ক্ষমা কামনা করতে এবং ঈশ্বরের প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

অনুগ্রহ ছাড়া একজন পাপী ঈশ্বরের কাছেও আসতে পারে না। ঈশ্বরের অন্বেষণ শুরু করার আগে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে অনুগ্রহ আসে, যদিও সে এটির যোগ্য কিছুই করেননি।

ইফিষীয় ২:১-৩ একটি নিরাশার বর্ণনা দেয়। কিন্তু সেই বর্ণনার পরে যে দু'টি পদ আসে, তা দেখুন।

> কিন্তু আমাদের প্রতি মহাপ্রেমের জন্য ঈশ্বর, যিনি অপার করুণাময়, আমরা যখন অপরাধের ফলে মৃত হয়েছিলাম, তখনই তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের জীবিত করলেন। আর তোমরা অনুগ্রহেই পরিত্রাণ লাভ করেছ। ইফিষীয় ২: ৪-৫

একজন ব্যক্তি যদি পরিত্রাণ না পায়, তাহলে সেটি এই কারণে নয় যে সে অনুগ্রহ পাই নি, বরং সে যে অনুগ্রহ লাভ করেছিল সেটির প্রতি সে সাড়া দেয় নি।

► কোনটি প্রথমে আসে, ঈশ্বরের জন্য মানুষের অনুসন্ধান, নাকি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ? আপনি কিভাবে এটি বর্ণনা করবেন?

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ২য় পর্ব, ৩ নং প্যাসেজ

এই পাঠে আমরা রোমীয়দের ২য় ভাগ শেষ করি। আমরা দেখেছি যে, কীভাবে পরজাতীয়রা ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মূর্তির দিকে ফিরেছিল। হুদিদের কাছে ঈশ্বরের আইন ছিল, কিন্তু তারা তা পালন করেনি। এখন, প্রেরিত জগতের লোকেদের অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।

৩:১-২০ পদের মূল পয়েন্ট

পৃথিবীর প্রত্যেকেই পাপী এবং ঈশ্বরের আদালতে দোষী।

৩:১-২০ পদের সারসংক্ষেপ

এই প্যাসেজটি ১:১৮-৩:২০ পদের বৃহত্তর অংশের সারাংশ। ৩:১৯-২০ পদ ছোটো প্যাসেজ ও সেইসঙ্গে বৃহত্তর প্যাসেজের সারসংক্ষেপ। আইনে দেখায় যে সারা বিশ্বই দোষী; অতএব, কেউ তার কর্মের ভিত্তিতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে পারে না।

এই পয়েন্টটি উল্লেখ করার কারণ হল যাতে প্রতিটি মুখ বন্ধ করা যেতে পারে (৩:১৯), যার অর্থ হল যে কারও নিজের ধার্মিকগণিত হওয়ার জন্য কোনও অজুহাত বা ভিত্তি নেই। ৩:৯ পদে পৌলের যুক্তি দেখানো হয়েছে: তিনি ইহুদি ও পরজাতীয়

উভয়কেই পাপের অধীনে দেখিয়েছেন। যেহেতু কারোরই কোনো অজুহাত নেই, তাই ঈশ্বর সমস্ত মানুষের সাথে পাপী হিসেবে আচরণ করছেন।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৩:১-২০ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(রোমীয় ৩:১-২) পৌল দেখিয়েছেন যে ইহুদিরা কেবলমাত্র ইহুদি বলেই পরিত্রাণ পাবে না, পরজাতীয়দের মতই তাদের কাজের জন্য তারা বিচারিত হবে। তাহলে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন হবে, "ইহুদিদের জন্য কি সত্যিই কোনো সুবিধা রয়েছে?" বড় সুবিধা এই যে তারাই শাস্ত্র পেয়েছিল। প্রায় পুরো বাইবেলই ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইহুদিরাই লিখেছিলেন। (অন্যান্য সুবিধাগুলি ৯:৪-৫ এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।)

একই প্রশ্ন যেকোন ধরনের ধর্ম বা অনুগ্রহের উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, যেমন, বাপ্তিস্ম, মন্ডলীর সদস্যপদ, প্রভুর ভোজ, অথবা অন্যান্য ধর্মীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে। যেহেতু তারা পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দিতে পারে না, তাই একজন ব্যক্তি হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ‘তাহলে এগুলির লাভ কি?’ উত্তর হল, উপাসনার পদ্ধতিগুলি (forms of worship) আমাদের বিশ্বাসকে সাহায্য করে। আমরা যখন সেগুলি বিশ্বাস সহকারে অনুশীলন করি, তখন আমরা অনুগ্রহ লাভ করি। কিন্তু, যদি আমরা বিশ্বাস ছাড়াই এবং আনুগত্যের বিকল্প হিসাবে সেগুলি অনুশীলন করি, তবে সেগুলি মূল্যহীন।[27]

(৩:৩) কেউ কেউ যদি অবিশ্বস্ত হয়, তাহলে কী? তাদের অবিশ্বস্ততা কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে মূল্যহীন করে তোলে? প্রশ্নকর্তা করছেন যে ঈশ্বর যদি অবাধ্য ইহুদিদের রক্ষা না করেন, তাহলে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়নি।

> ***প্যাক্স রোমানা***
>
> প্যাক্স রোমানা (Pax Romana) ছিল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২৭ অব্দ থেকে ১৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই শব্দগুলির অর্থ 'রোমান শান্তি'। কারণ রোমানরা অনেক ছোট ছোট দেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল, সেই দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। এর ফলে ব্যবসার উন্নতি সম্ভব হয়েছিল এবং লোকেরা জাতীয় সীমানা পেরিয়ে আরও সহজে যাতায়াত করতে পারত।

তারা ভেবেছিল যে ইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ শর্তহীন হওয়া উচিত। তারা ভেবেছিল যে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ততার অভিযোগ করতে পারে, যদিও তারা প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

(৩:৪) দৃশ্যটি এমন যেন ঈশ্বর এবং মানুষ কোনো আদালত কক্ষে একে ওপরের বিপরীতে রয়েছে মানুষের অবিশ্বস্ততার বিপরীতে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা প্রমানের বিচার হবে। প্রেরিত বলছেন না যে আমাদের ঈশ্বরের ন্যায়বিচার পরীক্ষা করা উচিত নয়। বরং তিনি বলেছেন যে আমরা যখন ঈশ্বরের কাজগুলো পরীক্ষা করব তখন দেখব যে, তিনি যা কিছু করেছেন, তাতে তিনি ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক।[28]

পরবর্তীকালে পত্রে আমরা দেখতে পাই যে যেহেতু পরিত্রাণ শর্তসাপেক্ষ, যখন তিনি পরিত্রাণ দেন এবং যখন তিনি দোষীসাবস্ত করেন, তখন উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের ন্যায়বিচার প্রদর্শিত হয়।

---

[27] সুপারিশকৃত পুস্তক: Sermon by John Wesley, “The Means of Grace,” available from https://holyjoys.org/the-means-of-grace/

[28] ৯ নং পাঠে ‘‘বিচারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার’’ শীর্ষকটি দেখুন।

(৩:৫) প্রেরিত এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে: 'আমাদের পাপ যদি দেখায় যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, তা হলে তা ভাল কিছু সম্পাদন করে।' তাহলে এর জন্য আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া কি ঈশ্বরের পক্ষে অন্যায়?"

► আপনি কিভাবে ৩:৫ পদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন?

(৩:৬) না, কারণ এটি ঈশ্বরের ধার্মিকতা দেখায় বলে মানুষের পাপকে যদি ক্ষমা করা হয়, তাহলে কোনো পাপেরই বিচার করা যাবে না। এটি অন্তিম বা চূড়ান্ত বিচার (final judgment)-কে অস্বীকার করবে, যা এক ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এমন যেকোনো ব্যক্তির জন্য এক অপরিহার্য মতবাদ। অধিকন্তু, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার তখনই স্পষ্ট হয় যখন তিনি পাপের শাস্তি দেন, কিন্তু তিনি পাপের শাস্তি দিতে পারেন না যদি এর ভিত্তিতে পাপকে ন্যায্য বলে প্রমাণিত করা হয়। এই আপত্তি নিজেই নিজেকে খণ্ডন করে।

(৩:৭) আবার এই ধারণাটিও প্রস্তাব করা হয়েছে যে, যেহেতু আমাদের পাপকেও ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য ব্যবহার করা হবে, তাই পাপী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। এটি তাদের চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী কাজের মূল্যায়ন করার একটি প্রচেষ্টা। যাইহোক, এটি এই তথ্যের বিপরীত যে বিচারের রায় উদ্দেশ্য অনুযায়ী হবে (২:১৫-১৬)। এ ছাড়া, মন্দ কাজগুলি থেকে উত্তম ফলাফল লাভ করার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের। পাপী তার পাপের দ্বারা ভাল কিছু সম্পাদন করেনি। ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়া পাপ কেবল মন্দ ফলাফল নিয়ে আসে।

(৩:৮) পৌল শুধু বলেছেন যে যারা পাপীরা এবং যারা পাপ ক্ষমা করে, তারা তাদের দণ্ডাজ্ঞা পাওয়ার যোগ্য। এ ছাড়া, তিনি সেই মিথ্যা অভিযোগকেও অস্বীকার করেন যেখানে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা শিক্ষা দেয় যে আমাদের পাপ ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে ভাল কাজ করতে পারে, আমাদের কেবল এটি স্বীকার করা উচিত এবং পাপী থাকা উচিত। তোমার পাপ স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে, কিন্তু সত্যিকারের অনুতপ্ত হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই তার পাপকে প্রকৃতই মন্দ হিসেবে দেখতে হবে।

(৩:৯) 'আমরা' বলতে এখানে ইহুদীদের বোঝানো হয়েছে। তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে আধ্যাত্মিক মর্যাদা নেই। সকলেই পাপের মধ্যে রয়েছে, তারা পাপ করেছে এবং এর দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে।

(৩:১০-১৮) এই পদগুলি গীতসংহিতা এবং পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের উদ্ধৃতি করে।[29] কিছু লোক ৩:১০ পদ উদ্ধৃতি করে এবং বলে যে এর অর্থ হল, কেউই ধার্মিক নয়, এমনকি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীও নয়। কিন্তু, ৩:১০-১৮ পদ সম্ভবত একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে বর্ণনা করতে পারে না। কেউ যদি মনে করে যে এটি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে বর্ণনা করে, তাহলে এই বাক্যগুলিতে আপনার পরিচিত একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর নাম রাখার কথা ভাবুন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, "পাস্টর অ্যারনের মুখ অভিশাপে পূর্ণ, তার চরণ বধ করার জন্য দ্রুত দৌড়ায়, তার কোন ঈশ্বরভয় নাই।"

এই পদগুলি সেই ব্যক্তিদের সাধারণ অবস্থাকে বর্ণনা করে যাদের মন-পরিবর্তন হয়নি। এটি ১:২৯-৩১ পদের বর্ণনার অনুরূপ। পৌলের উদ্দেশ্য হল এটি দেখানো যে কেউই তার কাজের দ্বারা পরিত্রাণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। রোমীয় ৩:১০-১৮ পদ দেখায় যে, ঈশ্বরের ধার্মিকতা লাভ না করে কেউই ধার্মিক নয়।

---

[29] গীতসংহিতা ১৪:১-৩, গীতসংহিতা ৫৩:১-৩, গীতসংহিতা ১৪০:৩, গীতসংহিতা ১০:৭, যিশাইয় ৫৯:৭-৮, হিতোপদেশ ১:১৬, গীতসংহিতা ৩৬:১

► আপনি এই বিবৃতিতে কী প্রতিক্রিয়া জানাবেন: "কারও দাবি করা উচিত নয় যে সে প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কারণ বাইবেল বলে যে কেউই ধার্মিক নয়'?

৩:১৯-২০ পদ কেবল ৩:১-২০ পদেরই নয়, ১:১৮-৩:২০ পদেরও সারাংশ।

(৩:১৯-২০) কীভাবে ন্যায্য (justified) হওয়া যায়, মানুষকে তা দেখানোর জন্য আইন দেওয়া হয়নি, বরং এটি দেখানোর জন্য যে প্রত্যেকে ইতিমধ্যেই দোষী। আইন ধার্মিকগণিত হওয়া (justification) নয়, দণ্ডাজ্ঞার (condemnation) মাধ্যম। 'যেন প্রত্যেকের মুখ বন্ধ' হওয়ার অর্থ হল, নিজেকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য কারও কোনও অজুহাত বা ভিত্তি নেই। সে ঐশ্বরিক আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে না।

যে ব্যক্তি মনে করে যে তাকে ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হওয়ার জন্য আইন পালন করতে হবে, সে আইনের অধীনে রয়েছে। আইনের অধীনে থাকা বলতে পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক সময়কালকে বোঝায় না। যে কোনো ব্যক্তি যদি পরিত্রাণের অনুগ্রহ (saving grace) না পেয়ে থাকে, তাহলে আইনের অধীনে রয়েছে, কারণ তাকে যদি ঈশ্বরের বিচারে যেতে হয় তাহলে তাকে আইন ভঙ্গ করার জন্য বিচার করা হবে। একজন ব্যক্তি আর আইনের অধীনে থাকে না যদি সে পরিত্রাণ পায়, কারণ সে অনুগ্রহের ভিত্তিতে ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হয়।

► আইনের অধীনে থাকার অর্থ কী?

বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া (Justification by Faith)

একজন পাপী কিভাবে ঈশ্বরের সামনে ধার্মিকগণিত হতে পারে তা প্রত্যেক ব্যক্তির বোঝার প্রয়োজন। আমরা ঈশ্বরের শত্রু থাকাকালীন প্রকৃত শান্তি বা নিশ্চিত আনন্দ থাকতে পারে না, বর্তমান সময়ে বা অনন্তকালে।[30]

মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছিল এবং পবিত্র ছিল, ঠিক যেমন তাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর পবিত্র। ঈশ্বর যেমন প্রেম, তেমনি পুরুষ ও নারী প্রেমে বাস করত, তারা ঈশ্বরে বাস করত এবং ঈশ্বর তাদের মধ্যে বাস করতেন। তারা নিষ্পাপ ছিল, পাপের যা-কিছু রয়েছে তা থেকে মুক্ত ছিল, যেমন ঈশ্বর পাপহীন। তারা মন্দ জানত না, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে পাপহীন ছিল। তারা তাদের সমস্ত হৃদয়, মন, প্রাণ ও শক্তি দিয়ে তাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসত।

ন্যায়পরায়ণ ও নিখুঁত মানুষ আদমকে ঈশ্বর এক নিখুঁত আইনব্যবস্থা দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের এক নিখুঁত আনুগত্য চেয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব ছিল। তবুও আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল (আদিপুস্তক ৩:৬)।

অনতিবিলম্বে ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিচার আদমকে দোষীসাব্যস্ত করেছিল। ঈশ্বর আদমকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অবাধ্যতার শাস্তি হবে মৃত্যু (আদিপুস্তক ২:১৭)। যে মুহূর্তে আদম নিষিদ্ধ ফল আস্বাদন করেছিল, তিনি মারা গেলেন। ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে তার আত্মা মারা গিয়েছিল। (ঈশ্বর ব্যতীত আত্মার কোন জীবন নেই)। একইভাবে, তার শরীরও মরনশীল হয়ে গেল। যেহেতু তিনি আত্মাতে মৃত, ঈশ্বরের কাছে মৃত এবং পাপে মৃত, তাই তিনি অনন্ত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হন; নরকের আগুনে দেহ ও আত্মার উভয়ের শাস্তি যা কখনো নিভবে না।

---

[30] এই বিভাগটি Wesley's sermon, "Justification by Faith," available from https://holyjoys.org/justification-by-faith/ থেকে অভিযোজিত।

"একজন মানুষের মাধ্যমে পাপ ও পাপের মাধ্যমে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছিল এবং এভাবে সব মানুষের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হল কারণ সকলেই পাপ করেছিল" (রোমীয় ৫:১২)। পাপ আদমের মাধ্যমে এসেছিল, যিনি আমাদের সকলের পিতা ও প্রতিনিধি ছিলেন। এই কারণে, সমস্ত মানুষ মৃত - ঈশ্বরের কাছে মৃত, পাপে মৃত, নশ্বর দেহে বসবাস করে, যা শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এবং অনন্ত মৃত্যুর শাস্তির অধীনে। একজন ব্যক্তির অবাধ্যতার কারণে সকলেই পাপী হয়েছিল (রোমীয় ৫:১৯) এবং "... একটি পাপের পরিণামে যেমন সব মানুষের উপর শাস্তি নেমে এসেছিল ..." (রোমীয় ৫:১৮)।

সমস্ত মানুষ এই অবস্থায় ছিল—পাপী এবং দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত—যখন ঈশ্বর জগৎকে এত ভালবাসতেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছিলেন, যাতে আমরা বিনষ্ট না হই, কিন্তু অনন্ত জীবন পাই (যোহন ৩:১৬)। ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হয়েছিলেন, মানব পরিবারের দ্বিতীয় মস্তক, সমগ্র মানবজাতির দ্বিতীয় প্রতিনিধি। এভাবে তিনি আমাদের দুঃখ বহন করেছেন (যিশাইয় ৫৩:৪) এবং প্রভু তাঁর উপর আমাদের সকলের পাপ চাপিয়ে দিয়েছেন (যিশাইয় ৫৩:৬)। তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ ও আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন (যিশাইয় ৫৩:৫)। তিনি তার আত্মাকে অপরাধের বলি হিসেবে উৎসর্গ করেছিলেন (যিশাইয় ৫৩:১০)। তিনি পাপীদের জন্য তাঁর রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি সারা পৃথিবীর পাপের জন্য এক সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলি হয়েছিলেন।

যেহেতু ঈশ্বরের পুত্র সকলের জন্য মৃত্যু আস্বাদন করেছেন (ইব্রীয় ২:৯) তাই ঈশ্বর এখন তাদের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধ গণনা না করে জগৎকে নিজের সঙ্গে পুনরায় সম্মিলিত করেছেন (২ করিন্থীয় ৫:১৯)। "... একটি পাপের পরিণামে যেমন সব মানুষের উপর শাস্তি নেমে এসেছিল, তেমনই ধার্মিকতার একটিমাত্র কাজের পরিণামে এল নির্দোষিকরণ, যা সব মানুষের কাছে জীবন নিয়ে আসে" (রোমীয় ৫:১৮)। আমাদের জন্য তাঁর পুত্রের কষ্টভোগের কারণে, ঈশ্বর এখন আমাদের পাপের জন্য আমাদের প্রাপ্য শাস্তি বাতিল করার, আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে ফিরিয়ে দেওয়ার এবং আমাদের মৃত আত্মাকে আধ্যাত্মিক জীবনে পুনরুদ্ধার করার গ্যারান্টি দিয়েছেন, আমাদের অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতির একটি মাত্র শর্ত আছে, যা তিনি আমাদের পূরণ করতে সক্ষম করেন।

► শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত একটা শর্ত কী?

পুরাতন নিয়মে অনুগ্রহ

► পুরাতন নিয়মের সময়ে বসবাসকারী লোকেদের জন্য কোন অনুগ্রহ ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল? এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে পুরাতন নিয়মের লোকেদের রূপান্তরিত হতে পারে না এবং পবিত্র আত্মার কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না। তাই, তারা বর্তমানে বিশ্বাসীদের জন্য পুরাতন নিয়মের গুরুত্ব দেখে না। তারা মনে করে যে, বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ নতুন নিয়ম দিয়ে শুরু হয়েছিল। তারা মনে করে যে, পুরাতন নিয়মের লোকেরা ব্যবস্থা ও বলিদানের দ্বারা রক্ষা পেতে পারে।

আসল বিষয়টি হল যে, আইনব্যবস্থা পালন করে বা বলিদান দেবার মাধ্যমে কেউই কখনো পরিত্রাণ পায়নি (ইব্রীয় ১০:৪)। তাহলে তারা কীভাবে পরিত্রাণ পেল? বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহে।

(১) নতুন নিয়ম বলে যে পুরাতন নিয়মে সুসমাচার রয়েছে।

- পুরাতন নিয়ম যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণের শিক্ষা দেয় (২ তীমথি ৩:১৫)।

- অব্রাহামের কাছে সুসমাচার ছিল এবং বিশ্বাসের দ্বারা তিনি ধার্মিকগণিত (justified) হয়েছিলেন (রোমীয় ৪:১-৩, গালাতীয় ৩:৬, ৮)।
- দাউদ বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া বর্ণনা করেছেন (রোমীয় ৪:৬-৮)।
- সুসমাচার প্রথমে ছিল, আইন পরে এসেছিল (গালাতীয় ৩:১৭)।
- পুরাতন নিয়মের লোকেদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল, ঠিক যেমনটি আমাদের কাছে করা হয়েছিল (ইব্রীয় ৪:২)।
- যিশু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে নীকদীমের ইতিমধ্যেই তার পুরাতন নিয়মের অধ্যয়ন থেকে নতুন জন্ম সম্বন্ধে জানা উচিত (যোহন ৩:১০)।
- বিশ্বাসের কারণে প্রদত্ত ধার্মিকতা (রোমীয় ১:১৭) ব্যবস্থা এবং ভাববাদীরা দেখেছেন (রোমীয় ৩:২১)।

(২) বিশ্বাসের দ্বারা অনুগ্রহ লাভের জন্য খুব বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

যিশু ক্ষমার জন্য অনুতাপের প্রচার করেছিলেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের (atonement) বিষয়টি ব্যাখ্যা করেননি। লোকেরা তাঁর বার্তা বিশ্বাস করে উদ্ধার পেয়েছিল (উদাহরণস্বরূপ, কূপের কাছে শমরীয় নারী, যোহন ৪:৩৯-৪২)।

পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরা প্রায়শ্চিত্ত বিষয়টি বুঝতে পারেনি, কিন্তু তাদের কেবল বিশ্বাস করতে হয়েছিল যে ঈশ্বর ক্ষমার জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করছেন। তারা বিশ্বাসের দ্বারাঅনুগ্রহের মাধ্যমে উদ্ধার পেয়েছিল, তাদের কাজ বা বলিদানের দ্বারা নয়। তাদের বলিদান ও বাধ্যতা আমাদের মতো তাদের বিশ্বাসের এক প্রদর্শন ছিল।

কোন ব্যক্তি যদি ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করেন, তাহলে ঈশ্বর তাকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথ দেখাবেন। গীতসংহিতা ২৫:১৪ পদ বলে, “যারা তাঁকে সম্ভ্রম করে সদাপ্রভু গুপ্ত বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত করেন; তিনি তাঁর নিয়ম তাদের কাছে প্রকাশ করেন।“

(৩) ঈশ্বরের আদেশ অনুগ্রহকে প্রয়োজনীয় করে তোলে।

মথি ২২:৩৭-৪০ পদে যিশু বলেছিলেন যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আজ্ঞাগুলি হল, তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫) এবং নিজের মতো আপনার প্রতিবেশীকে প্রেম করা (লেবীয় পুস্তক ১৯:১৮)। এই আদেশগুলি অনুগ্রহ ছাড়া পালন করা যায় না। ঈশ্বর কি পুরাতন নিয়মের লোকেদের জন্য অসম্ভব কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন, নাকি তিনি অনুগ্রহের দ্বারা বাধ্যতা দেখাতে তাদেরকে সমর্থ করেছিলেন?

প্রতিদানে মন্দ করবেন না (হিতোপদেশ ২৪:২৮-২৯), যারা আপনার প্রতি মন্দ আচরণ করে, তাদের প্রতি সৎকর্ম করুন (হিতোপদেশ ২৫:২১-২২)। শত্রুর বলদকে ফিরিয়ে দিন, যখন আপনি সেটিকে দূরে ঘুরতে দেখবেন (যাত্রাপুস্তক ২৩:৪-৫)। আপনার শত্রুর পতন হলে আনন্দিত হবেন না (হিতোপদেশ ২৪:১৭)।

(৪) ঈশ্বর আশা করেছিলেন পুরাতন নিয়মের লোকেরা আনুগত্যে বাস করবে।

দ্বিতীয় বিবরণ ২৭ এবং ২৮ অধ্যায় বাধ্যদের উপর আশীর্বাদ এবং অবাধ্যদের উপর অভিশাপগুলি তালিকাভুক্ত করে। এই অভিশাপগুলি কল্পনাযোগ্য সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি বাধ্যতার সুযোগ না থাকত, তা হলে এই লোকেরা অভিশাপগুলি পেত এবং সমস্ত আশীর্বাদ হারিয়ে ফেলত।

(৫) ঈশ্বর তাদের হৃদয় পরিবর্তন করার জন্য অনুগ্রহের কাজ প্রদান করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৬ পদ বলে যে, তারা ও তাদের বংশধরেরা হৃদয়ে ছিন্নত্বক্ হতে পারে, যাতে তারা বাধ্য হতে পারে এবং বেঁচে থাকতে পারে। দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১১-২০ পদে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখতে পাই। তাদের বলার ছিল না যে এটি গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল, কারণ এটি তাদের মুখে এবং হৃদয়ে ছিল – বিশ্বাসের দ্বারা প্রাপ্ত অনুগ্রহের উল্লেখ করার জন্য রোমীয় ১০:৬-৮ পদে পৌল যে বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। সমস্যাটি তাদের হৃদয়ে সিদ্ধান্ত নেবার বিষয় (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৭)। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:২০)।

(এ ছাড়াও দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২, ১৬ পদ দেখুন।) ঈশ্বর যা চেয়েছিলেন তা হল সম্পূর্ণ প্রেম এবং হৃদয়ের পবিত্রতা। হৃদয়ের ত্বকেচ্ছদ এটিকে সম্ভবপর করে।

(৬) সর্বদা ঈশ্বরের প্রকৃত লোকেরা হলেন সেই ব্যক্তিরা যারা তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর সেবা করে।

রোমীয় ২:২৮-২৯, কলসীয় ২:১১-১২ এবং ফিলিপীয় ৩:৩ পদ সকলে বলে যে একজন সত্যিকারের ইহুদি একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। ভাববাদীরাও তাই বলেছিলেন। পরিত্রাণ হৃদয়ের বাধ্যতার উপর নির্ভর করেছিল এবং বলিদান এক দুষ্ট হৃদয়কে ধার্মিকগণিত হওয়া প্রদান করেনি। স্তিফান তার সময়ের ইহুদিদেরকে তাদের পুরাতন নিয়মের পূর্বপুরুষদের মত হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন যারা হৃদয় ও কানে অচ্ছিন্নত্বক্ ছিলে (প্রেরিত ৭:৫১)। উপাসনার বাহ্যিক রীতিনীতিগুলি কখনোই ঈশ্বরের কাছে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ছিল না।

দাউদ প্রার্থনা করেছিলেন, "আমার মুখের এই বাক্যসকল ও আমার মনের ধ্যান, তোমার দৃষ্টিতে মনোরম [গ্রাহ্য] হোক" (গীতসংহিতা ১৯:১৪)।

(৭) পুরাতন নিয়মে অনুগ্রহের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

- ইয়োব ঈশ্বরকে ভয় করতেন এবং মন্দকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন (ইয়োব ১:১)।
- নোহ তার প্রজন্মের ধার্মিক ও নির্দোষ ছিলেন (আদিপুস্তক ৬:৯)।
- যিশাইয় হৃদয় পরিষ্কার করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন (যিশাইয় ৬)।
- দায়ূদ তার পাপপূর্ণ স্বভাবকে পুরোপুরি নির্মূল করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (গীতসংহিতা ৫১)।

প্রমাণগুলি দেখায় যে, বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ এবং বিশুদ্ধ হৃদয় পুরাতন নিয়মে উপলব্ধ ছিল। এর অর্থ হল, পুরাতন নিয়ম আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পুরাতন নিয়মে ধার্মিক জীবনযাপনের জন্য ঈশ্বরের নির্দেশাবলী ছিল একজন পবিত্র ঈশ্বরের দিকনির্দেশনা এমন লোকেদের জন্য যাদের অনুগ্রহে বসবাস করতে বলা হয়েছিল। স্পষ্টতই, অনেক আজ্ঞা সেই সময় এবং পরিস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং সেগুলি একইভাবে আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ৭ নং পাঠে এমন একটা অংশ রয়েছে, যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে কীভাবে আমাদের পুরোনো নিয়মের শাস্ত্রকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা উচিত।

৪ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) ক্যালভিনের ‘সাধারণ অনুগ্রহ‘ (common grace) ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

(২) ওয়েসলির “আগে যে অনুগ্রহ আসে” (“the grace that comes before”) ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) রোমীয় ৩:১৯ পদে, “প্রত্যেকের মুখ বন্ধ” করা এর অর্থ কী?

(৪) রোমীয় ৩ অধ্যায়ে ইহুদিদের কোন বড় সুবিধার উল্লেখ করা হয়েছে?

(৫) কীভাবে উপাসনার পদ্ধতিগুলি আমাদের উপকৃত করে?

(৬) রোমীয় ৩:১০-১৮ পদ কী দেখায়?

(৭) কারা আইনের অধীনে রয়েছে? (রোমীয় ৩:১৯-২০)

৪ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি সম্পর্কে একটি পৃষ্ঠা লিখুন:

- প্রতিরোধমূলক অনুগ্রহ (prevenient grace)
- পুরাতন নিয়মে অনুগ্রহ
- যে কারণে বিশ্বাস দ্বারা পাপীদের ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে হবে

প্রয়োজন হলে আপনি রোমীয় ছাড়া বিভিন্ন শাস্ত্রপদ ব্যবহার করতে পারেন।

(২) মনে রাখবেন যে এই কোর্সের সময় আপনাকে তিনটি সারমান প্রচার করতে হবে বা অন্য দলের জন্য তিনটি সেশন শিক্ষা দিতে হবে।

পাঠ ৫

ধার্মিকগণিত হওয়ার উপায় ও অর্থ

উদ্ধারকারী বিশ্বাসের সংজ্ঞা

► উদ্ধারকারী বিশ্বাসের কী (saving faith)? একজন ব্যক্তির যদি উদ্ধারকারী বিশ্বাস থাকে, তাহলে তিনি কি বিশ্বাস করেন? একজন বিশ্বাসী কি বিশ্বাস করে?

(১) তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ (justify) **করার জন্য কিছুই করতে পারেন না।**

"কারণ বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারাই তোমরা পরিত্রাণ লাভ করেছ। তা তোমাদের থেকে হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরেরই দান। তা কোনো কাজের ফল নয় যে তা নিয়ে কেউ গর্ববোধ করবে।" (ইফিষীয় ২:৮-৯)

তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি কিছুই (কাজ) করতে পারেন না যা তাকে এমনকি আংশিকভাবে পরিত্রাণ পাওয়ার যোগ্য করে তুলবে।

(২) তিনি বিশ্বাস করেন যে, খ্রিষ্টের বলিদানই তার ক্ষমার জন্য যথেষ্ট।

"তিনি আমাদের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত, শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।" (১ যোহন ২:২)

প্রায়শ্চিত্ত বা *তুষ্টিসাধনের* (propitiation) অর্থ হল সেই বলিদান যা আমাদের ক্ষমাকে সম্ভবপর করে তোলে।

(৩) তিনি বিশ্বাস করেন যে, কেবলমাত্র বিশ্বাসের শর্তে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেন।

"আমরা যদি আমাদের পাপস্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, তাই তিনি আমাদের সব পাপ ক্ষমা করে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচিশুদ্ধ করবেন।" (১ যোহন ১:৯)

যদি তিনি মনে করেন যে অন্যান্য শর্ত রয়েছে, তবে তিনি সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহেরপরিবর্তে কাজের দ্বারা আংশিকভাবে উদ্ধার পাওয়ার আশা করেন।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৩য় পর্ব

৩য় পর্বে তিনটি প্যাসেজ রয়েছে। প্রথমটি (৩:২১-৩১) দেখায় যে, মানুষকে অবশ্যই এমন একটি উপায় দ্বারা ধার্মিকগণিত (justified) হতে হবে যেভাবে ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছেন, কারণ মানুষ যা করেছে তার ভিত্তিতে মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করা যায় না। দ্বিতীয় প্যাসেজটি (রোমীয় ৪ অধ্যায়) বিশ্বাসের ধার্মিক-প্রতিপন্নতার দৃষ্টান্ত হিসেবে অব্রাহাম ও দায়ূদকে ব্যবহার করেছে, যা দেখায় যে মতবাদটি নতুন নয়। তৃতীয় প্যাসেজে (রোমীয় ৫ অধ্যায়) ব্যাখ্যা করে যে, কীভাবে খ্রিষ্টের বলিদান এই ধরনের ধার্মিকগণনাকে (justification) সম্ভবপর করে তোলে। এই পাঠে আমরা এই তিনটে অনুচ্ছেদই অধ্যয়ন করব।

৩:২১-৫:২১ পদের মূল পয়েন্ট

মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থা হল খ্রিষ্টের বলিদান, যা বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা ধার্মিকতা প্রদান করে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৩য় পর্ব, ১ নং প্যাসেজ

৩:২১-৩১ পদের মূল পয়েন্ট

ধার্মিক-প্রতিপন্নতায় ঈশ্বরের উপায় হল বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহ, এবং কাজের দ্বারা ধার্মিকতা অসম্ভব।

৩:২১-৩১ পদের সারসংক্ষেপ

যেহেতু সর্বদা সমস্ত আইন পালন করার ভিত্তিতে কেউ ধার্মিক নয়, তাই ধার্মিকগণিত হওয়ার অন্য উপায় খুঁজে বের করতে হবে। **ঈশ্বরের পক্ষে দ্বিধাটি (৩:২৬ পদে উল্লেখিত) হল পাপী ব্যক্তিকে ধার্মিক-প্রতিপন্ন করা এবং তবুও একজন ধার্মিক বিচারক হওয়া।** প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে দ্বিধা বা উভয়সঙ্কটটির সমাধান হয়েছে; ঈশ্বর ক্ষমা করার ভিত্তি হিসাবে একটি বলিদান প্রদান করেছেন। যে বিশ্বাস করে তাকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু বলিদান দেখায় যে ঈশ্বর পাপকে গুরুতর বলে গণ্য করেন।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৩:২১-৩১ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(৩:২১) আইনব্যবস্থা ছাড়াই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ধার্মিকতা সাধিত হয়। প্রেরিত বলেন যে, এই ধারণা নতুন নয়, বরং ব্যবস্থা ও ভাববাদীরা এটি শিক্ষা দিয়েছিলেন। "কিন্তু এখন" বলতে খ্রিষ্টের সুসমাচারের সম্পূর্ণ প্রকাশের (full revelation) সময়কে বোঝায়, যেমন পরবর্তী পদে বলা হয়েছে। (এছাড়াও ৩:২৫ দেখুন)

(৩:২২-২৩) ইহুদি ও পরজাতীয়রা যেভাবে রক্ষা পায় তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যেহেতু তারা সমভাবে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত (condemned)। এমনকি প্রাচীন ইস্রায়েলেও, যখন তারা ঈশ্বরের দেওয়া আচার-অনুষ্ঠান পালন করত, তখন বলি ও আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা কেউ কখনও উদ্ধার পায়নি। যে কেউ পরিত্রাণ পেয়েছিল সে বিশ্বাস দ্বারা অনুগ্রহ লাভ করে উদ্ধার পেয়েছিল। (৩:৩০ পদ দেখুন।)

সকলের জন্যই পরিত্রাণের উপায় হল বিশ্বাস। *সবাই* বা *সকলে* শব্দটি এখানে বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক যেমন সকলে পাপ করেছে, তেমনই সকলে যারা বিশ্বাস করবে তারা পরিত্রাণ পাবে। "যারা বিশ্বাস করে" এই বাক্যটি প্রস্তাবটির উন্মুক্ততার উপর জোর দেয়, ঠিক যেমন 'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের দ্বারা' বাক্যাংশটি বিশ্বাসের শর্তের উপর জোর দেয় (১:১৭)।

(৩:২৪) অনুগ্রহ আমাদের জন্য বিনামূল্যে, কারণ যিশু মুক্তির মূল্য পরিশোধ করেছেন।

(৩:২৫) অতীতের পাপগুলি হল খ্রিষ্টের আগমনের পূর্বে কৃত পাপ। সেগুলি আনুষ্ঠান পালনের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা হয়নি, কিন্তু হয়েছে খ্রিষ্টের মৃত্যুর দ্বারা, এমনকি যদিও যখন পাপগুলি করা হয়েছিল তখনও তাঁর মৃত্যু ভবিষ্যতে ছিল। এটি ঘটার আগেই খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্তের ভিত্তিতে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেছিলেন, কারণ এটি আদি থেকেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। (৩:২১ পদ দেখুন।)

প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়েছিল যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, যদিও তাঁর ন্যায়বিচার অবিলম্বে ছিল না। তবে এটি দেখিয়েছিল যে ঈশ্বর পাপকে গুরুত্ব সহকারে দেখেন।

(৩:২৬) এই পদটি অতীব দ্বিধা বা উভয়সংকটের সমাধান দেখায়: কীভাবে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ থাকবেন, এবং এই সঙ্গে পাপীকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করতে পারেন? প্রায়শ্চিত্ত সেই পথ প্রদান করেছিল। ঈশ্বর ক্ষমার ভিত্তি হিসেবে একটি বলিদান প্রদান করেছিলেন। যে বিশ্বাস করে তাকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু বলিদান দেখায় যে ঈশ্বর পাপকে গুরুতর বলে গণ্য করেছিলেন।

► যদি প্রায়শ্চিত্ত ছাড়াই ঈশ্বর মানুষকে ক্ষমা করতেন তাহলে কী সমস্যা হোত?

ঈশ্বর হলেন নিখিলবিশ্বের ন্যায়পরায়ণ বিচারক। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, পাপ এতটাই গুরুতর যে এর চিরস্থায়ী শাস্তি রয়েছে। পাপের কারণে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বজগতে চূড়ান্ত ন্যায়বিচারের জন্য দায়বদ্ধ, যারা সৎকর্ম করে তাদের পুরস্কার এবং যারা অন্যায় করে তাদের জন্য শাস্তি।

কোনো ভিত্তি ছাড়া ক্ষমা করা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের সাথে সজ্ঘাত সৃষ্টি করবে। এটা পাপের প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়াকে অসংগত করে তুলে তাকে অসম্মানিত করবে। তিনি যদি কিছু মানুষকে শাস্তি দিতেন এবং অন্যদের ক্ষমা করতেন, তা হলে তাঁকে অন্যায্য বলে মনে হতো। এটি একটি সামান্য সমস্যা নয়, কারণ সমগ্র মহাবিশ্ব ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য বিদ্যমান। মানুষ কীভাবে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে পারে, যদি না তারা তাঁকে ন্যায়পরায়ণ বলে মনে করে?

এর সমাধানটি এমন হতে হবে যা পাপকে গুরুতর বলে দেখায়, ক্ষমা করার একটি কারণ প্রদান করে, এবং ঈশ্বরের প্রকৃতিকে প্রদর্শন করে, যাতে লোকেরা ঈশ্বরকে পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে সম্মান করতে পারে।

প্রায়শ্চিত্ত (atonement) সেই চাহিদা পূরণ করে। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বলিদান দেখিয়েছিল যে পাপ গুরুতর। অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা পাপীকে তার পাপের মন্দতাকে স্বীকার করতে পরিচালিত করে। সকলের জন্য পরিত্রাণের বিনামূল্যে প্রস্তাব মানুষের পছন্দকে ব্যক্তিগত করে তোলে, যাতে যারা তা গ্রহণ করে তাদের ক্ষমা করাএবং যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের ক্ষমা না করে, তাদের ক্ষমা করা ঈশ্বরের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত।

যারা অনুতাপ করে না তাদের তিনি ক্ষমা করেন না কেন? অনুতাপহীনভাবে পাপ করে চলে, এমন কাউকে ক্ষমা করা প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে: ঈশ্বরের ন্যায়বিচার প্রদর্শনকালে ক্ষমা প্রদান করা।

(৩:২৭) পরিত্রাণ অর্জনের জন্য আত্ম-শ্লাঘার কোন ভিত্তি নেই। কিছু মানুষ আছে যারা বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তি গর্বিত হয় যদি সে জানে যে সে উদ্ধার পেয়েছছে কিন্তু যে ব্যক্তি জানে যে সে অনুগ্রহের কারণে তাকে ক্ষমা করা হয়েছে, তবে তার নম্র হওয়ার কারণ রয়েছে, গর্বিত হওয়ার নয়।

(৩:২৮) ধার্মিকগণিত হওয়া (justification) পূর্ববর্তী ধার্মিকতার উপর নির্ভর করে না। **ধার্মিকগণিত হওয়ার অর্থ হল, যে পাপী অনুতপ্ত হয় এবং বিশ্বাস করে তাকে ধার্মিক বলে গণ্য করা হয়, এমন যেন সে পাপ করেনি।** ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার জীবন শুরু হয় ধার্মিকগণিত হওয়া থেকে, তার আগে নয়। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তি নিজের জীবন পরিবর্তন করতে পারে না। তিনি ইতিমধ্যেই খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য, এবং অন্য কোনো উপায় নেই।

(৩:২৯-৩০) এই পদগুলি পুস্তকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বার্তাটি সমগ্র বিশ্বের জন্য।সুসমাচারের এই সর্বজনীন প্রয়োগটি ভিত্তি একেশ্বরবাদের (monotheism) উপর। যেহেতু একমাত্র ঈশ্বর রয়েছেন, তাই তাঁর উদ্দেশ্যগুলি সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য, একজন স্থানীয় ঈশ্বরের মতো নয় যিনি কেবল একটি জাতি বা গোষ্ঠীর প্রতি আগ্রহী হতে পারেন। ঈশ্বর সবসময় চেয়েছিলেন যেন ইস্রায়েলীয়রা পরজাতীয়দের সঙ্গে ঈশ্বরের জ্ঞান ভাগ করে নেয় (যিশাইয় ৪২:৬, যিশাইয় ৪৩:২১, যিশাইয় ৪৯:৬)।

► প্রেরিত বলেছিলেন যে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণনা আইনকে ধ্বংস করে না, বরং তা সমর্থন করে। সেটি কিভাবে?

(৩:৩১) কেউ যখন তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং বাধ্যতায় জীবনযাপন করতে শুরু করে, তখন সে আইনকে ধার্মিকতার মান হিসেবে তুলে ধরে। প্রায়শ্চিত্ত (atonement) এবং ধার্মিকগণনার (justification) যে কোন তত্ত্ব যা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য আইনকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে তা এই পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[31] একজন ব্যক্তি যদি ক্ষমা চান কিন্তু ঈশ্বরের বাধ্য হতে চান না, তা হলে এটা দেখায় যে, তিনি পাপের মন্দতা এবং তার ক্ষমা পাওয়ার প্রকৃত কারণ বুঝতে পারেন নি। তিনি কেবল ব্যবস্থার প্রতি সম্মান দেখানোর ভান করে পরিত্রাণ লাভ করার চেষ্টা করছেন।

> "যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়, পাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পরিত্রাণের জন্য যিশুকে বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তি ছাড়া কেউই আইনকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে না।"
> - জর্জ ম্যাকলফলিন,
> রোমীয়দের প্রতি পত্রের ভাষ্য
> (George McLaughlin, *Commentary on Romans*)

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৩য় পর্ব, ২ নং প্যাসেজ

৪ অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট

অব্রাহাম, যিনি ঈশ্বরের লোকেদের পিতা হওয়ার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকগণিত হয়েছিলেন।

৪ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহে ধার্মিকগণিত হওয়ার (justification) মতবাদ পুরাতন নিয়মে প্রতিষ্ঠিত। অব্রাহাম, যিনি ঈশ্বরের লোকেদের পিতা হওয়ার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন, তিনি বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক ছিলেন। রাজা দায়ূদও অনুগ্রহের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া বুঝতে পেরেছিলেন। ত্বকচ্ছেদ পরিত্রাণের উপায় ছিল না, কিন্তু অব্রাহামের ইতিমধ্যেই যে বিশ্বাস ছিল সেটার এক চিহ্ন হিসেবে তা পরে দেওয়া হয়েছিল। অব্রাহাম সেই সমস্ত ব্যক্তির পিতা ও দৃষ্টান্ত হয়েছিলেন, যারা পরে বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পাবে।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৪ অধ্যায় পড়তে হবে।

[31] জন ওয়েসলির 'বিশ্বাস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা' ('The Law Established by Faith") নামক দুটি ধর্মোপদেশ এই ধারণাগুলিকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করে। (এই কোর্সের শেষে সুপারিশকৃত পুস্তক সমূহ বিভাগটি দেখুন।)

পদের টীকাভাষ্য

(৪:১) আব্রাহাম ছিলেন জন্মসূত্রে ইহুদিদের পিতা। প্রশ্নটি হল, ‘‘অব্রাহাম ঠিক কী পেয়েছিলেন?’’ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে পরের এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য, "কে এটির উত্তরাধিকারী হতে পারে?" এবং ‘আমরা কীভাবে এটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারি?"

(৪:২) কাজের মাধ্যমে পরিত্রাণের কোন তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবেই গর্বের দিকে পরিচালিত করে।

► অব্রাহামের কেমন বিশ্বাস ছিল যা পরিত্রাণকারী বিশ্বাস হিসাবে গণনা করা হয়েছিল?

অব্রাহাম পরিত্রাণের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি জানতেন না, এবং তাই, খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্তে তিনি তার বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু, যতদূর পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে বিশ্বাস করেছিলেন। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত প্রতিজ্ঞার অংশটি হল যে আব্রাহাম অনেক জাতির পিতা হবেন (৪:১৭-১৮), কিন্তু প্রতিজ্ঞাটির বাকি অংশ ছিল যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তার বংশধরদের মাধ্যমে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে (আদিপুস্তক ১২:২-৩; ২২:১৭-১৮)। প্রতিজ্ঞাটি যাকোবের কাছে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল (আদিপুস্তক ২৮:১৪)। অব্রাহামের বংশধরদের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রদান করা হবে। এটি ছিল আব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞা। এটি ছিল অনুগ্রহের একটি প্রতিজ্ঞা যা সকলকে দেওয়া হয়েছিল।

অব্রাহামকে ধার্মিক প্রতিপন্ন (justified) বলে গণ্য করা হয়েছিল কারণ তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিলেন। তার ধার্মিকগণিত হওয়া (justification) আমাদের মতই ছিল, যদিও আমাদের বিশ্বাসের বিষয়বস্তু বেশি।

(৪:৪) একজন ব্যক্তি যদি তার পরিত্রাণের জন্য কাজ করেন, তাহলে পরিত্রাণ একটি উপহার নয়। পরিবর্তে, তিনি একটি হিসাবনিকাশ পরিশোধ করার চেষ্টা করছেন (রোমীয় ১১:৬ দেখুন)।

(৪:৫) যে কাজ করে না সে এমন একজন ব্যক্তি নয় যে ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না, বরং এমন একজন ব্যক্তি যিনি পরিত্রাণ লাভের উপায় হিসাবে কাজ করছেন না। স্বর্গে প্রবেশ করানোর জন্য তার কাজের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, সে নিজের পরিত্রানের জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে বিশ্বাস করে।

(৪:৬-৮) এ ছাড়া, দায়ূদ বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছিলেন, যখন তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া এক গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছিলেন, যা পাপের ক্ষমার উপর নির্ভর করে। ঈশ্বর বিশ্বাসীকে অতীতের পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করবেন না। প্রেরিত পৌল দেখাচ্ছেন যে, বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকগণিত হওয়ার মতবাদ কোন নতুন ধারণা নয় - এমনকি রাজা দায়ূদও তা বুঝতে পেরেছিলেন।

আমরা কিভাবে জানি যে এটি অতীতের পাপকে নির্দেশ করে এবং ক্রমাগত পাপকে নয়? রোমীয় ৬:২ পদ বলে যে যেহেতু আমরা পাপের জন্য মৃত, তাই আমরা আর সেখানে অবস্থান করি না। রোমীয় ৬ পদের পুরো বার্তা এই ধারণাটিকে খণ্ডন করে যে, আমরা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েও আমরা পাপে বাস করতে পারি। (আরও দেখুন রোমীয় ৫:৬-৮: ‘আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম‘ এবং ‘আমরা যখন পাপী ছিলাম," যা বোঝায় যে আমাদের এখন শক্তি আছে এবং আমরা আগের মতো পাপী নই—আমরা ধার্মিকগণিত এবং পরিবর্তিত।)

(৪:৯) এই প্রশ্নটি কীভাবে একজন ব্যক্তি বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়ার এই অবস্থানে আসতে পারে, সেই বিষয়ে তুলে ধরে। এই আশীর্বাদ কি কেবল ছিন্নত্বক্ ব্যক্তিদের জন্যই আসে?

► কোনটি প্রথম - আইনব্যবস্থা না অনুগ্রহ?

(৪:১০-১২) অব্রাহাম যখন অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, তখন তার ত্বকেচ্ছদ হয়নি। ত্বকেচ্ছদ পরে এসেছিল। তাই, একজন অছিন্নত্বক্ ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব। অব্রাহাম হলেন তাদের আধ্যাত্মিক পিতা, যারা তার উদাহরণ অনুসরণ করে (পদক্ষেপে চলে), এমনকি যদিও তারা ছিন্নত্বক না হয়। যাদের ত্রাণকারী বিশ্বাস আছে তারা হল অব্রাহামের আত্মিক সন্তান। ইস্রায়েলীয়রা তার আত্মিক সন্তান নয় যদি না তারা বিশ্বাস করে, এমনকি যদিও তারা বংশগতভাবে তার কাছ থেকে এসেছে।

(৪:১৩-১৪) অব্রাহামের আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী কারা? যারা আইনব্যবস্থা পালন করে, তারা যদি হয়, তাহলে এটি প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস দ্বারা নয়।

(৪:১৫) আইন হল বিচারের মাধ্যম কারণ এটি পাপকে প্রকাশ করে। এটি অনুগ্রহ প্রাপ্তির মাধ্যম নয়। আইন না থাকলে এর লঙ্ঘনও হতো না। পৌল নির্দিষ্টভাবে মোশির ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলছিলেন না, বরং সাধারণভাবে মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলছিলেন। এমন কোন স্থান নেই যেখানে ঈশ্বরের চাহিদাগুলি সম্পূর্ণরূপে অজানা (১:২০)।

(৪:১৬-১৭) অব্রাহামের অনেক জৈবিক বংশধর ছিল, যারা বিভিন্ন জাতি গঠন করেছিল। কিন্তু, এখানে প্রেরিত বলেছেন যে অব্রাহাম অনেকের পিতা ছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাসী সকলের পিতা।

পরিত্রাণ বিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করা হয় যাতে এটি অনুগ্রহ দ্বারা দত্ত হতে পারে। প্রাপকের যোগ্যতা অর্জনের জন্য যদি কোনও কর্মের প্রয়োজন হয় তবে এটি সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহ দ্বারা হবে না। কারণ এটা অনুগ্রহের দান, এটা শুধুমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই গ্রহণ করতে হবে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করার চেষ্টা করে, সে পরিত্রাণ বোঝে না।

► অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কী ছিল? আমরা যে পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞা লাভ করেছি, সেটির সঙ্গে এটির কী মিল ছিল?

(৪:১৮-১৯) অব্রাহাম এমনকি সেইসময়ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন, যখন তার পরিস্থিতিতে তাকে আশা দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। এসন্তানের পিতা হওয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে তারদেহ মৃতের সমান ছিল। এ ছাড়া, সারারও সেই সময় পার হয়ে গিয়েছিল যখন সে শারীরিকভাবে সন্তান ধারণ করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু, প্রকৃত বিশ্বাস পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না।

এই বিশ্বাস হল কাজের প্রতি আস্থার বিপরীত। এটা ব্যাখ্যা করে যে, কেন হাগারের পুত্র ইশ্মায়েল হল কাজের দ্বারা এক ধরনের পরিত্রাণ (গালাতীয় ৪:২২-৩১)। ইশ্মায়েলের জন্ম বিশ্বাসের পরিবর্তে শারীরিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। **পরিত্রাণ হল প্রতিজ্ঞা দ্বারা, তারপর বিশ্বাস, তারপর অলৌকিক ঘটনা।**

(৪:২০-২১) মানুষের ক্ষমতার চেয়ে মানুষের আস্থার দ্বারা ঈশ্বর বেশি গৌরবান্বিত হন।

(৪:২২) ৩ পদের নোটটি দেখুন।

► আমরা কি একই পরিত্রাণ পাই যা আব্রাহাম পেয়েছিলেন?

(৪:২৩-২৫) অব্রাহামের বিশ্বাস আমাদের জন্য এক দৃষ্টান্ত। তিনি পরিত্রাণের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা জানতেন না, কিন্তু তার কাছে যে অংশটি প্রকাশিত হয়েছিল তিনি তা বিশ্বাস করেছিলেন। আমাদের অবশ্যই পরিত্রাণের পরিকল্পনার প্রকাশিত বিবরণ বিশ্বাস করতে হবে, যা অব্রাহাম জানতেন না: খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান। এই পদগুলি দেখায় যে আমরা একই ধার্মিকগণনা (justification) পেয়েছি যা অব্রাহাম পেয়েছিলেন, কারণ এটি বলে যে ধার্মিকতা তার কাছে আরোপিত হয়েছিল এবং একই ভিত্তিতে আমাদের কাছেও আরোপিত করা হবে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৩য় পর্ব, ৩ নং প্যাসেজ

৫ অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট

পুনর্মিলন, ধার্মিকতা ও জীবন এনে খ্রিষ্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে পাপের ফলগুলিকে বিপরীতমুখী করেছিলেন।

৫ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এখন যেহেতু আমরা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হয়েছি, তাই আমরা খ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছি (৫:১) ‘আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে‘ বাক্যাংশটি অধ্যায়টির বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে: খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজের কার্যকারিতা। আদমের পাপ জগৎকে পাপ ও মৃত্যুর অধীনে নিয়ে এসেছিল এবং তার পরে প্রত্যেক ব্যক্তিই পাপ করেছে। খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্ত (atonement) পাপের প্রভাবগুলিকে বিপরীত করেছে।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৫ অধ্যায় পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

> ঈশ্বরের প্রেম হল কারণহীন, পরিমাপহীন এবং বিরামহীন।

(৫:১-২ক) এই পদটি পূর্ববর্তী বিভাগটিকে এই বিভাগে সংযুক্ত করেছে। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল, খ্রিষ্টের কাজের কার্যকারিতা। শান্তি হল ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হওয়া - শত্রুতা দূর করা এবং ক্রোধ ফিরিয়ে নেওয়া।

যিশু বলেছিলেন যে, তিনিই হলেন দ্বার (যোহন ১০:৯)। এই পদ একইরকম বিষয় বলে, কারণ তাঁর দ্বারা আমরা বিশ্বাস দ্বারা অনুগ্রহ প্রবেশ করতে পারি। তিনিই পথ, সত্য এবং জীবন (যোহন ১৪:৬)।

(৫:২খ-৫) এই পদগুলিতে বিশ্বাসীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে যখন সে অনুগ্রহে বাস করেন।

পৌল বলেছিলেন যে, আমাদের আনন্দ এই আশার কারণে যে, আমরা ঈশ্বরের গৌরবের অভিজ্ঞতা লাভ করব। তিনি বলেছিলেন যে আমরা ক্লেশের মধ্যেও আনন্দ করতে পারি।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছোটখাটো বিষয়গুলি (জীবনের পরিস্থিতি) উপভোগ করতে ও সহ্য করতে পারে, কারণ বড় বিষয়গুলি সুনিশ্চিত। অবিশ্বাসী ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বিষয় থেকে আনন্দ লাভ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেগুলি সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়; তারা দ্রুত চলে যায়। জীবন যদি একটি যাত্রাপথ হয় তা হলে জীবনের পরিস্থিতি খুব খারাপ হয় না, কিন্তু অন্য কিছু না থাকলে জীবনের অবস্থা দুর্বিষহ বলে মনে হয়।

ক্লেশের বিশ্বস্ত ধৈর্য বিশ্বাসীদের জন্য এক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। (এছাড়াও যাকোব ১:২-৪ পদ দেখুন।) আমরা যখন বিশ্বাসের দ্বারা ক্লেশ সহ্য করি, তখন আমরা ধৈর্য গড়ে তুলি। ধৈর্য কেবল অপেক্ষা করার ইচ্ছা নয়, বরং বিশ্বাস দ্বারা সহ্য করার ক্ষমতা।

আমরা যখন ধৈর্য সহকারে এই বিশ্বাস অনুশীলন করি, তখন আমরা ক্রমাগত ঈশ্বরের কাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং তা পর্যবেক্ষণ করতে থাকি, যা আমাদের আশা দেয়। আমরা জানি, পরিস্থিতি খারাপ হলেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হচ্ছে।

► আপনি যখন খারাপ পরিস্থিতিতে থাকেন তখন আপনি কীভাবে নিজেকে উৎসাহিত করেন?

আমরা জানি যে, আমাদের প্রত্যাশা হতাশ হবে না, কারণ ইতিমধ্যেই আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম অনুভব করেছি। ইফিষীয় ১:১৩-১৪ পদে পৌল বলেছেন যে, পবিত্র আত্মা হল গ্যারান্টি যে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞাত সমস্তকিছু পূরণ করবেন। আত্মা হল চুক্তির আমানতের মতো।

৫:৬-১০ পদ এই বিষয়ের উপর জোর দেয় যে, আমাদের ধার্মিকগণিত করার সময়ে আমরা এর যোগ্য ছিলাম না এবং তা সম্পন্ন করার জন্য কিছুই করতে পারতাম না। আমাদের শক্তিহীন ছিলাম, তখনও পাপী এবং শত্রু ছিলাম।

(৫:৬) দুর্বল হওয়ার অর্থ নিজেকে রক্ষা করতে অসমর্থ হওয়া, বিশেষ করে আইনের চাহিদাগুলি পূরণ করার ক্ষেত্রে। ঈশ্বরের চাহিদাগুলি পূরণ করার অথবা পাপ থেকে নিজেদের উদ্ধার করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

(৫:৭-৮) এটা খুবই বিরল যে, একজন ব্যক্তি এমনকি কোনো উত্তম ব্যক্তির জন্যও মারা যাবেন, কিন্তু খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মারা গিয়েছিলেন যখন আমরা যখন পাপী ছিলাম।

(৫:৯-১০) খ্রিষ্ট আমাদের মধ্যস্থতাকারী এবং উকিল হিসেবে বাস করেন। পৌল যুক্তি দেন যে, আমরা যখন পাপী ছিলাম তখন ঈশ্বর যদি ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে আমরা এখন তাঁর অনুগ্রহের বিষয়ে আরও বেশি সুনিশ্চিত হতে পারি যে আমরা খ্রিষ্টে ধার্মিকগণিত হয়েছি। আমরা তাঁর মৃত্যুর দ্বারা পুনর্মিলিত হয়েছি এবং জীবন্ত খ্রিষ্টের সাথে সংযুক্ত হয়ে আমরা ক্রমাগত ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য রয়েছি।

(পরের বিভাগটি ৫:১২-১৯ পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।)

আমরা কি আদমের পাপের জন্য দোষী?

► আমরা কি আদমের পাপের জন্য দোষী? আপনার উত্তরটি ব্যাখ্যা করুন।

রোমীয় ৫:১২-১৯ পদ বলে যে, আদমের পাপের কারণে সমস্ত মানবজাতিকে পাপ ও মৃত্যুর অধীনে আনা হয়েছিল। আমরা কি ব্যক্তিগতভাবে আদমের পাপের জন্য দোষী? আদমের পাপের জন্য কি পাপীদের শাস্তি দেওয়া হবে?

পৌল বলেননি যে, আদমের পাপের জন্য পাপীদের শাস্তি দেওয়া হবে। ৫:১২ পদে তিনি বলেছিলেন যে, সকলের উপরে মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে কেননা সকলেই পাপ করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে তার নিজের পাপের জন্য দোষী। রোমীয় ১-২ পদ ইতিমধ্যেই এই বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিল যে, মানুষের ধার্মিকগণিত হওয়ার (justification) প্রয়োজন আছে কারণ যারা ঈশ্বরের আইন লঙ্ঘন করেছে তারা পাপী। মানুষ যে অবস্থায় জন্মেছে তার জন্য মানুষকে দোষীসাব্যস্ত করা হয় না, কিন্তু করা হয় তাদের পাপ বেছে নেওয়ার জন্য। বিচার কাজ অনুযায়ী হয় (প্রকাশিত বাক্য ২০:১২, রোমীয় ২:৬-১৬, ২ করিন্থীয় ৫:১০)।

যাইহোক, আদমের দ্বারা পাপ পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল। সমস্ত মানবজাতির পিতা হিসাবে যা তখনও অজাত ছিল, তিনি মানবজাতিকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করেছিলেন। পরবর্তীতে সমস্ত মানুষ ইতিমধ্যেই ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করবে

এবং তাই, পাপ-প্রবৃত্তি সম্পন্ন (depraved) হবে। আদমের পাপের কারণে, সমস্ত মানুষ পাপের প্রতি প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তারা সকলেই তা অনুসরণ করে পাপ কাজ করে।

এই বোধগম্যতার সাথে নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

- একজনের অপরাধে অনেকের মৃত্যু হয়েছে (৫:১৫)
- একটি অপরাধের পরে বিচার দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে এসেছিল (৫:১৬)
- একজন ব্যক্তির অপরাধের কারণে, মৃত্যু রাজত্ব করেছিল (৫:১৭)
- একটি অপরাধ সমস্ত মানুষের জন্য দণ্ডাজ্ঞার কারণ হয়েছিল (৫:১৮)
- তার অবাধ্যতার দ্বারা অনেকে পাপী হয়েছিল (৫:১৯)

পৌল বলেননি যে আমরা আদমের পাপের দোষে দোষী, কিন্তু আদম পাপ নিয়ে সেছিলেন এবং সকলেই তা অনুসরণ করেছিল। পাপীদের তাদের অনেক অপরাধের জন্য ক্ষমা করতে হবে (৫:১৬), আদমের পাপের জন্য নয়।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৩য় পর্ব, ৩ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(৫:১২) যে-কারণে মৃত্যু সমস্ত মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা এই নয় যে আদমের অপরাধ তাদের উপর আরোপিত (imputed) হয়েছিল, কিন্তু সকলেই পাপ করেছিল। আদম ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে পাপ নিয়ে এসেছিলেন, এবং তার বংশধরদের উপর এর প্রভাব নিয়ে এসেছিলেন।

(৫:১৩-১৪) আইন ছাড়া পাপ প্রকাশ পায় না এবং স্পষ্টভাবে দোষীসাব্যস্ত (condemned) হয় না। যাইহোক, এমনকি মোশি আইনব্যবস্থা লাভ না করা পর্যন্ত মৃত্যু শাসন করেছিল। লোকেরা জানত যে তারা পাপের জন্য দোষী, এমনকি আইন যে স্পষ্টতা প্রদান করে তা ছাড়াই (১:২০ পদ দেখুন)। পাপের প্রকৃত ব্যাপ্তি আইন দ্বারা দেখানো হয়েছে। আদমের পাপের মতো পাপ বলতে একটি প্রকাশিত (revealed) আইনের ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতাকে বোঝায়। যাদের কোন প্রকাশ (revelation) নেই তাদের কাছে স্পষ্ট কোন বিকল্প ছিল না, তবুও তারা সম্পূর্ণরূপে তাদের বিবেককে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করেনি (১:২১)।

(৫:১৫) আদমের কাজ অনেকের জন্য মৃত্যু নিয়ে এসেছিল আর খ্রিষ্টের কাজ অনেকের জন্য জীবন নিয়ে এসেছিল। *অনেকের* শব্দটি সাধারণত সকলকে বোঝায়। জোর দেওয়া হয়েছে যে, আদমের পাপের তুলনায় খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্তের প্রভাব অনেক বেশি পৌঁছেছিল। এই পদটি বলে যে, **আদমের পাপ যেমন সকলকে পাপী করে তুলেছিল, তেমনই খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রত্যেকের জন্য অনুগ্রহ প্রদান করে**। আদমের পতনের দ্বারা পাপী হয়েছিলেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঈশ্বর অনুগ্রহ প্রদান করেন।

► ১৫ পদ থেকে কীভাবে আপনি এমন একজন ব্যক্তির উত্তর দেবেন যিনি মনে করেন যে, ঈশ্বর কেবল মানবজাতির একটি ছোট শতাংশের জন্য পরিত্রাণ প্রদান করেছেন?

(৫:১৬) আদি-পাপ (original sin) একটি কাজ ছিল, কিন্তু এখন অনেক পাপের জন্য অনুগ্রহ প্রয়োজন। আদি-পাপের তুলনায় অনুগ্রহ আরও অধিক হতে হবে।

(৫:১৭-১৯) আদমের পাপের প্রভাবের কারণে অনেককে পাপী করা হয়েছিল। তাদেরকে খ্রিষ্টের দ্বারা ধার্মিক করা হবে। এর তাৎপর্য হল যে তারা রূপান্তরিত হবে।

(৫:২০) আইন পাপকে এই অর্থে বহুগুণ করে যে এটা অপরাধের এক দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে, যেখানে আগে শুধুমাত্র কয়েকটি পাপকে শনাক্ত করা যেত। এ ছাড়া, এটি এই অর্থে পাপকে বৃদ্ধি করে যে, একজন ব্যক্তি আইন সম্বন্ধে জানার এবং তা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, সে আগের চেয়ে আরও খারাপ পাপী হয়ে ওঠে। ৭:৫-২৪ পদে এই অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত পাপ ছাপিয়ে অনুগ্রহ বহুগুণ বেশি করা হয়েছে।

অত্যাশ্চার্য অনুগ্রহ (Amazing Grace)

জন নিউটনের (John Newton) মা একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি নাবিক ও জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়ে গভীর পাপে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। জীবনে তিনি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। বন্ধুরা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং কিছু সময়ের জন্য দাস হয়েছিলেন। তার পরিস্থিতি যখন উন্নত হয়েছিল, তখন তিনি পাপ করতে থাকেন এবং দাস ব্যাবসার মাধ্যমে অনেকের জীবন ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বহু বছর ধরে একটি ক্রীতদাস জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। একবার তার জাহাজডুবি হয় এবং তিনি একটি দ্বীপে আটকা পড়েছিলেন। কিন্তু একজন ক্যাপ্টেন তাকে উদ্ধার করেছিলেন যিনি তার বাবার বন্ধু ছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে যদিও তিনি অত্যন্ত মন্দ ছিলেন, তবুও ঈশ্বর তার প্রতি করুণাময় ছিলেন। পরবর্তীকালে সেই জাহাজটি প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছিল এবং তিনি ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা করেছিলেন। জাহাজটি ঝড় থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং নিউটন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে করতে থাকেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সমুদ্র ত্যাগ করেন এবং একজন পালক হন। তিনি যে খ্রিষ্টীয় সংগীতগুলি (hymns) লিখেছিলেন তার মধ্যে একটি হল সর্বাধিক গাওয়া এবং সর্বাধিক রেকর্ড করা সংগীত।

“আশ্চর্য্য দয়া সুমধুর উদ্ধারিল আমায়

ছিলাম অন্ধ পাপী আমি চোখ খুলে দেখি তাঁয়।”

তার সাক্ষ্যে নিউটন বলেছিলেন, “ঈশ্বর করুণার সাথে আমাকে গভীর পাঁক থেকে তুলে এনেছেন এবং শিলাতে, খ্রিষ্ট যিশুতে, আমার চরণ স্থাপন করেছেন। তিনি আমার আত্মা রক্ষা করেছেন। এবং এখন, আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা হল তাঁর অতুলনীয়, মুক্ত, সার্বভৌম ও স্বতন্ত্র অনুগ্রহকে উচ্চপ্রশংসা করা ও সম্মান করা, কারণ ‘এখন আমি যা হয়েছি তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই হয়েছি’(১ করিন্থীয় ১৫:১০)। আমার হৃদয়ের পরম আনন্দ হল আমার পরিত্রাণ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অনুগ্রহ রূপে আরোপিত করা।“[32]

[32] “John Newton’s Conversion,” https://banneroftruth.org/us/resources/articles/2001/john-newtons-conversion/ (২৯শে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে উপলব্ধ)

৫ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) একজন ব্যক্তির যদি উদ্ধারকারী বিশ্বাস (saving faith) থাকে, তাহলে তিনি কি বিশ্বাস করেন?

(২) প্রায়শ্চিত্তের (atonement) মাধ্যমে সমাধানের দ্বিধা বা উভয়সঙ্কটটি কি ছিল?

(৩) প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে দ্বিধা বা উভয়সংকটের সমাধান করেছিল?

(৪) *ধার্মিকগণিত হওয়ার* (justification) অর্থ কি?

(৫) কীভাবে একজন ব্যক্তি আইনব্যবস্থাকে ধার্মিকতার মান হিসেবে তুলে ধরেন? (রোমীয় ৩:৩১)

(৬) অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞা কী ছিল?

(৭) বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া (justification) সম্বন্ধে দায়ূদ কী বলেছিলেন?

(৮) অব্রাহামের আত্মিক সন্তানরা কারা?

(৯) রোমীয় ৫:১৫ পদ থেকে আমরা কীভাবে জানতে পারি যে, পরিত্রাণ প্রত্যেককে দেওয়া হয়?

৫ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

এই প্রশ্নগুলির উত্তরসহ ধার্মিকগণিত হওয়া (justification) সম্বন্ধে এক পাতা রচনা লিখুন: প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কোন দ্বিধা বা সমাধান করা হয়েছে? বাধ্যতার দ্বারা পাপী ব্যক্তিকে কেন উদ্ধার করা যায়নি? কীভাবে অব্রাহাম বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া প্রদর্শন করেছিলেন? কীভাবে আমরা জানি যে, পরিত্রাণ সকলের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য?

পাঠ ৬
পাপের উপর বিজয়

পাপ

রোমীয় ৬ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল পাপের কর্তৃত্ব থেকে উদ্ধার। অনুতাপ এবং বিজয়লাভ বোঝার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে, পাপ কী।

► পাপ কী?

বাইবেল সাধারণত পাপপূর্ণ কাজগুলিকে বলে ইচ্ছাকৃত (১ যোহন ৩:৪-৯, যাকোব ৪:১৭)। একজন ব্যক্তি যখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে এবং জেনেশুনে ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া বেছে নেয়, তখন তা হয় ইচ্ছাকৃত পাপ।

ঈশ্বরের পরম নিয়মের কিছু অসচেতন বা দুর্ঘটনাজনিত লঙ্ঘন আছে যা ইচ্ছাকৃত পাপের মতো ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে না। আমরা যখন আলোতে চলি (আমরা যে সত্য জানি, সেই সত্য অনুযায়ী জীবনযাপন করি), আমরা সমস্ত পাপ থেকে শুচিশুদ্ধ হয়েছি (১ যোহন ১:৭) এবং আমাদের এই ভয়ে থাকার দরকার নেই যে অজানা লঙ্ঘনগুলি আমাদেরকে ঈশ্বরকে থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

এই অনুচ্ছেদটি মূলত ইচ্ছাকৃত পাপের কথা বলছে, যা বিশ্বাসকে নাশ করে এবং ঈশ্বরের সাথে একজনের সম্পর্কের ক্ষতি করে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৪র্থ পর্ব, ১ নং প্যাসেজ

৪র্থ পর্বে রোমীয় ৬-৮ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল যারা ধার্মিক রূপে গণিত হয়েছে তাদের পবিত্রকরণ।

এই পর্যায়ে পর্যন্ত, পৌল *আরোপিত* (imputed) ধার্মিকতা সম্পর্কে কথা বলেছেন। এটি হল সেই ধার্মিকতা যা একজন বিশ্বাসীর জীবনে তার পূর্ববর্তী পাপের স্থানে দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি *প্রদত্ত* (imparted) বা *প্রদান করা* ধার্মিকতার সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছেন। প্রদত্ত ধার্মিকতাও ধার্মিকরূপে গণিত হওয়া (justification)-র সময়ে অনুগ্রহ দ্বারা দান করা হয় এবং এর অর্থ হল যে সেই বিশ্বাসী পাপের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতভাবে ধার্মিক হয় এবং একটি পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। অতএব, বিশ্বাসীকে কেবল পবিত্র বলে গণ্য করা হয় না, বরং তাকে পবিত্র করে তোলা হয়; এটিকে পবিত্রকরণ (sanctification) বলা হয়।

এই পাঠে আমরা রোমীয় ৬ অধ্যায়টি অধ্যয়ন করব, যার বিষয়বস্তু হল পাপের উপর বিজয়।

৬ অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট

বিশ্বাসী পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত এবং তাকে অবশ্যই পাপের ওপর বিজয়ীভাবে এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে জীবন যাপন করতে হবে, যাতে সে পুনরায় পাপের নিয়ন্ত্রণে না ফিরে যায়।

৬ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

রোমীয় ৬ অধ্যায়টি হল বহু মানুষের মধ্যে থাকা একটি ভুল ধারণার প্রত্যুত্তর: ভুল ধারণাটি হল যে, অনুগ্রহের কারণে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের আইনের প্রতি অনুগত জীবন যাপনের প্রয়োজন নেই। এটি ভুলটি অনুগ্রহ সম্পর্কে একটি ভুল বোঝাবুঝির ওপর ভিত্তিশীল। দু'টি প্রকল্পিত বা অনুমানমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং তার উত্তর দিয়ে পৌল এই ভুলটির প্রত্যুত্তর করেছেন (৬:১, ১৫)।

কিছু ব্যক্তি ৫:২০ পদ পড়ে যুক্তি দেয় যে আমাদের ক্রমাগত পাপ করা উচিত, যাতে আমরা আরো অনুগ্রহ পেতে পারি (৬:১)। তাদের মানসিকতা অনেকটা এরকম যে যেহেতু আমাদের পাপের নথি আরোপিত ধার্মিকতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে, তাই আমরা পাপ করা অব্যাহত রাখলেও কোনো ব্যাপার নয়।

আরেকটি যুক্তি আছে যেখানে কিছু কিছু লোক মনে করে যে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের আইনের প্রতি আনুগত্যে জীবন যাপন করার প্রয়োজন নেই। আমরা অনুগ্রহ দ্বারা গৃহিত হয়েছি, আমাদের কাজের দ্বারা নয়। এটাই হল কারণ যার জন্য তারা ভুলবশত মনে করে যে আমরা যা করি তা গুরুত্বপূর্ণ নয় (৬:১৫)।

পৌল দৃঢ়ভাবে অনুমানমূলক এই দু'টি প্রশ্নের যুক্তিকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি একটি ব্যাখ্যা দ্বারা প্রত্যুত্তর দিয়েছেন যে কেন পাপের উপর বিজয় এত গুরুত্বপূর্ণ।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৬ অধ্যায় পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(৬:১) এখানে প্রেরিত একটি প্রশ্ন করেছেন যা কেউ করতে পারে শুনে যে অনুগ্রহ পাপের চেয়ে অধিক মাত্রায় উপচে পড়েছে। কেউ কেউ ভাবতে পারে যে পাপ তার ফলাফলগুলিতে আসলে ভালোই কারণ, এটি অধিক অনুগ্রহের রাস্তার তৈরি করে। এই ধারণাটির অর্থ হবে যে আমরা অসচেতনভাবে পাপে জীবন যাপন করার জন্য স্বাধীন।

(৬:২) প্রেরিত বেশ আপত্তিসহ প্রশ্নটিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এরপর তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে আমাদের পক্ষে ক্রমাগত পাপে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়, কারণ আমরা পাপের কাছে মৃত।

(৬:৩-৫) আমরা আর পাপ করি না কারণ আমরা খ্রিষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানে তাঁর সাথে ঐক্যবদ্ধ। যেমন রোমীয় ৫:১৫-১৯ ব্যাখ্যা করেছে, যিশু আমাদের সকলের জন্য পরিত্রাণের কার্য সম্পন্ন করেছেন। বিশ্বাস দ্বারা আমরা তাঁর সাথে সংযুক্ত হই, যাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যেমন খ্রিষ্টের প্রতি হয়েছে তেমনই আমদের প্রতিও উপচে পড়ে।

যিশু একবারই পাপের জন্য মরেছেন, এবং তারপর ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করেছেন। যিশুর মৃত্যু হয়েছিল আমাদের পাপের জন্য, তাঁর নিজের পাপের জন্য নয়, কিন্তু পয়েন্ট হল যে পাপের বিষয়টি শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বাস দ্বারাই, আমরা তাঁর সাথে মরেছি এবং জীবিত হয়েছি; যেন পাপের সাথে আমাদের সব সম্পর্কও শেষ হয়ে যায়।

বাপ্তিস্ম হল যিশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের একটি পুনঃনাট্যায়ন (reenactment), যা আমাদের অংশগ্রহণের প্রতীক।

(৬:৬) পুরনো সত্তা (old self) মন-পরিবর্তনের আগে পাপময় জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করে। (এই পাঠের পরবর্তী বিভাগে পুরনো সত্তার ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) পাপের জীবন সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেছে, ফলস্বরূপ আমরা আর কোনোমতেই পাপের দাস নই।

পাপের প্রতি কী ঘটেছে সেই বিষয়ে এই প্যাসেজে ব্যবহৃত শব্দগুলি লক্ষ্য করুন: এটি মৃত, ক্রুশারোপিত, এবং বিনাশপ্রাপ্ত। এই শব্দগুলি পাপের উপর সমগ্র বিজয়কে তুলে ধরে।

(৬:৭-১১) এই পদগুলির মূল বক্তব্য এই যে বিশ্বাসীর ওপর পাপের নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়ে গেছে। দৃষ্টান্ত হল মৃত্যু। যে ব্যক্তি মৃত সে পাপ থেকে মুক্ত, এবং আমাদেরকে একটি আত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয় যা মৃত্যুর মতো।

পুনরুত্থানের পর, যিশুকে আবার মরতে হয়নি এবং তিনি ক্রমাগত মৃত্যুবরণ করছেন না। তিনি মৃত্যুর সাথে সব সম্পর্ক মিটিয়ে দিয়েছেন। আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পাপে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং এটির সাথে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করতে হবে এবং এটি থেকে মুক্ত হতে হবে। পাপের মৃত্যু সমাপ্ত হতে হয়, তারপর আমরা ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করি।

রোমীয় ৬:১-২৩ পদে পৌলের বর্ণনা অনুযায়ী পাপে খ্রিষ্টের মৃত্যু, তাঁর সমাধি, এবং পরবর্তী পুনরুত্থানের সাথে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সম্মিলন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে পাপের ক্ষমতা এবং দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। তাকে পাপে মৃত (রোমীয় ৬:২) এবং তা থেকে মুক্ত (রোমীয় ৬:৭) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পাপে মৃত হওয়ার অর্থ হল আর কোনোমতেই পাপের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণের অধীনে না থাকা। বিশ্বাস দ্বারা, একজন বিশ্বাসীকে আবশ্যিকভাবে নিজেকে পাপে মৃত, কিন্তু যিশু খ্রিষ্টে ঈশ্বরে জীবিত হিসেবে গণ্য বা বিবেচনা করতে হবে (রোমীয় ৬:১১)। এর অর্থ হল, একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে সেই সবকিছুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে যা ঈশ্বর তার সম্পর্কে সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। সে পাপকে তার দেহে আর রাজত্ব করতে দেবে না (রোমীয় ৬:১২), বা সে তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে অধার্মিকতার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবে না (রোমীয় ৬:১৩ক)। বরং, তাকে নিজেকে জীবন্ত বলি হিসেবে, পবিত্র, ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থাপন করতে হবে (রোমীয় ১২:১), এবং তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ধার্মিকতার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে (রোমীয় ৬:১৩, ১৯)।[33]

রোমীয় ৬:১১-তে, *গণ্য* বা *বিবেচনা করা* হল একটি একাউন্টিং-এর শব্দ। এটি হল সত্যকে নিশ্চিত করা। এটি কোনো কোনো ছলনার বিবৃতি নয়। প্রেরিত বিশ্বাসীদেরকে যা সত্যি নয় তা বলতে বলছেন না। একজন বিশ্বাসীর উপলব্ধি করা উচিত যে সে এতটাই পরিপূর্ণভাবে পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছে যেন সে মৃত, এবং তার পাপের কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় জীবন যাপন করা বেছে নেওয়া উচিত।

► নিজেকে পাপের প্রতি মৃত মনে করার অর্থ কী?

এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশটি পাপের উপর বিজয় গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ ব্যাখ্যা করে। আমরা পাপের দাস নই, কিন্তু ঈশ্বরের দাস। আপনি উভয়ের সেবা করতে পারবেন না। আপনি যখন পাপের দাস ছিলেন, আপনি কোনো ধার্মিকতা করেননি (৬:২০)। এখন আপনি পাপ থেকে মুক্ত এবং ঈশ্বরের দাস; অতএব, আপনি পবিত্রতায় বাস করছেন (৬:২২)।

---

[33] এই অনুচ্ছেদটি লিখেছেন ড. অ্যালান ব্রাউন (Dr. Allan Brown)।

(৬:১২-১৩) এখানে আমরা একটি বৈপরীত্য দেখি। যদি আমাদের পাপের উপর বিজয় না থাকে, তাহলে পাপ আমাদের উপর কর্তৃত্ব করবে। বিশ্বাসীরা পাপময় ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আপনার দেহকে ভুল কাজের জন্য ব্যবহার করার অর্থ হল এটিকে পাপের কর্তৃত্বের কাছে সমর্পণ করা। পরিবর্তে, আপনার দেহ ঈশ্বরের এবং তা ঈশ্বরের জন্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

(৬:১৪) **আইনের অধীনে থাকার অর্থ হল ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতার জন্য আইনের প্রতি আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া।** পরিত্রাণের অনুগ্রহহীন ব্যক্তিকে কাজের ভিত্তিতে বিচার করা হয়। যেহেতু অনুগ্রহ ছাড়া কেউ পাপের ওপর বিজয়ী হতে পারে না, তাই আইনের অধীনে থাকার অর্থ হল দোষীসাব্যস্ত হওয়া এবং পাপের কর্তৃত্বের অধীনে থাকা। **অনুগ্রহের অধীনে থাকার অর্থ হল ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতার জন্য অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হওয়া।** অনুগ্রহের অধীনে থাকা ব্যক্তি পাপের কর্তৃত্বের অধীনে থাকে না। আইনের অধীনে বা অনুগ্রহের অধীনে থাকা বলতে পুরাতন নিয়মে বা নতুন নিয়মে থাকা বোঝায় না।

► আইনের অধীন থাকার অর্থ কী তা শিক্ষার্থীদের তাদের নিজেদের ভাষায় পুনরায় ব্যাখ্যা করতে বলুন।

(৬:১৫) এখানে প্রেরিত একটি প্রশ্ন করেছেন যেটি আমরা পাপের অধীনে নই–এই কথাটি শুনে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে: "বিধানের অধীন নই বলে কি আমরা পাপ করে যেতে পারি?" সেই ব্যক্তি ভাবছে যে যদি আমাদের আনুগত্য দ্বারা ঈশ্বরের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পন্ন না হয়, তাহলে আনুগত্য প্রয়োজনীয় নয়। পৌল দৃঢ়ভাবে প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন।[34]

পৌল সরাসরি ব্যাখ্যা করেননি যে কেন অনুগ্রহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা নিজে থেকে চালিয়ে যাওয়া পাপকে আচ্ছাদিত করে না। পরিবর্তে, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে একজন ব্যক্তি পাপের কর্তৃত্বের অধীনে থাকলে কোনোমতেই ঈশ্বরের দাস হতে পারে না।

রোমীয় মিলিটারি

রোমীয় সামরিক বাহিনী প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা এবং অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। ইফিষীয় ৬:১৩-১৭ পদে পৌল আত্মিক যুদ্ধের দৃষ্টান্ত হিসেবে রোমীয় যুদ্ধসজ্জাকে ব্যবহার করেছিলেন।

(৬:১৬) ঈশ্বর এবং পাপ – একসাথে উভয়ের পরিচর্যা করা অসম্ভব, কারণ আপনি তারই দাস যাকে আপনি মেনে চলেন। যদি আপনি পাপকে মান্য করেন, তাহলে পাপ আপনার প্রভু, যার মানে হল ঈশ্বর আপনার প্রভু নন। যেমন প্রেরিত পিতর বলেছেন যে মানুষের উপরে যা প্রভুত্ব করে, মানুষ তারই দাস (২ পিতর ২:১৯)। পাপের দাস না হয়ে আপনি পাপের কাছে সমর্পণ করতে পারেন না।

(৬:১৭-১৮) বিশ্বাসীরা পাপের ক্ষমতা থেকে উদ্ধার পেয়েছে এবং এখন তারা ধার্মিকতার পরিচর্যা করছে। তারা সুসমাচারের বাধ্য হয়ে এই উদ্ধারের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। পুনরায়, এটি বলা হয়েছে যে ধার্মিকতার পরিচর্যার জন্য তাদের পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া প্রয়োজনীয় ছিল।

সমগ্র অধ্যায়টি পাপে আবদ্ধ হওয়া এবং বিজয়ে জীবন যাপন করার একটি সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যকে তুলে ধরে। এখানে কোথাও প্রকাশ করা হয়নি যে একজন বিশ্বাসীর পক্ষে পাপের ক্ষমতার অধীনে থাকা এবং একজন পাপীর পক্ষে পাপ করা অব্যাহত

[34] ছবিটি Piqsels থেকে সংগৃহিত, https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-sriuc.

রেখে ধার্মিক হওয়া সম্ভব। পৌল আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে পারতেন যে এরকম কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

(৬:১৯) তিনি বলেছেন যে তিনি এটিকে সাধারণ মানুষের [সহজ] ভাষায় ব্যাখায় করছেন যাতে তারা বুঝতে পারে। আগে তারা পাপের কাছে সমর্পণ করেছিল, যা তাদেরকে পাপের আরো গভীর স্তরে নিয়ে গিয়েছিল। এখন, তাদেরকে তাদের কাজে ধার্মিক হতে হবে, যা পবিত্রতার জন্য প্রয়োজনীয়। একজন ব্যক্তি সঠিক কাজ করে পবিত্র হতে পারে না, কিন্তু যদি সে সঠিক কাজ না করে তবে সে পবিত্র নয়।

► আপনি কীভাবে একই সময়ে ঈশ্বরের পরিচর্যা করা এবং পাপের জীবন যাপন করার অসম্ভাব্যতাকে ব্যাখ্যা করবেন?

(৬:২১-২৩) পাপ ভালো কিছু উৎপন্ন করে না, বরং সাধারণভাবে মৃত্যুতে সবকিছু শেষ করে। পাপী মৃত্যু উপার্জন করে; মৃত্যুই হল পাপের বেতন। কোনো বিশ্বাসী অনন্ত জীবন উপার্জন করে না, কারণ সম্ভাব্য কোনো পদ্ধতিতেই সে এটি উপার্জন করতে পারে না; সে এটিকে অনুগ্রহের উপহার হিসেবে গ্রহণ করে।

পরিত্রাণের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার ভিত্তি

কেউ কেউ মনে করে যে একজন ব্যক্তি যে মুহূর্তে খ্রিষ্টকে গ্রহণ করেছে, সেই মুহূর্তেই তার পরিত্রাণ নিশ্চিত হয়ে গেছে, এমনকি যখন তার জীবনধারা সম্পূর্ণভাবে তার সেই দাবির বিপরীত।[35] এমনকি যখন পরিত্রাণের দাবি জীবনে রূপান্তরিত হয়নি; এমনকি যখন অনুতাপ এবং রূপান্তরের কোনো ফল দেখা যায় না; এবং এমনকি যখন কোনো ব্যক্তি যিশুর সত্যিকারের শিষ্য হতে অস্বীকার করে, সে মিথ্যাভাবে পরিত্রাণের দাবি করতে পারে। এটি একটি মারাত্মক প্রতারণা এবং অনেক শাস্ত্রাংশ দ্বারা এটির বিরোধিতা করা হয়েছে।

> তাই এসো **রক্ত সিঞ্চনের দ্বারা অপরাধী বিবেক থেকে আমাদের হৃদয়কে শুচিশুদ্ধ করে** এবং নির্মল জলে আমাদের দেহ ধুয়ে বিশ্বাসের পূর্ণ নিশ্চয়তায় সরল হৃদয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হই (ইব্রীয় ১০:২২)।
>
> যে পরিত্রাণ অন্তিমকালে প্রকাশিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, যা প্রভুর আগমনের সময় পর্যন্ত **বিশ্বাসের মাধ্যমে** ঈশ্বরের পরাক্রমের দ্বারা **সুরক্ষিত** রয়েছে (১ পিতর ১:৫)।

এই প্যাসেজগুলি থেকে আমরা শিখি যে পরিত্রাণ সম্পর্কে বাইবেলের নিশ্চয়তা **বিশ্বাসের** উপর নির্ভরশীল:

- **পরিত্রাণের নিশ্চয়তা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল যা বোঝায় – "পূর্ণ আশ্বাস।"** সুসমাচারের একটি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারার দ্বারা নিশ্চয়তা শুরু হয় (১ করিন্থিয় ১৫:৩-৪)। কলসীয় ২:২ পদেও এই একই "বোধশক্তির ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণতা লাভ"-এর কথা বলা হয়েছে। আমাদের পরিবর্তে খ্রিষ্টের প্রতিস্থাপক মৃত্যুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে কেবল অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ সিদ্ধ হয় (ইফিষীয় ২:৮-৯)। পরিত্রাণের দাবি পাপহীন পরিপূর্ণতা নয় (কেউই এটির যোগ্য হবে না) বা সর্বদা পরিত্রাণ লাভের অনুভূতি নয়, বরং পরিত্রাণের দাবি হল আমরা ব্যর্থ হলেও যেন খ্রিষ্টের যোগ্যতা এবং পরিত্রাণের কাজ সম্পন্ন করার উপর অবিচল আস্থা অব্যাহত থাকে। বিশ্বস্ততার জন্য একটি আবেগ প্রকৃত পরিত্রাণের বিশ্বাস অনুসরণ করবে।

---

[35] এই বিভাগটি লিখেছেন টিম কীপ (Tim Keep)।

- **পরিত্রাণের নিশ্চয়তা আন্তরিক বিশ্বাস – "একটি সত্য হৃদয়"-এর ওপর নির্ভরশীল।** একজন খাঁটি রূপান্তরিত ব্যক্তি হল সে যার হৃদয় "অপরাধী বিবেক থেকে শুচিশুদ্ধ হয়েছে" (ইব্রীয় ১০:২২)। শান্তি এবং প্রেম দ্বারা দোষ এবং লজ্জা অপসারিত এবং প্রতিস্থাপিত হয়েছে। একজন খাঁটি রূপান্তরিত ব্যক্তি হল সেই ব্যক্তি যার দেহ "নির্মল জলে ধোওয়া হয়েছে", কারণ পুরনো বিষয় সব অতীত হয়েছে এবং সবকিছু নতুন হয়েছে (২ করিন্থিয় ৫:১৭)। একজন খাঁটি রূপান্তরিত ব্যক্তি হল সেই ব্যক্তি যে ক্ষমা পাওয়ার জন্য এবং মুক্তি পাওয়ার জন্য তার সকল দোষ এবং পাপ স্বীকার করে (মথি ৬:১২, যাকোব ৫:১৬)।

- **নিশ্চয়তা জীবন্ত বিশ্বাসের ওপর শর্তযুক্ত – "বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের পরাক্রমের দ্বারা সুরক্ষিত"** এই ধারণাটি দুর্গ বা কেল্লার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মতো। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শক্তি আমাদেরকে রক্ষা করে, নিরাপদ রাখে, এবং বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটি খ্রিষ্টের পরিশুদ্ধ রক্তের শক্তি এবং তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি যেটিতে আমরা সেই বিশ্বাসের দ্বারা উপযুক্ত হই যা আমাদের আত্মাকে অনন্ত জীবনের জন্য সংরক্ষিত রাখে। একমাত্র প্রকৃত রক্ষাকারী বিশ্বাস হল সেই বিশ্বাস যা অধ্যবসায় করে; সেই বিশ্বাস যা নিরন্তর খ্রিষ্টে এবং ক্রুশে তাঁর সমাপ্ত কাজের ওপর বিশ্বাস রাখে। বিশ্বাস কোনো কাজ নয়, বরং এটি হল পরিত্রাণের জন্য একটি শর্ত। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক এটিকে এইভাবে লিখেছেন: "বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব" (ইব্রীয় ১১:৬)।

অনেকেই মনে করে যে পরিত্রাণের প্রতি কোনো দাবি সংযুক্ত করা হল আইনবাদ (legalism), কিন্তু যিশু এবং নতুন নিয়মের প্রত্যেক লেখক অবিরত বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন।

> **যদি তোমরা** আমার বাক্যে **অবিচল থাকো**, তাহলে তোমরা **প্রকৃতই আমার শিষ্য** (যোহন ৮:৩১)।
>
> **যদি তোমরা বিশ্বাসে অবিচল থাকো**, প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় থেকে সুসমাচারের মধ্যে যে প্রত্যাশা আছে, তা থেকে **বিচ্যুত না হও** (কলসীয় ১:২৩)।
>
> কিন্তু আমার **ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাসের দ্বারাই জীবিত থাকবে**, **যদি** সে **পিছিয়ে পড়ে** আমি তার প্রতি প্রসন্ন হব না (ইব্রীয় ১০:৩৮)।
>
> **বিশ্বাস** ও সৎ বিবেক আঁকড়ে ধরে রাখতে পারো। কেউ কেউ এসব প্রত্যাখান করায়, **তাদের বিশ্বাসের নৌকার ভরাডুবি হয়েছে** (১ তিমথি ১:১৯)।

পরিত্রাণের নিশ্চয়তা বর্ণনা করে জন ওয়েসলি (John Wesley) বলেছেন,

> আমার স্বাচ্ছন্দ্য কোনো মতামতের উপর নয়, যা একজন বিশ্বাসী তার পরিত্রাণ হারাতে পারে বা না পারে, গতকাল আমার মধ্যে কোনো শ্রমের দ্বারা তৈরি করা কিছুর স্মরণে নয়; বরং আজ যা আছে তার উপর, খ্রিষ্টে ঈশ্বর সম্পর্কে আমার বর্তমান জ্ঞানের উপর সেই স্বাচ্ছন্দ্য আছে যা আমাকে স্বয়ং তাঁর সাথে পুনর্মিলিত করছে; আমি এখন যিশু খ্রিষ্টের মুখে ঈশ্বরের মহিমার আলো দেখছি; তিনি যেমন আলোতে আছেন তেমন আলোতে জীবন যাপন করে

এবং পিতা ও পুত্রের সহভাগিতা করছি। আমার আনন্দের বিষয় হল যে আমি অনুগ্রহের মাধ্যমে প্রভু যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করতে পারি, এবং পবিত্র আত্মা আমার আত্মার সাথে সাক্ষ্য দেয় যে আমি ঈশ্বরের সন্তান।[36]

► পূর্ববর্তী বিভাগগুলির সমস্ত ধারণা থেকে, আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন যে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী একটি জীবন্ত বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে পরিত্রাণের একটি আশ্বাস বা নিশ্চয়তা পেতে পারে?

পুরনো সত্তা (old self)

প্রেরিতদের পত্রগুলিতে *পুরনো সত্তা* কথাটি তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনবারই এটি পৌলের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের প্রেক্ষাপটে এই তিনটি উল্লেখের মধ্যে তুলনা করে আমরা এই কথাটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে তা দেখতে পারি।

কলসীয় ৩:৯

কলসীয় ৩:৯-১০ক বলে, "পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বোলো না, কারণ তোমরা তোমাদের পুরোনো সত্তাকে তার কার্যকলাপসহ পরিত্যাগ করে নতুন সত্তাকে পরিধান করেছ"। পৌল বলেছেন যে এই সকল বিশ্বাসীরা ইতিমধ্যেই পুরনো সত্তাকে পরিত্যাগ করেছে। তিনি বলেননি যে তারা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেছে, কারণ কলসীয় ৩ অধ্যায়ের বেশিরভাগ অংশই তাদেরকে পবিত্রতায় আহ্বান জানাচ্ছে।

এর আগে তিনি কলসীয় বিশ্বাসীদের বলেছেন, "তাহলে তোমরা... সেই স্বর্গীয় বিষয়সমূহে মনোনিবেশ করো। তোমরা... স্বর্গীয় বিষয়ে মনোযোগী হও। কারণ তোমাদের মৃত্যু হয়েছে এবং এখন তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত আছে" (কলসীয় ৩:১-৩)। তিনি আরো বলেছেন, "তাই তোমাদের সমস্ত পার্থিব প্রবৃত্তিকে নাশ করো—অনৈতিক যৌনাচার, অশুদ্ধতা, ব্যভিচার, কামনাবাসনা..." (৩:৫)। ৩:৬ বলে যে এই সমস্ত জিনিস ঈশ্বরের বিচার নিয়ে আসবে, এবং ৩:৭ বলে যে এই বিশ্বাসীরা আগে এই কাজগুলিই করত। পৌল দাবি করেছেন তাদেরকে তাদের জীবনে এই সবকিছু পরিত্যাগ করতে হবে। এই বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে তাদের এই সবকিছুকে মৃত্যুতে পতিত করা উচিত।

এরপর তিনি তাদেরকে কিছু বিষয় পরিত্যাগ করতে বলেছেন: ক্রোধ, রোষ, বিদ্বেষ ও পরনিন্দা, এবং মুখে অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করা (৩:৮)। এগুলি খ্রিষ্টীয় জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তারপর আমরা এই বিবৃতিতে আসি যে তাদের এই সবকিছু করা উচিত কারণ তারা ইতিমধ্যেই পুরনো সত্তাকে তার কার্যকলাপসহ সরিয়ে দিয়েছে।

তিনি তাদেরকে পবিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে (৩:১২), তারপর সম্পর্কের মধ্যে খ্রিষ্টসদৃশতার আহ্বান জানিয়ে (৩:১৩), তারপর তাদের প্রেম পরিধান করার কথা বলে, যা সবকিছুকে নিখুঁত সাদৃশ্যে একত্রিত করে (৩:১৪), উন্নতি সাধনের কথা বলেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে এটি বোঝা যায় যে পুরনো সত্তা সেই পুরনো জীবন ছিল যা রূপান্তরের সময় অপসারিত হয়েছিল। তারা এটি করার কারণে পৌল বিশ্বাস করেছিলেন যে তারা পূর্ণ পবিত্রতায় উন্নতিসাধন করতে পারে।

---

[36] John Wesley, "Serious Thoughts Upon the Perseverance of the Saints", in *The Works of John Wesley: Letters, Essays, Dialogs and Addresses Vol. X*, (Grand Rapids, MI: Zondervan) 295. এছাড়াও অনলাইনে উপলব্ধ: https://archive.org/details/worksofjohnwesle0010wesl/

ইফিষীয় ৪:২২

এই পদটি এমন একটি অংশে আসে যেটি কলসীয়র একটি পদের সাথে সমান্তরাল। ৪:১৭-১৯ পদে তিনি অইহুদী বা বিধর্মীদের জীবনধারা ব্যাখ্যা করেছেন; তারপর ৪:২০-তে তিনি একজন বিশ্বাসীর জীবনের সাথে এটির তুলনা করেছেন। ৪:২১-২৪ "খ্রিস্টকে শেখা" (৪:২০) এবং তাঁকে শোনা এবং তাঁর দ্বারা শিক্ষালাভের (৪:২১) অর্থ প্রকাশ করে। এই জিনিসগুলির মধ্যে পুরনো সত্তাকে ত্যাগ করা এবং নতুন সত্তাকে পরিধান করা অন্তর্ভুক্ত। এটি তাদের রূপান্তরিত হওয়ার সময় যা ঘটেছিল তার অংশ ছিল।

ইফিষীয়র এই অনুচ্ছেদটি কলসীয় ৪ অধ্যায়ের অনুরূপ একটি প্যাটার্ন বা ধরণ অনুসরণ করে। পুরানো সত্তাকে ত্যাগ করা সুসমাচারের অংশ যা তারা ইতিমধ্যে শিখেছে – এই বিবৃতিটির পরে, পৌলের প্রথম আদেশ হল যে তাদেরকে মিথ্যাকে ত্যাগ করতে হবে। তিনি ক্রোধ, কলুষিত কথাবার্তা এবং বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদের দয়ালু এবং ক্ষমাশীল হতে বলেছেন। পুরনো সত্তা ইতিমধ্যে অপসারণ করা হয়েছে – এই বিবৃতিটির পরে এই সমস্ত বিষয় কলসীয় পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

পুরনো সত্তা এমন কিছু নয় যা থেকে বিশ্বাসীদের এখনো পরিত্রাণ পেতে হবে, কিন্তু এমন কিছু যা মন-পরিবর্তনের সময়ই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা তখনও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিল না, এবং পৌল তাদেরকে তাদের জীবনে সম্পূর্ণ পবিত্রতার জন্য আহ্বান করেছিলেন যা তারা পুরনো সত্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাদের শুরু করার প্রস্তুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

রোমীয় ৬:৬

এই অংশে পৌল অবিশ্বাসী এবং বিশ্বাসীর মধ্যে একটি বড় বৈসাদৃশ্য তুলে ধরেছেন। এই অধ্যায়ের মূল বিষয় হল যিশুর অনুসরণকারীদের নিশ্চিত করা যে তার কাছে পাপের ওপর বিজয় রয়েছে। বিশ্বাসী পাপের ওপর বিজয়ী হয়ে জীবন যাপন করতে পারে তা প্রমাণ করার জন্য তিনি একটি কারণ দিয়েছিলেন যেটি হল পুরনো সত্তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। "কারণ আমরা জানি যে, আমাদের পুরোনো সত্তা তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন আমাদের পাপদেহ শক্তিহীন হয় এবং আমরা আর পাপের ক্রীতদাস না থাকি।" তিনি স্পষ্টতই বলছেন যে বিশ্বাসী এমন কিছুর কারণে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে যা ইতিমধ্যেই রূপান্তরের সময় সম্পন্ন হয়েছে৷

উপসংহার

পুরনো সত্তা কথাটির অর্থ কী? পুরনো সত্তা হল পাপের আত্ম-কেন্দ্রিক জীবন যা একজন বিশ্বাসী তার রূপান্তরের সময়ে ত্যাগ করে।

নতুন মন-পরিবর্তিত ব্যক্তির তবুও এমন কিছু আচরণ এবং মনোভাব রয়ে গেছে যা নতুনের তুলনায় পুরনো স্বভাবের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কারণেই পৌল বিশ্বাসীদেরকে তাদের জীবনে আরো সংশোধন করতে বলেছেন যা তাদের পুরনো সত্তার প্রত্যাখ্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তিনি বলেছেন, "যেহেতু তোমরা পাপের পুরনো জীবন ত্যাগ করেছেন, তাই তোমাদের এমন কোনো আচরণ বন্ধ করতে হবে যা ধার্মিকতার নতুন জীবনের সাথে মানানসই নয়।"

আমাদের পবিত্রতার জন্য যিশুর বন্দোবস্ত

রোমীয় ৬:১-১০ পদে আমাদের ব্যক্তিগত পবিত্রতার জন্য যিশুর ব্যবস্থার বিষয়ে আমাদেরকে বলা হয়েছে।[37] যখন আমরা নতুন জন্ম লাভ করেছিলাম, আমরা খ্রিষ্টের স্থান পেয়েছিলাম। তিনি যা কিছুর জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছিলেন তা তাঁর মধ্যে আমাদের হয়ে ওঠে। এর মানে হল যে পাপের ওপর সমগ্র বিজয়লাভের জন্য সমস্ত সম্পদ খ্রিষ্টে আমাদের জন্য রয়েছে।

খ্রিষ্টের সাথে আমাদের একতার কারণে, যা কিছু তাঁর প্রতি ঘটেছিল তা আমাদের প্রতিও ঘটেছে। যখন তিনি মারা গিয়েছিলেন, তখন আমরাও মারা গিয়েছিলাম। যখন তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, আমরাও তাঁর মধ্যে পুনরুত্থিত হয়েছিলাম। খ্রিষ্টের সাথে এই জীবন্ত ঐক্যের কারণে, পাপের সাথে বিশ্বাসীর একটি সম্পূর্ণ নতুন সম্পর্ক রয়েছে। আমরা এখন পাপের কাছে মৃত। আমরা পাপের কাজের পাশাপাশি পাপের নীতি – উভয়ের কাছেই মৃত। এটি হল পাপের সাথে আমাদের অবস্থানগত সম্পর্ক।

খ্রিষ্টের সাথে আমাদের মিলনের কারণে আমরা এখন জীবনের নতুনত্বে চলছি, কারণ আমরা তাঁর পুনরুত্থিত জীবনের সহভাগিতা করি।

খ্রিষ্টের সাথে আমাদের মিলনের কারণে, তাঁর ক্রুশবিদ্ধকরণ আমার ক্রুশবিদ্ধকরণ হয়ে ওঠে। যেহেতু তাঁর মৃত্যু পাপের শক্তিকে পরাজিত করেছিল, আমরা আর আমাদের জীবনে এর শক্তির কবলে থাকি না।

গণ্য বা বিবেচনা (consider) করার অর্থ কী? (রোমীয় ৬:১১)। এইক্ষেত্রে, এটি একটি হিসাবশাস্ত্রে (bookkeeping) ব্যবহৃত শব্দ। এটির মানে হল যা আছে তার দায়িত্ব নেওয়া। গ্রীক শব্দটি নতুন নিয়মে ১১বার ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও বিভিন্ন অনুচ্ছেদে, এটি বিভিন্ন শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে। এখানে এটি "খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্ত ও পুনরুত্থানে পাপ থেকে প্রদত্ত মুক্তি এবং ঈশ্বরের সাথে মিলনের বিশ্বাস দ্বারা অধিকার"-কে নির্দেশ করে।[38] ক্রিয়াপদটি বোঝায় যে আমাদেরকে ইতিমধ্যে যা সত্য তা বিশ্বাস করতে হবে: আমরা পাপের কাছে মৃত।

আমি যে পাপের জন্য মৃত এবং খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের কাছে জীবিত সেই সত্যের কাছে দায়বদ্ধ থাকার জন্য আমাকে কী করতে হবে? বিশ্বাসের দ্বারা আমি আমার হৃদয়ের জন্য সত্য হিসেবে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করি। আমি ঈশ্বরের অব্যর্থ এবং অভ্রান্ত বাক্যের কর্তৃত্বে ঘোষণা করছি যে আমি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছি এবং আমার প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে জীবিত হয়েছি।

স্বেচ্ছায় যিশু খ্রিষ্টের প্রেমের দাস হিসেবে, আমি স্বেচ্ছায় সেই সমস্ত মনোভাব এবং কাজ পরিত্যাগ করি যা পুরনো জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। যিশুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ একটি আনন্দ! এবং খ্রিষ্টের সাথে আমার সম্পর্কের ফলস্বরূপ, আমি অনন্ত জীবন পেয়েছি।

---

[37] এই বিভাগটি লিখেছেন ড. অ্যালান ব্রাউন (Dr. Allan Brown)।

[38] W.T. Purkiser, *Exploring Christian Holiness, Vol. 1*, (Kansas City, Beacon Hill Press), 138

উপসংহার

আমরা দেখেছি পাপের নিয়ন্ত্রক শক্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া আমাদের রক্তের কেনা বিশেষাধিকার। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এটা ঈশ্বরের আদেশ যে আমরা বিজয়ী হব।

> ‘‘আমরা যখন রোমীয় ৬-৮ অধ্যায় অধ্যয়ন করি তখন আমরা আবিষ্কার করব যে, স্বাভাবিক খ্রিষ্টীয় জীবনযাপন করার শর্তগুলি চার ভাগে বিভক্ত। তারা হল (১) জানা, (২) মূল্যবিচার করা, (৩) নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করা এবং (৪) আত্মায় চলা, এবং তাদেরকে এই ক্রমেই সাজানো হয়েছে।‘
>
> - ওয়াচম্যান নী (Watchman Nee)
>
> স্বাভাবিক খ্রিষ্টীয় জীবন (*The Normal Christian Life*)

এই সত্যটি হয়তো আপনি আগে কখনো উপলব্ধি করেননি। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করেছেন এবং আপনি জীবনের নতুনত্বে হাঁটছেন; কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পাপ এখনো আপনার জীবনে প্রদর্শিত হচ্ছে। আপনি কিছুতেই এটা চান না! কিন্তু ভিতরে এমন কিছু আছে যা নিজের মতো করে প্রকাশিত হতে চায়। যদি এমন হয়, সেক্ষেত্রে পৌলের আদেশ অনুসরণ করে নিজেকে আপনি পাপের কাছে মৃত (৬:১১) এবং ঈশ্বরের কাছে নিজের সমর্পণ (৬:১৩) বিবেচনা করুন। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁকে দিয়ে দিন! আপনি যদি এটি করেন, তাহলে তিনি আপনাকে পাপের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থেকে মুক্ত জীবনযাপন করতে সক্ষম করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ঈশ্বর যা বলেন তা বিশ্বাস করুন এবং বিশ্বাসের দ্বারাই পাপ থেকে আপনার স্বাধীনতা দাবি করুন।

► খ্রিষ্টের সাথে একতা বা মিলনের অর্থ কী? আপনি খ্রিষ্টের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে আপনি আপনার জীবনে কী আশা করতে পারেন?

কীভাবে বিজয়ের জীবন যাপন করতে হয়

আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন যে পাপের উপর সম্পূর্ণ বিজয়ে জীবন যাপন করা সত্যিই সম্ভব কিনা? ঈশ্বর অনুগ্রহ সক্ষম করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা প্রলোভনে আমাদের দুর্বলতার জন্য ক্ষতিপূরণের চেয়ে বেশি:

> মানুষের কাছে সাধারণভাবে যেমন ঘটে থাকে, তা ছাড়া অন্য কোনো প্রলোভন তোমাদের প্রতি ঘটেনি। আর ঈশ্বর বিশ্বস্ত। তোমরা যা সহ্য করতে পারো, তার অতিরিক্ত কোনো প্রলোভনে তিনি তোমাদের পড়তে দেবেন না। কিন্তু তোমরা যখন প্রলোভিত হও, তিনিই তোমাদের রক্ষা পাওয়ার পথও করে দেবেন, যেন তার মধ্যেও তোমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারো। (১ করিন্থীয় ১০:১৩)

এই পদটি আমাদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলে।

১। **মানবতার জন্য প্রতিটি প্রলোভনই সাধারণ।** এটি আমাদের মানবতার জন্যই আসে এবং কিছু মানবিক দুর্বলতাকে আক্রমণ করে। এর মানে হল যে আপনার কষ্টভোগগুলি একেবারেই আপনার জন্য অনন্য নয়।

২। **ঈশ্বর আমাদের সীমা জানেন।** তিনি বোঝেন যে আমরা কতটা সহ্য করতে পারি। আমরা সত্যিই জানি না যে আমরা কতটা সহ্য করতে পারি, কিন্তু তিনি জানেন।

৩। **ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রলোভনগুলিকে সীমিত করেন কারণ তিনি চান আমরা বিজয়ে জীবন যাপন করি।** কিছু লোক ধারণা করে নেয় যে প্রলোভন সাধারণত আমাদের ক্ষমতার বাইরে থাকবে কারণ আমরা মানুষ। তারা মনে করে যে ক্রমাগত বিজয় অসম্ভব, কিন্তু এই পদটি অনুযায়ী তা অসম্ভব নয়।

৪। **আমাদের বিজয়ে জীবন যাপন করার জন্য যা প্রয়োজন তা ঈশ্বর আমাদের প্রদান করেন।** তিনি বেরনোর পথ প্রস্তুত করে দেন।

সুতরাং এই পদটি থেকে আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে ঈশ্বর চান আমরা যেন বিজয়ে জীবন যাপন করি। বিশ্বাসের প্রত্যুত্তর হিসেবে বিজয়ী জীবন যাপনের জন্য অনুগ্রহ প্রদান করা হয়েছে।

> কারণ ঈশ্বর থেকে জাত প্রত্যেক ব্যক্তি জগৎকে জয় করে। আমাদের জয় এই যে, আমাদের বিশ্বাসই জগতকে পরাস্ত করেছে। (১ যোহন ৫:৪)।
>
> ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষার মধ্যেও ধৈর্য ধরে, কারণ পরীক্ষা সহ্য করলে সে জীবনমুকুট লাভ করবে, যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর তাদের দিয়েছেন, যারা তাঁকে ভালোবাসে (যাকোব ১:১২)।

যদি আমরা বুঝতে পারি যে এটি কীভাবে ঘটে যে একজন বিশ্বাসী কখনো কখনো প্রলোভনের দ্বারা পরাজিত হয়, তবে আমরা কীভাবে এটি প্রতিরোধ করতে পারি তা বুঝতে পারি। একজন ব্যক্তি যে প্রলোভনে পতিত হয়, সে সাধারণত নিজেকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

এই পদ্ধতিটি যাকোব ১:১৪-১৫ পদে বর্ণনা করা হয়েছে: "কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তার নিজের কামনাবাসনার দ্বারা আকর্ষিত হয়ে প্রলোভনে পড়ে ও কুপথে চালিত হয়। পরে, সেই কামনা পূর্ণগর্ভ হয়ে পাপের জন্ম দেয় এবং..."

জন ওয়েসলি (John Wesley) লক্ষ্য করেছিলেন যে পাপের পদক্ষেপগুলি সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে ঘটে।

১। একটি প্রলোভন আসে (জগত, মাংসিক ইচ্ছা বা মন্দতা থেকে)।

২। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীকে সাবধান হওয়ার সতর্কতা প্রদান করেন।

৩। সেই ব্যক্তি প্রলোভনের দিকে মনোযোগ দেয় এবং আকর্ষণ বাড়তে থাকে। (এই পদ্ধতিটিতে এটাই হল সেই জায়গা যেখানে ব্যক্তিটি প্রথম ভুলটি করে।)

৪। পবিত্র আত্মা কষ্ট পান, ব্যক্তির বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা শীতল হতে শুরু করে।

৫। পবিত্র আত্মা তীব্রভাবে তিরস্কার করেন।

৬। ব্যক্তিটি পবিত্র আত্মার আর্তনাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং প্রলোভনকারীর আকর্ষণীয় স্বর শোনে।

৭। মন্দ আকাঙ্খা শুরু হয় এবং তার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে; বিশ্বাস এবং প্রেম মুছে যায়; সে বাহ্যিক পাপ করতে প্রস্তুত হয়।

আমাদের কখনোই ধারণা করে নেওয়া উচিত নয় যে প্রত্যেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতাই সর্বদাই এই প্যাটার্ন বা ধারাটি অনুসরণ করবে। কখনো কখনো লোকজনকে কোনো পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে না গিয়ে হঠাৎ করেই একটি প্রলোভনের কাছে সমর্পণ করতে দেখা যায়।

যেহেতু প্রলোভন আমাদের মনোযোগ ধরে রাখার সময় তার শক্তি বাড়ায়, তাই যে বিশ্বাসী পাপের ওপর বিজয় বজায় রাখার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাকে তার হৃদয়কে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে যাতে সে অবিলম্বে প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

যে ব্যক্তি পাপের দিকে নিয়ে যাওয়া প্রলোভনকে চিনতে পারে কিন্তু এটিকে আটকাতে ইতস্তত বোধ করে, সে নিজেকে বড় বিপদের মধ্যে ফেলে। ইতস্তত করার মাধ্যমে, সে দেখায় যে তার হৃদয় ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য সম্পূর্ণভাবে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ নয়।

প্রলোভন হল আমাদের বিশ্বাসের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ, কারণ প্রলোভন আমাদেরকে সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যই যে শ্রেষ্ঠ উপায় তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

► যদি কোনো বিশ্বাসী পাপের উপর বিজয়ী জীবন যাপন করা দেখতে না পায়, তাহলে এটির কারণ কী হতে পারে?

এটি সম্ভবত নিচের একটি বা একাধিক সমস্যার কারণে হয়ে থাকে।

১। সে দেখতে পায় না যে ঈশ্বর আনুগত্য চান।

২। সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সক্ষম করার প্রতিজ্ঞা দেখতে পায় না বা বিশ্বাস করে না।

৩। সে ব্যক্তিগত শক্তির পরিবর্তে ঈশ্বরের সক্ষম অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে না।

৪। সে পরিপূর্ণ, শর্তহীন বাধ্যতার পরিবর্তে নির্বাচিত আনুগত্যের দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করে।

৫। সে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার জন্য একক উদ্দেশ্যের অধিকারী হয়ে উঠতে অনুগ্রহ দ্বারা চায়নি (ফিলিপীয় ৩:১৩-১৫)।

৬। সে সেই আত্মিক নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখে না যা ঈশ্বরের সাথে তার বিশ্বাস-গঠনকারী সম্পর্ককে দৃঢ় রাখে।

৭। সে কোনো স্থানীয় মন্ডলীতে আত্মিক দায়বদ্ধতা বজায় রেখে চলে না।

৮। সে নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে ধ্যান করে না।

৯। সে তার জীবনে পবিত্র আত্মার রবের কোনো চেতনাই গড়ে তোলেনি।

তিনটি লোক একটি ড্রাইভারের চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল। প্রথমজন, সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিল, "আমি এমন একজন দক্ষ চালক যে আমি যদি একটি পাহাড়ের খাদের কয়েক ফুট দুরত্বে খুব জোরে গাড়ি চালালেও আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।" দ্বিতীয় ব্যক্তি আগেরজনকে ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, তাই সে বলেছিলে, "আমি এটির উপর না গিয়ে একটি খাদের কয়েক ইঞ্চি দুরত্বে খুব জোরে গাড়ি চালাতে পারি।" তৃতীয় আবেদনকারী ইতস্তত করল, তারপর নিয়োগকর্তাকে বলল, "আমি খাদের কাছে গিয়ে আপনার জীবনের ঝুঁকি নেব না।" কাকে নিয়োগ করা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

আমরা প্রলোভনের কতটা কাছে যেতে পারি তা দেখার চেষ্টা করা আমাদের উচিত নয়। ঈশ্বর আমাদেরকে ব্যক্তিগত নির্দেশিকা দিতে চান যা আমাদেরকে আমাদের দুর্বলতার ক্ষেত্র থেকে রক্ষা করবে। আমাদের শেখা উচিত কোনগুলি বিপদজনক, যেমন কিছু নির্দিষ্ট ধরণের বিনোদন, এবং আমাদের সেগুলি থেকে দূরে থাকা উচিত।

যদি একজন বিশ্বাসী ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক বজায় রেখে না চলে, তবে তার দ্রুত অনুতাপ করা উচিত, এবং সে আমাদের উকিল বা পক্ষসমর্থনকারী, যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে পুনঃস্থাপিত হতে পারে (১ যোহন ২:১-২)। তার কোনো ভবিষ্যতের সময়ের

জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয় যেটিকে সে আরো বেশি উপযুক্ত বলে ভাবছে। যদি সে পুনঃস্থাপিত হতে চায়, পবিত্র আত্মা তাকে ইতিমধ্যেই সেই ইচ্ছা প্রদান করছেন এবং ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্কে তাকে ফিরিয়ে আনছেন। যদি তার অনুতাপ প্রকৃত হয়, সে সঙ্গে সঙ্গে পুনঃস্থাপিত হতে পারে।

ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আমাদের পরিত্রাণের জন্য যিশুর আত্মবলিদানের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ সাধন করে ফেলেছেন। আমাদের যে অনুগ্রহ অব্যাহত রাখতে হবে তা দিতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সেই বিনিয়োগকে নষ্ট হতে দেবেন না।

জেনে রাখার এবং দাবি করার জন্য পাঁচটি সত্য

পাপের কাজের ওপর বিজয় একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা কারণ সে যিশুর মৃত্যু, সমাধি এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে।[39] ঈশ্বরের অনুগ্রহের অজ্ঞতা, খ্রিষ্টের সাথে একত্রে থাকার ব্যর্থতা, ক্রমাগত নিজেকে পাপের কাছে মৃত এবং ঈশ্বরের কাছে জীবিত মনে করার ব্যর্থতা এবং ধার্মিকতার একটি উপকরণ হিসেবে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে এবং সিদ্ধান্তমূলকভাবে নিজের দেহকে উপস্থাপন করার ব্যর্থতা থেকে ক্রমাগত পাপ সাধিত হয়।

প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসী পাপের ওপর বিজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করতে চায়। আমাদের পাপ থেকে বাঁচানোর জন্য যিশু যে বেদনাজনক মূল্য দিয়েছিলেন তার কারণেই এমনটা হয়৷ এটির কারণ পাপের ধ্বংসাত্মক প্রকৃতি। যারা তর্ক করবে যে "যেহেতু অনুগ্রহ পাপের জন্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে কেন পাপ করব না?", তাদের জন্য পৌলের উত্তরটি খুবই দৃঢ়। "কোনোমতেই নয়!" তিনি ঘোষণা করেছেন (রোমীয় ৬:১-২)। ঈশ্বর পাপের জন্য একটি নিরাময় প্রদান করেছেন – এই কারণটি দেখিয়ে কেউ যদি পাপের রোগের প্রতি অসতর্ক মনোভাব রেখে চলে, তাহলে তা অনেকটা কেবল চিকিৎসাজনিত নিরাময় আবিষ্কার করা হয়েছে বলে HIV/AIDS, বা ক্যান্সারের প্রতি অসতর্ক মনোভাব অবলম্বন করার মতো বিষয় হবে। নিরাময় কাউকেই ব্যথা এবং অসুস্থতার সময় থেকে রেহাই দেবে না। কেউই এটির ক্ষতচিহ্ন থেকে রেহাই পাবে না। সুস্থ মানসিকতার কেউই বলবে না, "চলো আমরা অসুস্থ হই যাতে আমরা নিরাময় পেতে পারি।" যে কেউ পাপের ভয়াবহতা, পবিত্র ঈশ্বরের প্রতি পাপের আক্রমণাত্মকতা এবং পাপের নিরাময়ের জন্য দেওয়া বেদনাদায়ক মূল্যের প্রতি সজাগ বোধযুক্ত হয়েছে, সে কখনোই বলবে না, "চলো পাপ করি, কারণ অনুগ্রহ এটিকে ঢেকে দেবে!"

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পাপ থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতা তার জ্ঞান (রোমীয় ৬:৩, ৬, ৯) এবং এই সত্যগুলির ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে:

(১) একজন পাপী ব্যক্তি হিসেবে আমার মৃত্যু হয়েছে।

পুরনো সত্তা, যে পুরনো মানুষ আমরা ছিলাম, তা আত্মিকভাবে যিশুর সাথে ক্রুশে মারা গেছে এবং তাঁর কবরে তাঁর সাথে সামাধিস্থ হয়েছে। যেহেতু একজন মৃত ব্যক্তি কোনোমতেই একজন দাস হিসেবে পরিচর্যা করতে পারে না, সেহেতু আমাদের ওপর পাপের প্রভুত্ব চূর্ণ হয়েছে। এই মৃত্যু ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। আমাদের পুরনো পাপময় জীবনের মৃত্যু সেই মুহূর্তেই ঘটে গিয়েছিল যখন আমরা আমাদের জন্য খ্রিষ্টের মৃত্যুতে বিশ্বাস করেছিলাম, আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করেছিলাম, এবং তাঁর অনন্ত জীবনের উপহার গ্রহণ করেছিলাম।

[39] এই বিভাগটি লিখেছেন টিম কীপ (Tim Keep)।

রোমীয় ৬ থেকে এই বিবৃতিগুলি লক্ষ্য করুন:

- “…**আমরা পাপের পক্ষে মৃত**, তাহলে কী করে আমরা আবার পাপে জীবনযাপন করব?” (৬:২)।
- “…আমরা যারা খ্রীষ্ট যীশুতে বাপ্তাইজিত হয়েছি, আমরা সকলে **তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হয়েছি?**” (৬:৩)।
- “সেই কারণে আমরা মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্মের মাধ্যমে **তাঁর সঙ্গে সমাধিপ্রাপ্ত** হয়েছি…” (৬:৪)।
- “যদি আমরা **এভাবে তাঁর মৃত্যুতে** তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকি…” (৬:৫)।
- “কারণ আমরা জানি যে, আমাদের পুরোনো সত্তা তাঁর সঙ্গে **ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে** যেন আমাদের পাপদেহ শক্তিহীন হয় এবং আমরা আর পাপের ক্রীতদাস না থাকি।” (৬:৬)।
- “কারণ যার **মৃত্যু হয়েছে**, সে পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে” (৬:৭)।

আজ অনেক বিশ্বাসীদের সমস্যা হল যে তারা তাদের ক্ষমতার অধীনে জীবন যাপন করে। অনেক বিশ্বাসীদেরকে ব্যর্থতাকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করার শর্ত দেওয়া হয়েছে। তারা মনে করে যে একটি বিজয়ী খ্রিষ্টীয় জীবন সম্ভব নয় এবং সেই ক্রমাগত পাপ আবশ্যিক। অন্যান্য বিশ্বাসীরা মনে করে মানুষের ব্যর্থতা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। এই শিক্ষাটি বিশ্বাসের জন্যও ধ্বংসাত্মক এবং অনেককেই হতাশা বা ভন্ডামীর দিকে নিয়ে গেছে। ক্রুশে খ্রিষ্টের বিজয়ের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পৌল এটা স্পষ্ট করে দেন যে বিজয় আমাদের।

(২) একজন নতুন ব্যক্তি হওয়ার জন্য ঈশ্বর আমাকে যিশুর সাথে পুনরুত্থিত করেছেন।

যিশু তাঁর পুনরুত্থানের মাধ্যমে সমস্ত পাপকে জয় করেছেন। এটি হল সেই পুনরুত্থিত জীবন যা আমরা বিশ্বাস দ্বারা সহভাগিতা করতে এসেছি। বিশ্বাসের মাধ্যমেই, পাপের আর আমাদেরকে অধীনস্ত রাখার, অপমান করার, ক্ষতবিক্ষত করার বা মেরে ফেলার ক্ষমতা নেই। আমরা আত্মিকভাবে খ্রিষ্টের সাথে একটি নতুন বিজয়ী জীবনে উত্থিত হয়েছি।

- “…যেন খ্রিস্ট যেমন পিতার মহিমার মাধ্যমে মৃতলোক থেকে উত্থিত হয়েছিলেন, তেমনই আমরাও **এক নতুন জীবন লাভ করি**।” (৬:৪)।
- “…আমরা নিশ্চিতরূপে **তাঁর পুনরুত্থানেও** তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হব।” (৬:৫)।
- “কারণ আমরা জানি, খ্রীষ্টকে যেহেতু **মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করা হয়েছিল, তিনি আর মরতে পারেন না**; তাঁর উপরে মৃত্যুর আর কোনও কর্তৃত্ব নেই।” (৬:৯)।
- “যে মৃত্যু তিনি বরণ করেছেন, পাপের সম্বন্ধে একবারেই তিনি চিরকালের জন্য সেই মৃত্যুবরণ করেছেন; কিন্তু **তাঁর যে জীবন আছে** তার দ্বারা তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই জীবিত আছেন।” (৬:১০)।
- “একইভাবে, নিজেদের তোমরা পাপের ক্ষমতার প্রতি মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে **ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত** বলে গণ্য করো।” (৬:১১)।
- “…**মৃত্যু থেকে জীবিত মানুষরূপে নিজেদের** ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করো…” (৬:১৩)।

(৩) আমি আত্মিকভাবে খ্রিষ্টের সাথে ঐকবদ্ধ।

কেবল আমার পুরনো জীবন তাঁর সাথে ক্রুশারোপিত হয়েছে তা নয়, এবং কেবল আমি তাঁর মতো একটি নতুন জীবন পেয়েছি তাও নয়; বরং আমি তাঁর মধ্যে, এবং তিনি আমার মধ্যে বাস করছেন! (গালাতীয় ২:২০ এবং যোহন ১৪-১৬ দেখুন।) যিশু প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা দ্বারা বিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করা মনোনীত করেছেন। এই মিলন এবং বসবাসই পাপের ওপর বিজয় এবং পবিত্র জীবন যাপনের সম্ভব করে তোলে। এটিই বিশ্বাসীদের জন্য যিশুর বিশুদ্ধ, প্রেমময়, করুণাময়, সদয়, ক্ষমাশীল এবং পবিত্র জীবন গ্রহণ করা এবং যাপন করা সম্ভব করে তোলে।

- "যদি আমরা এভাবে তাঁর মৃত্যুতে **তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকি**, আমরা নিশ্চিতরূপে তাঁর পুনরুত্থানেও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হব।" (৬:৫)।
- "…আমাদের পুরোনো সত্তা **তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে**…" (৬:৬)।
- "এখন যদি আমরা **খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছি**, আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা **তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব**।" (৬:৮)।

যিশু যোহন ১৫ অধ্যায়ে তাঁর শিষ্যদেরকে এই মিলনের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। খ্রিষ্টীয় জীবনে আমাদের সাফল্যের জন্য খ্রিষ্টের সাথে আত্মিক মিলন আবশ্যক!

(৪) ঈশ্বর আমাকে যে বিজয় দিয়েছেন তা আমাকে অবশ্যই বিশ্বাসের সাথে অর্জন করতে হবে।

> একইভাবে, নিজেদের তোমরা পাপের ক্ষমতার প্রতি মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত বলে **গণ্য করো**। (৬:১১)।

গণ্য বা *বিবেচনা* করার অর্থ হল এটিকে সত্য হিসেবে মান্যতা দেওয়া যাতে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে এটির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি

এখানে পুরাতন নিয়ম থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল যা সহায়ক হবে। আমাদের মনে আছে যে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের প্রতিজ্ঞার দেশের কেবল প্রতিশ্রুতিই দেননি, বরং বাস্তবে তাদের অধিকার করার অনেক আগেই এটি তাদেরকে দিয়েছিলেন। ৪০ বছর ধরে তারা মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছিল, তাদের সমস্ত সম্ভাবনার নিচে জীবন যাপন করেছিল, কারণ তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাদের ভালোবেসেছিলেন এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারে নিয়ে গিয়েছিলেন।

যিহোশূয় ১:৩ বলছে, "তোমরা যেখানে যেখানে পা রাখবে, সেই সেই স্থান **আমি তোমাদের দেব**, যেমন আমি মোশির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।" কয়েকটি পদ পরে ঈশ্বর আদেশ করেছেন, "তোমরা শিবিরের মধ্যে গিয়ে লোকদের বলো, 'তোমাদের সঙ্গের পাথেয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করো। এখন থেকে তিনদিনের মধ্যে তোমরা জর্ডন নদী অতিক্রম করবে। তোমরা **সেই দেশ অধিকার করবে**, যে দেশ **তোমাদের নিজস্ব অধিকারবলে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের দিতে চলেছেন**।'" (যিহোশূয় ১:১১)।

ঈশ্বরের লোকেদের, বিশ্বাসের দ্বারা, ঈশ্বরের দেওয়া দেশের অধিকারী হতে হয়েছিল। কনানের বাসিন্দাদের উপর বিজয়ের জন্য প্রদান করা হলেও, এবং একটি খুব বাস্তব অর্থে ইতিমধ্যেই তা সম্পন্ন হলেও, ইস্রায়েল কেবল অনুগত বিশ্বাসের

মাধ্যমেই এই বিজয়টি অনুভব করতে পারত। খ্রিষ্ট যিশু আমাদের জন্য যে বিজয়লাভ করেছেন এবং প্রতিশ্রুতি ধারণ করেছেন তা বিবেচনার দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, নতুন নিয়মের বিশ্বাসীরা ঠিক একইভাবে বিজয়লাভ করতে পারে।

(৫) আমাকে অবশ্যই আমার দেহকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে।

> অতএব, তোমাদের নশ্বর দেহে পাপকে কর্তৃত্ব করতে দিয়ো না, তা না হলে, তোমরা তার দৈহিক কামনাবাসনার আজ্ঞাবহ হয়ে পড়বে। তোমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দুষ্টতার উপকরণরূপে পাপের কাছে **সমর্পণ** কোরো না, বরং মৃত্যু থেকে জীবিত মানুষরূপে নিজেদের ঈশ্বরের কাছে **সমর্পণ** করো এবং তাঁর কাছে তোমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ধার্মিকতার উপকরণরূপে সমর্পণ করো (রোমীয় ৬:১২-১৩)।

পর্যালোচনা

► বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রী আগের বিভাগে উল্লিখিত পাঁচটি সত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবে।

> যিনি তাঁর নিজ পুত্রকেও নিষ্কৃতি দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সমর্পণ করেছেন—তিনি কি তাঁর সঙ্গে সবকিছুই অনুগ্রহপূর্বক আমাদের দান করবেন না? (রোমীয় ৮:৩২)।

> যিনি তোমাদের বিশ্বাসে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করতে সমর্থ, ও যিনি তোমাদের নির্দোষরূপে ও মহা আনন্দের সঙ্গে তাঁর মহিমাময় উপস্থিতিতে উপস্থাপন করবেন, সেই একমাত্র ঈশ্বর, আমাদের পরিত্রাতা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মহিমা, রাজকীয় প্রতাপ, পরাক্রম ও কর্তৃত্ব, সকল যুগের শুরু থেকে বর্তমানে ও যুগপর্যায়ের সমস্ত যুগেই হোক! আমেন। (যিহুদা ২৪-২৫)।

৬ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) পাপ কী তা বোঝা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(২) ইচ্ছাকৃত পাপের (willful sin) সংজ্ঞা কী?

(৩) রোমীয় ৬ অধ্যায়ে পৌল কোন ভুল ধারণার উত্তর দিয়েছিলেন?

(৪) পাপের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ কী?

(৫) অনুগ্রহের অধীন হওয়ার অর্থ কী?

(৬) আইনের অধীনে থাকার অর্থ কী?

(৭) ঈশ্বর এবং পাপ উভয়ের পরিচর্যা করা অসম্ভব কেন?

(৮) *পুরনো সত্তা* (old self) কথাটির অর্থ কী?

৬ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) বিশ্বাসীর জন্য পাপের উপর বিজয় সম্ভব কিনা তা একটি পাতার মধ্যে ব্যাখ্যা করুন। ইচ্ছাকৃত পাপের একটি সংজ্ঞা লিখুন এবং ব্যাখ্যা করুন যে কেন পাপের সংজ্ঞা গুরুত্বপূর্ণ। পাপের উপর বিজয়ের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মানুষ যে আপত্তিগুলি করে থাকে, তার প্রত্যুত্তর করুন।

(২) আপনাকে আপনার উপদেশ পাঠগুলির তিনটি উপস্থাপনা শেষ করতে হবে।

পাঠ ৭

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত পাপী

কোন আইন নিয়ে আমরা কথা বলছি?

পুরাতন নিয়মের বহু আদেশকে দেখে মনে হয় যে সেগুলি আজকের মানুষদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:

- কোনও ডাকিনীকে বেঁচে থাকতে দিয়ো না (যাত্রাপুস্তক ২২:১৮)।
- প্রতি সপ্তম বছরের শেষে তোমরা ঋণ মকুব করবে (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:১-২)।
- যিরূশালেমে সাতদিনের জন্য নিস্তারপর্ব পালন করবে (দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:১-৬)।

কিছু কিছু পণ্ডিত পুরাতন নিয়মের আইন বা বিধানগুলিকে তিনটি বিভাগে ভাগ করেছেন: আনুষ্ঠানিক আইন, নাগরিক আইন, এবং নৈতিক আইন।

আনুষ্ঠানিক আইনগুলি (Ceremonial laws) বলিদান, উপাসনার স্থানের নকশা, এবং উপাসনা অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। আজকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা আনুষ্ঠানিক আইনগুলি অনুসরণ করে না, কারণ খ্রিষ্টের কাজ দ্বারা সেই পদ্ধতিগুলিকে অচল করা হয়েছিল (কলসীয় ২:১৭, ইব্রীয় ১০:১)।

নাগরিক আইনগুলি (Civil laws) একটি জাতি হিসেবে ইস্রায়েলের জন্য প্রযোজ্য ছিল। সেগুলি ব্যবসার জন্য ব্যবস্থাপনা প্রদান করেছিল, মানবাধিকার রক্ষা করেছিল, আইন প্রয়োগের জন্য নীতি দিয়েছিল, এবং ইস্রায়েলের ধর্মীয় পরিচয় রক্ষা করেছিল। আজ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে নাগরিক আইনগুলি অনুসরণ করা সম্ভব নয়, কারণ সেইগুলি তাদের জাতির জন্য প্রযোজ্য আইন নয়। উদাহরণস্বরূপ, পুরাতন নিয়মে যখন কাউকে মূর্তিপুজোর জন্য হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তখন তা কারোর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে হত না। একজন বিচারক ঘটনাটি শুনতেন, তারপর সেই বিচার লোকেদের দ্বারা সমর্থিত হতে হত (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:৬-১২)।

► কেন একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পক্ষে প্রাচীন ইস্রায়েলের নাগরিক আইনগুলি প্রকৃতভাবে মেনে চলা সম্ভব নয়?

নৈতিক আইনগুলি (Moral laws) সব সময়ের জন্যই নির্দিষ্ট কাজকে ঠিক অথবা ভুল হিসেবে চিহ্নিত করত। উদাহরণস্বরূপ, দশ আজ্ঞা মূলত মূর্তিপুজো, পরনিন্দা, ব্যাভিচার, এবং চুরি করতে বারণ করেছে (যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৫, ৭, ১৪, ১৫)।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা আনুষ্ঠানিক আইন এবং নাগরিক আইন দ্বারা নির্দেশিত মূল, নির্দিষ্ট কাজগুলি করে না। তবে, এই আইনগুলি এখনো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেগুলি ঈশ্বরের প্রকৃতি প্রকাশ করে যা পরিবর্তন হয় না। যদিও আমরা মূর্তিপূজক এবং ব্যভিচারীদের হত্যা করি না, তবে সেই আইনগুলি আমাদের দেখায় যে সেই পাপগুলি ঈশ্বরের কাছে ঘৃণ্য৷ যদিও আমরা দরিদ্রদের জন্য শস্য জমিতে ছড়িয়ে রাখি না, তবে আমরা জানি যে আমাদের ব্যবহারিক উপায়ে দরিদ্রদের যত্ন নেওয়া উচিত। যদিও আমরা পশুদের হত্যা করার আগে উপাসনাস্থলে নিয়ে যাই না, তবে আমরা জানি যে সবকিছুই ঈশ্বরের, এবং আমাদের যা আছে

তা থেকে আমাদের উৎসর্গ করা উচিত। তাই আমরা মূল কাজগুলি না করলেও, আমাদের এমন আচরণ বা কাজের সন্ধান করা উচিত যা এই নীতিগুলিকে পূরণ করে।

নাগরিক এবং আনুষ্ঠানিক আইনগুলি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ হল, যে এগুলি নির্দিষ্ট উপায়ে প্রয়োগ করার জন্য নৈতিকতার নীতি প্রদান করে। সেই নীতিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা একপ্রকার নৈতিক নীতিগুলিকে প্রত্যাখান করারই সমান হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের বাড়ির ছাদে লোক থাকার মতো করে নকশা করা না হয়ে থাকলে, আমরা আমাদের বাড়ির ছাদে রেলিং বা পাঁচিল দিই না (দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৮)। কিন্তু এই প্রাচীন আইনটি আমাদের জানায় যে লোকেদের জন্য আমাদেরকে আমাদের বাড়ি এবং জমি নিরাপদ রাখা উচিত।

► দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৮ পদে দেওয়া নীতিটি পূরণ করার জন্য আমাদের পালন করা উচিত, এ বিষয়ে একটি আধুনিক অনুশীলনের উদাহরণ দিন কী হবে?

সুতরাং ঈশ্বরের আইন কী যা নিয়ে পৌল রোমীয় পুস্তকে কথা বলেছেন? এটি হল মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা, যা তাঁর আজ্ঞায় প্রকাশিত হয়েছে (পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম)। কিছু আদেশ মূল উপায়ে পূর্ণ করা না গেলেও, মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা মূলত একই। ঈশ্বরের আইন বা বিধানের লঙ্ঘনই হল পাপ (১ যোহন ৩:৪)।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৪র্থ পর্ব, ২ নং প্যাসেজ

এই পাঠে আমরা রোমীয় পুস্তকের ৪র্থ পর্ব অব্যাহত রেখেছি। শেষ পাঠে আমরা রোমীয় ৬ অধ্যায় থেকে পাপের উপর বিজয় সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেছি।

এই পাঠে আমরা রোমীয় ৭ অধ্যায় অধ্যয়ন করব, যা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত পাপী সম্পর্কিত। রোমীয় ৬ এবং ৮ অধ্যায় বিশ্বাসীর বিজয়ী জীবন বর্ণনা করে। রোমীয় ৭ অধ্যায় একটি বড় বৈপরীত্য দেখায়, যেখানে একজন পাপীর জীবন দেখা যায় যে জানে সে দোষী, কিন্তু নিজেকে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে না।

৭ অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট

একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরের আইন জানে কিন্তু অনুগ্রহ দ্বারা রূপান্তরিত হয়নি, সে পাপের কর্তৃত্ব এবং আইনের দণ্ডাজ্ঞা থেকে পালাতে অসহায়।

৭ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়টি এমন একজন ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করে যে আইনের অধীন। আইনের অধীন হওয়ার অর্থ হল, আইনের আনুগত্যের ভিত্তিতে বিচারের অপেক্ষায় ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানো। যেহেতু সবাই পাপ করেছে, তাই আইনের অধীনে থাকা মানে দণ্ডাজ্ঞার অধীনে থাকা। আইনের আওতায় থাকা ব্যক্তি এখনো ধার্মিকগণিত হয়নি ।

৭:১-৬ বর্ণনা করে যে কীভাবে একজন বিশ্বাসী আইনের কাছে মৃত হয়। অধ্যায়ের বাকি অংশটি দেখায় যে কেন এটি প্রয়োজনীয় (৭:৫ পদে ‘‘যখন’’ এবং ৭:৬ পদে ‘‘এখন’’ দেখুন)। ৭:৭-১৩ দেখায় যে কীভাবে আইন ভালো, কিন্তু তা পাপকে খারাপ করে তোলে। ৭:১৪-২৫ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, অরূপান্তরিত (unregenerated) পাপীর অসহায়তা দেখায়।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৭ অধ্যায় পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(৭:১-৩) এই তিনটি পদ হল একটি দৃষ্টান্ত যা পরবর্তী তিনটি পদে তৈরি করা বিষয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে৷ বিবাহ আইনের মূল বন্ধনকে চিত্রিত করে। একজন মহিলার তার স্বামীকে ছেড়ে অন্য কাউকে বিয়ে করার অনুমতি ছিল না, তবে স্বামী মারা গেলে সে তার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত ছিল। আইনের এই বাধ্যবাধকতা কেবল মোশির আইনের অধীনে ইহুদিদের জন্যই প্রযোজ্য তা নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, কারণ আমাদের সকলকেই ঈশ্বরের আইন দ্বারা বিচার করা হবে যদি আমরা অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত না হই।[40]

কোলোসিয়াম

কোলোসিয়াম (Colosseum) নির্মাণের কাজ শুরু হয় ৭২ খ্রিষ্টাব্দে, রোমে পৌলের সফরের কয়েক বছর পর। এটি ৫০,০০০ এরও বেশি দর্শক ধারণ করতে পারত। প্রদর্শনীগুলিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল পেশাদার যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধ, মানুষ এবং পশুদের মধ্যে লড়াই (সিংহ, বাঘ, হাতি, ভাল্লুক এবং অন্যান্য) এবং যোদ্ধা বা পশুদের দ্বারা মানুষের মৃত্যুদন্ড। কখনো কখনো সেখানে একদিনে শত শত লোক মারা যায়। অনেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে হত্যা করার জন্য কলোসিয়মে পাঠানো হয়েছিল।

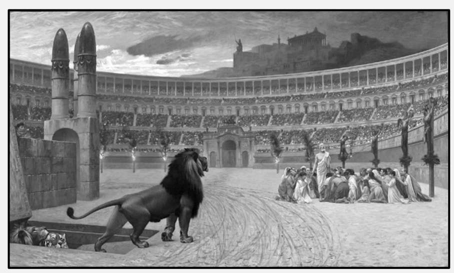

বিবাহের বিষয়ে পৌলের দৃষ্টান্তের মূল বিষয় হল যে মৃত্যু সম্পর্ককে পরিবর্তন করে। আমরা খ্রিষ্টের সাথে একত্রিত হয়ে আমাদের পুরনো জীবনে মারা গিয়েছিলাম। আইন বাতিল বা বিলুপ্ত করা যায় না। তবে, আইন ভঙ্গকারী হিসেবে আমাদের ওপর আইনের দাবিগুলি এখন যিশুর প্রতিস্থাপনমূলক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়েছে। আমরা এখন খ্রিষ্টের সাথে "বিবাহিত"। এটি আমাদের আইন-হীন করে না। আমরা এখন খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে আইন ভঙ্গকারী হওয়ার অধিকার আমাদের নেই। পরিবর্তে, আমরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, আইনের আত্মায় বাস করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।[41]

(৭:৪) আইন বা বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। খ্রিষ্ট আমাদের স্থানে মরেছেন। আমরা তাঁর সাথে চিহ্নিত হয়েছি, যাতে বলা যায় যে আমরা খ্রিষ্টের দেহের মাধ্যমে আইনের কাছে মারা গেছি৷ যেহেতু আইনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়েছে, তাই আমরা এর দাসত্ব থেকে মুক্ত। শাস্তির ভয়ে আমাদেরকে আইন পূরণ করতে হবে না। **আইনের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ হল, আমাদের ধার্মিকগণিত হওয়ার** (justification) **উপায় হিসেবে এটি পূরণ করার দরকার নেই, কারণ আমরা অনুগ্রহের দ্বারা ধার্মিকগণিত হয়েছি।**

(৭:৫) আইন দ্বারা পাপ এই অর্থে সৃষ্ট হয় যে আইন পাপের রেকর্ড লিখে দেয়, এবং এই অর্থে যে যখন একজন ব্যক্তি একবার আইন জেনে যাওয়ার পর এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে আরো খারাপ পাপী হয়ে ওঠে।

---

[40] ছবি: "Colosseum - Rome - Italy" Sam valadi -এর দ্বারা তোলা, ৩১শে মার্চ, ২০১৫ তারিখে আপলোড করা, https://www.flickr.com/photos/132084522@N05/16800139540/, licensed under CC BY 2.0, মূল থেকে ডিস্যাটুরেটেড।
ছবি: "The Christian Martyrs' Last Prayer", by Jean-Léon Gérôme, Walters Art Museum, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18824108 পাবলিক ডোমেইন থেকে সংগৃহিত।

[41] এই অনুচ্ছেদটি লিখেছেন ড. অ্যালান ব্রাউন (Dr. Allan Brown)।

মাংসিক/জাগতিকতার সংজ্ঞা

► এই বিভাগের পর্যাপ্ত রেফারেন্সগুলি দেখুন, যাতে আপনি ধারণাটি বুঝতে পারেন।

শাস্ত্র বিভিন্ন মানুষকে "মাংসে" আছে বলে উল্লেখ করেছে। প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে মাংসে থাকার অন্তত দু'টি ভিন্ন অর্থ থাকতে পারে।

একটি মৌলিক অর্থ হল মানুষের নশ্বর আকারে থাকা। এই অর্থে, যিশু মাংসে ছিলেন (১ তিমথি ৩:১৬, ১ পিতর ৩:১৮)। এমনকি একজন পবিত্র জীবন যাপনকারী ব্যক্তিকেও এই অর্থে মাংসিক বলা যেতে পারে (২ করিন্থীয় ১০:৩; গালাতীয় ২:২০; ফিলিপীয় ১:২২, ২৪)। যখন এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন মাংসকে নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ বলে মনে করা হয়, যেমন পৌল গালাতীয়দের বলেছিলেন যে অনুগ্রহ যা শুরু করেছিল, তারা মাংসের দ্বারা (মানুষের/মানবিক প্রচেষ্টা) তা নিখুঁত করতে পারে না।

একটি দ্বিতীয় অর্থ যেখানে একজন ব্যক্তি মাংসে থাকা বলতে একটি পতিত, পাপময় প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বোঝায়। এই অবস্থাটি অরূপান্তরিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাপার (ইফিষীয় ২:৩)। পতিত প্রকৃতির স্বাভাবিক বা সাধারণ কাজগুলি গালাতীয় ৫:১৯-২১ পদে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। রোমীয় ৮:১-১৩ পদে, মাংসে থাকাকে পরিত্রাণের বিপরীত করা হয়েছে। মাংসিকতা হল মৃত্যু (৮:৬) এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা (৮:৭)। মাংসিক ব্যক্তি ঈশ্বরকে খুশি করতে পারে না (৮:৮) এবং তার মৃত্যু হবে (৮:১৩)। এখানে মাংসের বর্ণনা সেই একই অবস্থা যা রোমীয় ৭ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে (৭:৫, ১৪, ১৮, ২৫ দেখুন)। এই অর্থে, একজন মাংসিক ব্যক্তি পাপের কাজ করছে যার জন্য সে আত্মিক এবং অনন্ত মৃত্যুর শাস্তি পাবে (রোমীয় ৭:৫)। সে এখনো পরিত্রাণ পায়নি।

একজন ব্যক্তি মন-পরিবর্তনের পরেও পতিত প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যদিও এটির দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত নয়। করিন্থীয়দের তাদের নতুন জন্মের পর জাগতিক বা মাংসিক (carnal) বলা হয়েছে (১ করিন্থীয় ৩:১)। পৌল ৩:১ পদে বুঝিয়েছেন যে খ্রিষ্টে শিশুদের [অপরিপক্কদের] মাংসিক থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে একজন বিশ্বাসীর থেকে যাওয়া উচিত নয়। তিনি শিশু অবস্থায় থেকে যাওয়ার জন্য করিন্থীয়দের সমালোচনা করেছিলেন।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৪র্থ পর্ব, ২ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(৭:৬) যেহেতু আমরা খ্রিষ্টেতে আইনের কাছে মারা গেছি, তাই আইন আমাদের কাছে মৃতের মত। স্বাধীনতা মানে এই নয় যে আমরা আর পরিচর্যা করি না; কিন্তু এখন আমরা আমাদের আত্মা দিয়ে পরিচর্যা করি, সেগুলির উদ্দেশ্য পূরণ না করে প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার চেষ্টা করার পরিবর্তে।

(৭:৭) পৌল আগে বলেছেন যে আইন পাপকে বৃদ্ধি করে (৫:২০)। এই অংশে তিনি বলেছেন যে মৃত্যু সাধনের উদ্দেশ্যে পাপ আইন দ্বারা কাজ করেছিল (৭:৫)। তাই, এই প্রশ্নটি ওঠা খুবই স্বাভাবিক, "আইন বা বিধান কি পাপ?" আইন পাপকে দোষসাব্যস্ত (condemned) করে – এটি দেখানোর মাধ্যমেই তিনি দেখিয়েছেন যে আইন পাপ নয়।

(৭:৮) ঈশ্বরের আইন পাপীকে দেখায় যে তার কাজগুলি দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছে। এ অর্থে, আইন পাপকে আরো খারাপ করে তোলে। যখন একজন পাপী জানতে পারে যে সে দোষী, তারপরেও তার অব্যাহত পাপ (ঈশ্বরের আইনের অমান্যতা) সচেতন বিরোধীতা হয়ে ওঠে।

(৭:৯) আইনের কী প্রয়োজন তা দেখার আগে তিনি জানতেন না যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাপ মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়, এমনকি তাদেরকেও যারা ঈশ্বরের আইনের বিবরণ না জেনে পাপ করে (২:১২ এবং ৫:১৪ দেখুন)।

রোমীয় ৭:৭-২৫ পদে পৌল একজন পরিত্রাণ না পাওয়া ফরীশী হিসাবে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, এবং ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত তার খ্রিষ্টের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি দেখতে পেয়েছিলেন। রোমীয় ৭ অধ্যায়ে তিনি আমাদের বলছেন যে পবিত্র আত্মা তার হৃদয়ে থাকা লোভের প্রতি তার চোখ খুলে দেওয়ার আগে, তিনি ভেবেছিলেন তিনি নিখুঁতভাবে আইন পালন করছিলেন। ফিলিপীয় ৩:৬ পদে তার সাক্ষ্যটি দেখুন যেখানে তিনি বলছেন, "বিধানগত ধার্মিকতায় আমি ছিলাম নির্দোষ।" ঠিক যেমন তিনি ফিলিপীয় ৩:৯ পদে বলেছেন, একজন ফরীশী হিসেবে তিনি ভেবেছিলেন তার মধ্যে সেই ধার্মিকতা ছিল যা আইন থেকে পাওয়া যায়। পবিত্র আত্মা তার হৃদয়ে থাকা লোভের প্রতি তার চোখ খুলে দেওয়ার পরে, তিনি বলেছেন যে তিনি অনুভব করেছিলেন তিনি আত্মিকভাবে মৃত (রোমীয় ৭:৯)। এটি আবশ্যিকভাবেই একটি তুলনামূলক বিবৃতি: একবার তিনি মনে করেছেন তিনি আইন পালনের দ্বারা আত্মিকভাবে জীবিত ছিলেন; যখন তিনি দেখলেন যে তিনি লোভের জন্য দোষী এবং আইন পালন করছেন না, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তিনি সত্যিই মৃত। পৌল রোমীয় ৭:১৪-২৫ পদে তার নিজের ইতিহাস ক্রমাগত বর্ণনা করেছেন। তিনি লোভী হওয়া বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি পারেননি। এই সমগ্র সাক্ষ্যটি হল সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করা এবং পাপের দাসত্বের অন্যতম। রোমীয় ৭:২৫ পদে তিনি আমাদের বলছেন যে উদ্ধার বা পরিত্রাণ কেবল যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমেই আসে।[42]

(৭:১০) আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জীবনের পথ দেখানো। আইন কখনোই পরিত্রাণের উপায় ছিল না, তবে এটি যারা ঈশ্বরকে জানত তাদের জন্য জীবনযাপন করা দিকনির্দেশনা ছিল। কিন্তু যেহেতু পতিত, সাধারণ মানুষ এটি অনুসরণ করতে পারে না, তাই এটি জীবনের জন্য একটি দিকনির্দেশিকার পরিবর্তে মৃত্যুর উপায় হয়ে ওঠে।

(৭:১১) পাপ উপকারী, আনন্দদায়ক এবং নিরীহ হিসেবে আবির্ভূত হয়ে প্রতারণা করে। যখন একজন ব্যক্তি পাপের প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন তাকে দোষীসাব্যস্ত করা হয়, এমনকি যদি সে তার পাপের ফলাফল সীমিত করতে সফলও হয়; কারণ ঈশ্বরের বিচার আইন অনুসারে হয়, পাপের ফলাফল অনুসারে নয়।[43]

(৭:১২) আইন ঈশ্বরের প্রকৃতিকে প্রকাশ করে – আইন পবিত্র, ধার্মিক, এবং উত্তম, ঠিক তাঁরই মতো।

(৭:১৩) আইন মন্দ নয়, কিন্তু মন্দ পরিণাম এসেছিল যখন পাপ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। পাপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞার অধীনে আনার জন্য আইনব্যবস্থাকে ব্যবহার করেছিল। আইনব্যবস্থার দ্বারাই পাপ প্রকৃতই মন্দ হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে।

---

[42] এই অনুচ্ছেদটি লিখেছেন ড. অ্যালান ব্রাউন (Dr. Allan Brown)।

[43] ৩:৫-৭ পদের নোটটি দেখুন।

একজন বিশ্বাসীর চিত্র নয়

অনেকেই মনে করে যে রোমীয় ৭:১৪-২৫ একজন সাধারণ বিশ্বাসীকে বর্ণনা করে, কিন্তু বর্ণনাটি বিবেচনা করুন।

সে পাপের অধীনে বিক্রীত, একজন দাসের মতো, যার মানে হল সে মুক্ত বা স্বাধীন নয় (৭:১৪)। সে জানে কোনটি সঠিক কিন্তু তা করতে পারে না (৭:১৮)। সে একজন বন্দী, সে উদ্ধার পায়নি (৭:২৩)। সে দুর্ভাগ্যপূর্ণ এবং উদ্ধারের জন্য কাঁদছে (৭:২৪)।

৭:৫-২৪ পদে, "যখন আমরা পাপ-প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতাম" (৭:৫)- এই শাস্ত্রাংশটি দিয়ে শুরু করে এবং "কে আমাকে উদ্ধার করবে?" (৭:২৪)-এই প্রশ্নটি দিয়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত, এখানে খ্রিষ্ট, পবিত্র আত্মা, অনুগ্রহ, জীবন, বা বিজয়ের কোনো উল্লেখ নেই; কিন্তু সেখানে ৫২ বার উত্তম পুরুষের (আমি, আমার, আমাকে) উল্লেখ, ১৬ বার আইন বা বিধানের উল্লেখ, এবং ১৫ বার পাপের উল্লেখ আছে।

এটি কখনোই সেই ব্যক্তি হতে পারে না যে রোমীয় ৬ অধ্যায়ে বর্ণিত পরিত্রাণ লাভ করেছে। সেই অধ্যায়টি পুনরাবৃত্তভাবে বলে যে একজন বিশ্বাসী আর কোনোমতেই পাপের দাস নয়। রোমীয় ৭ অধ্যায়ে পৌল যে ব্যক্তিকে বর্ণনা করেছেন সে আইনের অধীন, যেমনটি এই অধ্যায়ের শুরুতে (৭:১, ৫-৬) উপস্থাপন করা হয়েছে। ৭:১৪ পদ হল সেই সংযোগ যা দেখায় যে অধ্যায়ের বাকি অংশটি একই অবস্থা বর্ণনা করছে যা ৭:১, ৫-৬ পদে বর্ণিত হয়েছে।

রোমীয় ৮:১ বলে যে ব্যক্তি দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নয় সে হল সেই ব্যক্তি যে খ্রিষ্ট যিশুতে আছে। ৮:৪-৫ বলে যে এই ব্যক্তি মাংসকে অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি মাংসকে অনুসরণ (৭:২৫ এবং ৭:৫ পদের মতো) করে সে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত (condemned)। একজন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি একজন প্রকৃত বিশ্বাসী নয়। রোমীয় ৭ অধ্যায়ের ব্যক্তিটি অসহায় এবং মাংস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৮:৩ বলে যে আইনের অধীনে দুর্বলতার পরিস্থিতি সমাপ্ত হয়ে গেছে; অতএব, রোমীয় ৭ অধ্যায়ে বর্ণিত অসহায় অবস্থা কোনোমতেই একজন বিশ্বাসীর অবস্থা নয়।

৮:৬-৭ পদ বলে যে মাংসিক মানসিকতাই হল মৃত্যু, এবং সেই মাংসিক মানসিকতা ঈশ্বরের একজন শত্রু। কিন্তু ৭:১৪ পদ একজন মাংসিক ব্যক্তির বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়। এই প্রেক্ষাপটে যে মাংসিক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, সে যিশুর একজন প্রকৃত অনুসরণকারী নয়।[44]

তাহলে কেন পৌল নিজেকে এই বর্ণনার অধীনে ফেলেছেন? ৭:৭ পদ থেকে, তিনি একজন পাপীকে বর্ণনা করেছেন যে আইনের দণ্ডাজ্ঞায় পড়ে। অধ্যায়ের বাকি অংশ তার পূর্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে – আইন অনুসরণ করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে খুশি করার ক্ষেত্রে তার আন্তরিক সংগ্রাম। এটি তাকে অনন্ত জীবন দেয়নি এবং এটি তাকে কোনো ধরণের সন্তুষ্টিও দেয়নি। রোমীয় ৮ অধ্যায়ে তিনি বিজয়ের জীবন বর্ণনা করা শুরু করেছেন। ৮:১-৪ পদে বর্ণিত ব্যক্তির রোমীয় ৭ অধ্যায়ের পরিস্থিতিতে থাকতে পারা অসম্ভব।

অতএব, এটি প্রমাণিত যে রোমীয় ৭ অধ্যায় একজন অরূপান্তরিত ব্যক্তিকে বর্ণনা করে যে জানে যে সে ঈশ্বরের আইন দ্বারা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কিন্তু এটির প্রতি আনুগত্যে জীবন যাপন করতে অক্ষম।

---

[44] মাংসিক (carnal) শব্দের অন্যান্য ব্যবহারের জন্য, উপরের 'মাংসিক/জাগতিকতার সংজ্ঞা' বিভাগটি দেখুন।

► এই বিভাগে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা আপনার নিজের কথায় সারসংক্ষিপ্ত করুন। এই মুহূর্তে পূর্ণ মাত্রায় ডিবেট বা তর্কের প্রয়োজন নেই কারণ এই পাঠে আরো অনেক প্রমাণ দেওয়া হবে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৪র্থ পর্ব, ২ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(৭:১৫) বেশিরভাগ লোকই চায় যদি তারা আরো ভালো কিছু করতে পারত। সেই ইচ্ছাটি প্রকাশ করে না যে তারা খ্রিষ্টবিশ্বাসী। বাস্তবতাহীন ইচ্ছা দেখায় যে তারা এখনো পাপের কর্তৃত্ব থেকে উদ্ধার পায়নি।

(৭:১৬) তারা আরো ভালো কিছু করতে পারত – তাদের এই ইচ্ছাটি দেখায় যে তারা জানে যে আইন ভালো, যদিও তারা এটিকে মান্য করে না।

(৭:১৭-২৩) পাপের কথা এমনভাবে বলা হয় যেন এটি এমন একটি জিনিস যা মানুষের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে। পতিত মানুষের প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না যা ঈশ্বর মূলত মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ইচ্ছা এতটাই দুর্বল যে একজন পাপী ঈশ্বরকে বেছে নিতে পারে না যদি না ঈশ্বর, তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা, তার ইচ্ছাকে পুনরুদ্ধার করেন।

প্রতিরোধমূলক অনুগ্রহ (prevenient grace) হল ঈশ্বরের কাজ সেই সকল লোকেদের কাছে পৌঁছানো যারা এখনো তাঁর প্রতি সাড়া দেয়নি। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি প্রসারিত অনুগ্রহের মধ্যে রয়েছে স্বাধীন ইচ্ছা (free will) এবং ঈশ্বরের আকাঙ্খা পুনরুদ্ধার করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে পরিত্রাণ গ্রহণ করবে কিনা তা বেছে নিতে পারে।

ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পরিত্রাণের কাজ শুরু করেন (যোহন ৬:৪৪, ইফিষীয় ২:৪-৫, ১২-১৩, ১৭; তীত ২:১১, তীত ৩:৩-৫), কিন্তু একজন ততক্ষণ পরিত্রাণপ্রাপ্ত নয় যতক্ষণ না সে ঈশ্বরের প্রতি সাড়া দিচ্ছে।

(৭:২৪) এটি হল হতাশা এবং নিরাশার একটি কান্না যেটি সেই সময়ে বেরিয়ে আসে যখন একজন ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তার নিজের সামগ্রিক অক্ষমতা দেখতে পায়। এটি একজন পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির কান্না নয়।

(৭:২৫) প্রশংসার একটি বিবৃতি এখানে হতাশাগ্রস্ত পাপীর জীবনের অন্ধকারের মাঝে আলো হিসেবে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এরপর একটি বাক্য আসে যা প্যাসেজটিকে সারসংক্ষিপ্ত করে। অপরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি মানসিক সম্মতি দেয় যে আইন সঠিক, এবং সে যেমন তার চেয়েও ভালো হওয়ার ভান করে; কিন্তু তার পাপময় আকাঙ্খা তাকে পাপের মধ্যে রাখে। একজন ব্যক্তি তার মন এবং দেহ দ্বারা পাপের দাসত্ব করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় (৭:৫, ৮:৩)।

রোমীয় ৭:১৪-২৫ পদে বর্ণিত ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণালাভ

এই প্যাসেজে পৌল অবিশ্বাসীর জীবনে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তির (পাপের আইন) শক্তির কথা বলেছেন। যখন পৌল তার পাপী অবস্থার বিষয়ে নিয়ে সজাগ ছিলেন, তখন তার নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল।[45]

পৌলের সদস্যদের মধ্যে পাপের আইন নিম্নলিখিত পরিণামগুলি নিয়ে আসে:

---

[45] এই বিভাগটি লিখেছেন ড. অ্যালান ব্রাউন (Dr. Allan Brown)।

- সে সেটাই করে যা সে ঘৃণা করে (৭:১৫)।
- সে সেটাই করে যা সে করতে চায় না (৭:১৬)।
- সঠিক কাজ করার ইচ্ছা আছে, কিন্তু তা করার শক্তি নেই (৭:১৮)।
- পাপের আইন তার মনের আইনকে বাধা দেয় (৭:২৩)।
- সে পাপের আইনের কাছে বন্দী (৭:২৩)।
- সে একজন বিভক্ত ব্যক্তি: তাঁর অন্তর ঈশ্বরের সেবা করে, কিন্তু তাঁর মাংস পাপের আইনের পরিচর্যা করে (৭:২৫)।

একজন ব্যক্তি দুজন মনিবের সেবা করতে পারে না। একজন ব্যক্তি পাপ থেকে মুক্ত এবং পাপের দাস হয়তে পারে না। একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের দাস এবং পাপের দাস হতে পারে না। রোমীয় ৭:১৪-২৫ পদের ভাষা বা মূল বক্তব্য পাপের দাসত্ব থেকে বিশ্বাসীর উদ্ধার সম্পর্কে রোমীয় ৬ অধ্যায়ে দেওয়া বিবৃতিগুলি সরাসরিভাবে বিপরীত। সুতরাং, ৭:১৪-২৫ হল পাপ এবং ৭:১-১৩ পদে যে আইন শুরু হয়েছে তার সাথে একটি অবিশ্বাসীর সম্পর্কের বর্ণনার একটি ধারাবাহিকতা।

রোমীয় ৬ অধ্যায় একজন বিশ্বাসীর খ্রিষ্টের সাথে ক্রুশবিদ্ধকরণ এবং পুনরুত্থানের ফলে পাপের সাথে সেই ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। রোমীয় ৭ অধ্যায়টি নিম্নলিখিত বর্ণনা হিসেবে কাজ করে:

- আইনের সাথে একজন পাপীর সম্পর্ক।
- অন্তরে বসবাসকারী পাপ এবং আইনের পারস্পরিক সংযোগ।
- একজন পাপীর সংগ্রাম ঈশ্বরের আইনের চাহিদাগুলির কাছে জাগ্রত হয়, কিন্তু অন্তরে বসবাসকারী পাপের কাছে তার দাসত্বের কারণে সে নিজে নিজে আইনের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে অক্ষম।

রোমীয় ৭:১৪-২৫ পদের ব্যাখ্যা বিভিন্ন হতে পারে

দৃষ্টিভঙ্গি ১: কিছু পন্ডিতরা লিখেছেন যে পৌল **স্বাভাবিক খ্রিষ্টীয় জীবন** বর্ণনা করছেন। তারা দেখিয়েছেন যে ক্রিয়াপদের কালগুলি বর্তমানে রয়েছে, সেগুলি অতীত নয়; এবং তারা জোর দেন যে পৌলের দৃষ্টিতে, খ্রিষ্টীয় জীবনে একাধিক অমীমাংসিত সমস্যা রয়েছে।

দৃষ্টিভঙ্গি ২: অন্যান্য অনেক পন্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে পৌল মূলত মন-পরিবর্তনের আগে একজন ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করছেন, কারণ "পাপের কাছে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত" এবং "অনাত্মিক যে আমি"-এর মতো বাক্যাংশগুলি রোমীয় ৬ অধ্যায়ে এবং রোমীয় ৮ অধ্যায়ের একজন বিশ্বাসীর বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। রোমীয় ৬ অধ্যায় অনুসারে, বিশ্বাসী পাপের প্রতি মৃত, পাপ থেকে মুক্ত, এবং বিশ্বাসের দ্বারা দাবি করে এবং ঈশ্বরের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে পাপের উপর বিজয়ের জন্য খ্রিষ্টের মধ্যে স্বাধীনতা উপলব্ধ রয়েছে। রোমীয় ৮ অধ্যায় অনুসারে, যে ব্যক্তি মাংসে চলছে সে ঈশ্বরকে খুশি করতে পারে না এবং তার মধ্যে খ্রিষ্টের আত্মা বাস করে না।

এটি এই পাঠ্যক্রমের লেখকদের মতামত যে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি রোমীয়দের মধ্যে পৌলের যুক্তির প্রবাহের সাথে মানানসই এবং তার সামগ্রিক শিক্ষার সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রোমীয় ৭:১৪-২৫ পদে বর্ণিত ব্যক্তিটি সম্পর্কে প্রায়শই যে প্রশ্নগুলি উঠে আসে

এখানে কিছু প্রশ্ন তুলে ধরা হল যেগুলি সেইসব ব্যক্তিরা প্রায়শই করে থাকে যারা মনে করে রোমীয় ৭:১৪-২৫ পদে পৌল তার নিজের খ্রিষ্টীয় জীবন বর্ণনা করছেন।

প্রশ্ন ১: পৌলের বিবৃতি সম্পর্কে কী বলা যায় যে তিনি তার অভ্যন্তরীণ সত্তায় ঈশ্বরের আইনে আনন্দিত ছিলেন (রোমীয় ৭:২২)? একজন অবিশ্বাসী ফরীশী কি ঈশ্বরের আইনে আনন্দিত হতে পারে?

উত্তর: যেকোনো ফরীশীই বলতেন যে তার হৃদয় ঈশ্বরের আইনের জন্য আনন্দিত। তারা ঈশ্বরের আইন অধ্যয়নের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করে দিতেন এবং প্রতিদিন এটি অধ্যয়নের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতেন। পৌল নিজেকে আইনের প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে তা মানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা পৌলকে তার হৃদয়ের লোভী প্রকৃতি দেখিয়েছিলেন, তাকে তার প্রকৃত আত্মিক অবস্থার প্রতি জাগ্রত করেছিলেন, তখন পৌল দেখতে পান যে তার মনে সঠিক কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্যায় করে চলেছেন। আইন পৌলকে দেখিয়েছিল কীভাবে জীবন যাপন করতে হয়, কিন্তু আইন তাকে তা করার ক্ষমতা দেয়নি।

প্রশ্ন ২: রোমীয় ৭:১৪-২৫ পদে বর্তমান কালগুলির ব্যাখ্যা কী? পৌল লিখেছেন, "আমরা জানি যে বিধান আত্মিক, কিন্তু **আমি** অনাত্মিক, পাপের কাছে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত" (রোমীয় ৭:১৪)।

উত্তর: রোমীয় ৭:৭-১৩ পদে অতীত কাল থেকে রোমীয় ৭:১৪-২৫ পদে বর্তমানে কালে ক্রিয়াপদের কালের এই পরিবর্তন কোনোভাবেই তার সাক্ষ্যের আত্মজীবনীমূলক চরিত্রকে পরিবর্তন করে না। সেইসাথে ৭:১৪-২৪ পদের বর্তমান কালগুলিও কোনোভাবেই পৌলের বর্তমান অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করে না যে সময়টিতে তিনি একজন পরিণত খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রেরিত এবং প্রচারক হিসেবে রোমীয় পত্রটি লিখছেন। "ঐতিহাসিক" বা "নাটকীয়" বর্তমান কাল হল গ্রীক ভাষায় বর্তমান কালের একটি সুপরিচিত ব্যবহার যখন লেখক তার পাঠকদের কাছে অতীতের ঘটনা বা অভিজ্ঞতা পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। অতএব, পৌলের মন-পরিবর্তন হওয়ার আগে তার অতীতে কী সত্য ছিল তা স্পষ্ট করার জন্য বর্তমান কালের ব্যবহার এই ব্যাখ্যার দাবি করে না যে পৌল এখনো বর্তমান সময়ে পাপের দাসত্বের সাথে লড়াই করছেন। পৌল রোমীয় ৬ এবং রোমীয় ৮ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী পাপের দাসত্বের কাছে আবদ্ধ নয় (রোমীয় ৭:১৪)।

প্রশ্ন ৩: এই প্যাসেজটি এবং বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী তাদের জীবনে যে সংগ্রাম করে – তার মধ্যে সমান্তরাল কী রয়েছে?

উত্তর: একজন বিশ্বাসীর সংগ্রাম একজন মন্দ ব্যক্তির সংগ্রামের থেকে কিছুটা আলাদা। রোমীয় ৭:১৪- ২৫ পদে উল্লিখিত অনাত্মিক ব্যক্তি পাপ করা বন্ধ করতে পারে না। সে পাপের দাস। এটি একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনে কখন-সখন সংগ্রাম এবং ব্যর্থতা থাকতে পারে, কিন্তু তার জীবন পাপের আইন এবং মৃত্যুর আইনের দাসত্ব নয়। খ্রিষ্টবিশ্বাসী খ্রিষ্টের সাথে ঐক্যবদ্ধ এবং অন্তঃস্থিত পাপের ক্ষমতায় থেকে মুক্ত (রোমীয় ৬:১-১০)।

উপসংহার: রোমীয় ৭:১৪-২৫ পদের দুর্ভাগ্যপূর্ণ মানুষকে ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য সংগ্রামরত একজন আন্তরিক ফরীশীর মতো মনে হয়। একজন ব্যক্তি পাপের দাস থাকা অবস্থায় পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে না। একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের দাস এবং পাপের দাস হতে পারে না, কারণ যিশু বলেছেন, "কেউই দুজন মনিবের সেবা করতে পারে না" (মথি ৬:২৪, লূক ১৬:১৩)। রোমীয় ৭:১৪-২৫ হল একজন অরূপান্তরিত ব্যক্তির পাপের সাথে এবং মোশির আইনের সাথে সম্পর্কের বর্ণনার ধারাবাহিকতা যা রোমীয় ৭:৭-১৩ পদে শুরু হয়েছিল।

► রোমীয় ৭ অধ্যায়ে উল্লিখিত ব্যক্তিটির পরিচয়ের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করুন, প্রদত্ত বিশদ বিবরণ এবং ব্যাখ্যাগুলি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করুন।

সুসমাচার প্রচারের কাজে আইনের ব্যবহার

রোমীয় ৭:৭ পদে প্রেরিত আমাদের বলেন যে আইন পাপকে প্রকাশ করে। আইন সুসমাচার প্রচারের জন্য উপযোগী, কারণ একজন ব্যক্তি তার পরিত্রাণের প্রয়োজন তখনই দেখতে পায় যখন সে বুঝতে পারে যে সে ঈশ্বরের আইন দ্বারা দোষীসাব্যস্ত। মন্ডলীর ইতিহাস জুড়ে, সবচেয়ে কার্যকর সুসমাচার প্রচারকেরা ঈশ্বরের আইন ব্যবহার করেছেন যা অবিশ্বাসীদের পরিত্রাণের আকাঙ্খা করতে বাধ্য করেছে।

নিম্নলিখিত উক্তিগুলি দেখায় সুসমাচার প্রচারকেরা আইনের ব্যবহার সম্পর্কে কী বলেছেন।

► এক এক করে উক্তিগুলি পড়ুন এবং গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্যে সেগুলি ব্যাখ্যা করুন।

চার্লস স্পার্জিয়ন (Charles Spurgeon) বলেছেন,[46]

> আইন-ব্যবস্থা অপসারণ করে আপনি পাপ দূর করেছেন, কারণ পাপ হল আইন-ব্যবস্থা লঙ্ঘন; এবং যেখানে কোনো আইন নেই, সেখানে কোনো লঙ্ঘন নেই। আপনি যখন পাপ দূর করে ফেলেছেন, তখন আপনি হয়ত ত্রাণকর্তা এবং পরিত্রাণকেও দূর করেছেন, কারণ এগুলির কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি যখন পাপকে ন্যূনতম করে ফেলেছেন, তখন সেই মহান এবং মহিমান্বিত পরিত্রাণের কী প্রয়োজন আছে যা আনার জন্য যিশু খ্রিষ্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন?
>
> তারা কখনোই অনুগ্রহ গ্রহণ করবে না যতক্ষণ না তারা একটি ন্যায্য ও পবিত্র আইনের সামনে কম্পিত হচ্ছে; অতএব, আইন একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং আশীর্বাদপূর্ণ উদ্দেশ্য পরিবেশন করে।[47]

চার্লস ফিনি (Charles Finney) বলেছেন,[48]

> কেউ বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে বা গ্রহণ করতে পারে না যতক্ষণ না সে তার শাস্তির সত্যতা এবং ন্যায়বিচার দেখতে পায় এবং অনুভব করে।
>
> আইনের আত্মিকতা বিবেকের উপর নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করা উচিত যতক্ষণ না পাপীর স্ব-ধার্মিকতা বিনষ্ট হয়, এবং সে একজন পবিত্র ঈশ্বরের সামনে নির্বাকভাবে দাঁড়ায় এবং আত্ম-দণ্ডাজ্ঞার মুখোমুখি হয়।
>
> আইন যেন সর্বদাই সুসমাচারের পথ প্রস্তুত করে। আত্মাদের নির্দেশনা দেওয়ার কাজে এটিকে এড়িয়ে গেলে তার ফলাফল হবে মিথ্যা আশা, খ্রিষ্টীয় অভিজ্ঞতার একটি মিথ্যা মান তুলে ধরা, এবং ভুয়ো মন-পরিবর্তনকারীদের দিয়ে মন্ডলী ভরিয়ে তোলা।[49]

মার্টিন লুথার (Martin Luther) বলেছেন,[50]

---

[46] ১৮০০-এর দশকে স্পার্জিয়ন ছিলেন ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক।

[47] Charles Spurgeon, "The Perpetuity of the Law of God"

[48] ফিনি ১৮০০-এর দশকে আমেরিকায় একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। সেই শতাব্দীতে অন্য যেকোনো প্রচারকের তুলনায় তার মাধ্যমে বেশি মানুষ মন-পরিবর্তন করেছিল।

[49] Charles Finney, "How to Win Souls"

[50] মার্টিন লুথার ছিলেন জার্মানির সংস্কারক, যিনি বাইবেলের সুসমাচার পুনঃআবিষ্কার করেছিলেন, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

কিন্তু শয়তান... এমন একটি দল গড়ে তুলেছে যারা শিক্ষা দেয় যে দশ আজ্ঞা মন্ডলী থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত, এবং মানুষের আইন সম্পর্কে আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়, বরং খ্রিষ্টের অনুগ্রহের প্রচারের মাধ্যমে মৃদুভাবে পরামর্শ দেওয়া উচিত।[51]

জন বানিয়ান (John Bunyan) বলেছেন,[52]

যতদিন মানুষ আইনের প্রকৃতি এবং এর অধীন থাকা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে - অর্থাৎ, এটির বিরুদ্ধে তাদের পাপের কারণে এটির অভিশাপ ও শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতার অধীনে থাকবে, - ততদিন তারা সুসমাচারের সত্য জ্ঞানের অনুসন্ধানে গাফিলতি এবং অবহেলা করবে।

যে ব্যক্তি আইন জানে না, সে সত্যিই জানে না যে সে একজন পাপী, সে জানে না যে পরিত্রাণের জন্য একজন পরিত্রাতা আছেন।[53]

জোনাথন এডওয়ার্ডস (Jonathan Edwards) বলেছেন,[54]

আমরা পাপ করছি কিনা তা জানার একমাত্র উপায় হল তাঁর নৈতিক আইন জানা।[55]

উইলিয়াম নিউয়েল (William Newell) পদের "কালভেরীতে" ["At Calvary"[56]] গানটি থেকে পাই,

ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা অবশেষে আমি আমার পাপ শিখেছি;

তারপর আমি যে আইন প্রত্যাখ্যান করেছিলাম তাতে আমি শিহরিত হয়েছি,

যতক্ষণ না আমার অপরাধী আত্মা অনুনয় করে কালভেরীর দিকে ফিরে গিয়েছিল।

জন ওয়েসলি (John Wesley) বলেছেন,[57]

তাহলে, পাপীকে হত্যা করা হল আইনের প্রথম ব্যবহার; অর্থাৎ, সে যে জীবন ও শক্তির উপর আস্থা রাখে সেই জীবন ও শক্তিকে ধ্বংস করা এবং তাকে বোঝানো যে সে কেবল মৃত্যুদণ্ডের অধীন নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাছে মৃত, তার কোন আত্মিক জীবন নেই, অপরাধ ও পাপে মৃত (ইফিষীয় ২:১)। এটির দ্বিতীয় ব্যবহার হল তাকে খ্রিষ্টের কাছে জীবিত করা, যাতে সে বেঁচে থাকতে পারে।

---

[51] Martin Luther, in the preface to his *Commentary on Galatians.*

[52] "যাত্রিকের গতি" (Pilgrim's Progress)-র লেখক বানিয়ান ছিলেন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের স্বর্গে যাত্রা সম্পর্কে লেখা সর্বাধিক প্রকাশিত পুস্তক।

[53] John Bunyan, *The Doctrine of the Law and Grace Unfolded*

[54] এডওয়ার্ডস ছিলেন একজন ঈশতত্ত্ববিদ এবং আমেরিকার প্রথম মহান জাগরণের (First Great Awakening) প্রচারক, যেখানে হাজার হাজার মানুষ তার মাধ্যমে মন-পরিবর্তন করেছিল।

[55] Jonathan Edwards, "Christian Cautions: The Necessity of Self-Examination"

[56] এটি বিশ্বজুড়ে সর্বাধিক ব্যবহৃত খ্রিষ্টীয় সংগীতগুলির মধ্যে একটি।

[57] ওয়েসলি সুসমাচার প্রচার করেছিলেন ও তার ধর্মান্তরিতদের, এবং প্রচারকদের ধর্মান্তরিতরা যারা তাকে সাহায্য করেছিল, তাদের সংগঠিত করেছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার আগে, ইংল্যান্ডে তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৯,০০০ এবং আমেরিকায় ৪০,০০০।

ঈশ্বরের অনুগ্রহের এই মহান উপকরণটি [আইন] সম্পর্কে হালকাভাবে ভাববেন না বা কথা বলবেন না। পরিবর্তে, এটি যাঁর কাছ থেকে এসেছে এবং যাঁর কাছে এটি নিয়ে যায় তাঁর জন্য এটিকে ভালবাসুন এবং মূল্য দিন।[58]

► যারা তাদের পাপকে গুরুতর বলে মনে করে না, তাদের কাছে যদি প্রচারকেরা কেবল ঈশ্বরের প্রেম এবং ক্ষমার কথা বলেন, তাহলে ফলস্বরূপ কী সমস্যা হবে?

৭ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) পুরাতন নিয়মের আনুষ্ঠানিক এবং নাগরিক আইনগুলির এখনো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করুন।

(২) আইনের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ কী?

(৩) *মাংসে* কথাটির দুটি ব্যবহার কী কী?

(৪) কীভাবে আইন পাপকে আরো খারাপ করে তোলে?

(৫) কেন সুসমাচার প্রচারের জন্য আইন গুরুত্বপূর্ণ?

৭ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

পুরাতন নিয়মের যে আইনগুলি এই পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ছাড়া অন্যান্য পুরাতন নিয়মের আইনের উদাহরণ একটি পাতার মধ্যে লিখুন। ব্যাখ্যা করুন সেগুলি আনুষ্ঠানিক, নাগরিক, নাকি নৈতিক; ব্যাখ্যা করুন কীভাবে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সেগুলিকে বর্তমান সময়ে প্রয়োগ করতে পারে।

[58] John Wesley, "The Origin, Properties, and Use of God's Law" থেকে ভাষান্তরিত।

পাঠ ৮
পবিত্র আত্মায় জীবন

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৪র্থ পর্ব, ৩ নং প্যাসেজ

এই পাঠে আমরা রোমীয় পুস্তকের ৪র্থ পর্ব অধ্যয়ন করতে থাকব। আমরা রোমীয় ৬ অধ্যায়ে (পাপের উপর বিজয় সম্পর্কে) এবং রোমীয় ৭ অধ্যায়ে (দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত পাপী সম্পর্কে) অধ্যয়ন করেছি। এই পাঠে আমরা রোমীয় ৮ অধ্যায়টি অধ্যয়ন করব, যেটি জগতের কঠিন পরিস্থিতিতে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনকে বর্ণনা করে।

৮অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট

যদিও একজন বিশ্বাসী একটি পতিত জগতে বাস করে, সেটির অবস্থা এবং তার নিজের দুর্বলতা থেকে ফল ভোগ করছে, তবুও পবিত্র আত্মা তাকে পাপ এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে বিজয় দান করেন।

৮অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়টি ট্রিনিটি বা ত্রিত্ত্বের তিন ব্যক্তির প্রত্যেককে কয়েকবার উল্লেখ করেছে। তিনটি সত্তাই আমাদের বর্তমান এবং চূড়ান্ত পরিত্রাণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমরা মাংসের উপর বিজয়ী হয়ে বাঁচতে পারি, পরিত্রাণের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা উপভোগ করতে পারি, পতিত সৃষ্টিতে বিভিন্ন পরিস্থিতি সহ্য করতে পারি, আমাদের নিজস্ব উপলব্ধির বাইরে আত্মিক সাহায্য দ্বারা প্রার্থনা করতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের পরিত্রাণের সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি।

৮:১-১৩ অনুচ্ছেদটির শিরোনাম হতে পারে *"আর মাংসের অধীনে নয়।"*

৮:১-১৩ পদের ভূমিকা

যারা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নয় তারা হল সেইসকল ব্যক্তি যারা আর মাংসকে অনুসরণ করে না। মাংসে থাকা মানে নিছক মানুষ হওয়া নয়, বরং পতিত প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে থাকা।[59]

মাংসে থাকা হল পরিত্রাণ পাওয়ার বিপরীত। মাংসিকভাব হল মৃত্যু (৮:৬) এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা (৮:৭)। মাংসে থাকা ব্যক্তি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না (৮:৮) এবং তার মৃত্যু হবে (৮:১৩)। *মাংসে থাকা* হল সেই একই অবস্থা যা ৭:৭-২৫ পদে বর্ণনা করা হয়েছে (৭:১৪, ১৮, ২৫ দেখুন)।

৮:১২-১৩ হল উপসংহার। আমাদের অবশ্যই মাংসের দ্বারা জীবন যাপন করা উচিত নয়, কারণ যে ব্যক্তি মাংসের দ্বারা জীবন যাপন করে সে মারা যাবে, এর অর্থ হল ঈশ্বরের বিচার গ্রহণ করা (১:১৭ দেখুন)। দেহের পাপকর্মকে ধ্বংস করতে হবে। যেহেতু মাংস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি যিশুর অনুসরণকারী নয়, তাই পাপকে অবশ্যই আত্মার শক্তি দ্বারা সমাপ্ত হতে হবে।

---

[59] এই অনুচ্ছেদটি বোঝার জন্য ৭ নং পাঠের 'মাংসিক/জাগতিকতার সংজ্ঞা' বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

▶ একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৮:১-১৩ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(৮:১) যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মাকে অনুসরণ করে চলে সে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নয়। যে ব্যক্তি মাংসকে অনুসরণ করে সে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এবং সে খ্রিষ্টে নেই।

(৮:২) জীবনে আত্মার আইন বা বিধান হল ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুগ্রহ দ্বারা গৃহীত এবং আত্মিক জীবনের অধিকারী হয়েছে। পাপ এবং মৃত্যুর আইন হল যে ব্যক্তির আইন দ্বারা বিচার হবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

(৮:৩) আইন চাহিদাগুলি প্রদান করেছিল; এটি শক্তি প্রদান করেনি। অবিশ্বাসী ব্যক্তি আইন পালনে সক্ষম ছিল না; অতএব, আইনের পক্ষে পরিত্রাণের উপায় হওয়া অসম্ভব ছিল। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকেও একজন উদ্ধারকারী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

(৮:৪) আমরা ঈশ্বরের আইন ভুলে যাই না, কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা এটি মেনে চলি।

(৮:৫) প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসরণ করে। যদি সে আত্মিক জীবন গ্রহণ না করে থাকে, তাহলে সে মাংস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(৮:৬) পাপময় প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার অর্থ হল দণ্ডাজ্ঞার অধীনে থাকা। এর বিকল্প হল পবিত্র আত্মায় চলা, ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চলা। পাপের অনুসরণ অব্যাহত রেখে চলাকালীন ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো বিকল্প বা অপশন এইক্ষেত্রে নেই।

> “মানুষ যা বাহ্যিক, দৃশ্যমান, বস্তুগত এবং অগভীর সে বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ঈশ্বরের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল আমাদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মার এক গভীর, অভ্যন্তরীণ, গোপন কাজ।“
> - জন আর.ডব্লিউ. স্টট
> (John R.W. Stott, *The Message of Romans: God's Good News for the World*)

(৮:৭-৮) মাংসিক প্রকৃতিযুক্ত একজন ব্যক্তি সাধারণত ঈশ্বরের একজন শত্রু, কারণ যতক্ষণ সে পাপময় প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত ততক্ষণ সে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে সে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

▶ যে ব্যক্তি মাংসে আছে তার বর্ণনার কিছু বিবরণ তালিকাভুক্ত করুন।

(৮:৯) *মাংসে থাকা* কথাটির অর্থ হল একটি পতিত, পাপময় প্রকৃতির অধীনে থাকা। বিশ্বাসী আর কোনোমতেই মাংসের অধীনে নয়। তার কাছে তবুও মাংসের অভিলাষ থাকবে, কিন্তু সে এটির অধীনে নেই, এবং প্রলোভনকে প্রতিরোধ করার শক্তি তার কাছে আছে। এই পদটি আমাদেরকে বলে যে এই শক্তিটি আছে, কারণ ঈশ্বরের আত্মা আছেন। একজন ব্যক্তি যদি পাপের উপর বিজয় লাভ না করে তাহলে তার কখনোই দাবি করা উচিত নয় যে সে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত এবং অভিষিক্ত।

(৮:১০-১১) মানবদেহ এখনো আদমের পাপের দ্বারা এবং আমাদের নিজেদের অতীত পাপগুলির দ্বারা প্রভাবিত। অতএব, এটি আকাঙ্খাগুলি ভুল দিকে যেতে পারে। আমাদেরকে পরিচালনা করার জন্য আমরা আমাদের দেহের আকাঙ্খাগুলিকে বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু সেই একই শক্তি যা যিশুকে জীবন দিয়েছিল

> “নিয়ন্ত্রিত একটি ভাল ক্ষুধা সুস্বাস্থ্য এবং কার্যকারিতার প্রসার ঘটায়। সেই একই ক্ষুধা, সমগ্র ব্যক্তিকে দাস করে জীবন শাসন করে, দাসত্ব ও পাপ নিয়ে আসে।“
> - উইলবার ডেটন (Wilbur Dayton)

তা আমাদের মধ্যেও কার্যকর এবং আমাদেরকে জীবন দেয় যাতে আমাদের দেহ ঈশ্বরের অনুগত হয়। দেহের দুর্বলতা পাপের কোনো অজুহাত নয়, কারণ ঈশ্বরের শক্তি মহান।

(৮:১২-১৩) মাংসকে অনুসরণ করা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। পবিত্র আত্মা দ্বারা আমরা দেহের পাপময় কাজগুলিকে ধ্বংস করি, সেগুলিকে সমাপ্ত করি। কেবল যারা এটি করে তারাই বেঁচে থাকে – তারা ঈশ্বরের বিচার থেকে রক্ষা পায়। এখানে এমন কোনো ব্যক্তির ধারণা নেই যে পাপ করা চালিয়ে যাওয়ার সময়ে ঈশ্বরের দ্বারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় এবং গৃহীত হয়।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের আইন

কেউ কেউ বলে যে খ্রিষ্টীয় জীবন যাপনের সাথে ঈশ্বরের আইনের কোনো সম্পর্ক বা প্রাসঙ্গিকতা নেই। তারা বলে থাকে, "আপনার কাজ নিয়ে ঈশ্বর পরোয়া করেন না," এবং "আপনি যখন স্বর্গে যাবেন তখন আপনার কাজের মূল্য থাকবে না।" তাদের ভাবনা-চিন্তায়, বাধ্যতার জায়গা নেয় অনুগ্রহ। কিন্তু পৌল বলেছেন, "তাহলে আমরা কি এই বিশ্বাসের দ্বারা বিধানকে বাতিল করি? না, আদৌ তা নয়! বরং, আমরা বিধানকে প্রতিষ্ঠা করছি" (রোমীয় ৩:৩১)। যদি আমরা এমন কোনো সুসমাচারের শিক্ষা দিয়ে থাকি যা আইন বা বিধানকে গুরুত্বহীন হিসেবে দেখায়, তাহলে এটি সেই সুসমাচার নয় যা পৌল প্রচার করেছেন।

পৌল যে আইনের কথা বলেছেন তা কেবল মোশির মাধ্যমে ঈশ্বরের ইস্রায়েলকে দেওয়া একগুচ্ছ আইন নয়। মোশির আইন (law of Moses) ছিল একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রয়োগ। এর অনেক বিবরণ একইভাবে সমস্ত স্থান এবং সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয়, বিশেষ করে একটি জাতি হিসেবে ইস্রায়েলকে দেওয়া অনুষ্ঠান এবং আইনসমূহ। কিন্তু মোশির আইনের নীতি বা চিরন্তন সত্যগুলি এখনো প্রযোজ্য, কারণ ঈশ্বরের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না।

সাধারণভাবে, ঈশ্বরের আইন হল যা তিনি মানুষের কাছ থেকে চান। আইন পবিত্র, ন্যায়সংগত এবং কল্যাণকর (৭:১২), কারণ এটি ঈশ্বরের প্রকৃতি থেকে আসে। আইন হল আত্মিক (৭:১৪)।

আইনের ধার্মিকতা তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ হয় যারা মাংসের পরিবর্তে পবিত্র আত্মা অনুযায়ী চলে (৮:৪) কারণ তারা ঈশ্বরের আনুগত্যে জীবন যাপন করে।

বাইবেল ঈশ্বরের আইন বা বিধান সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি প্রকাশ করে:

১। আইনের প্রতি আনুগত্য হৃদয়ে পরিপূর্ণ প্রেমের একটি প্রকাশ হওয়া উচিত (মথি ২২:৩৭-৪০)।

২। ঈশ্বরের নির্দিষ্ট আজ্ঞাগুলির উদ্দেশ্য হল একটি শুচিশুদ্ধ হৃদয়, সৎ বিবেক, এবং অকপট বিশ্বাস থেকে প্রেমের প্রয়োজনীয়তা দেখানো (১ তিমথি ১:৫)। প্রেমের উদ্দেশ্য ব্যতীত একজন ব্যক্তির পক্ষে সত্যিই ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব, তাই অবাধ্যতা প্রেমের অভাব দেখায়।

৩। এই প্রেম যে ব্যক্তির মধ্যে আছে সে সম্পূর্ণ আইন পরিপূর্ণ করে; যার অর্থ হল ঈশ্বর মানুষের থেকে যা চান তা সে সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে (রোমীয় ১৩:৮-১০)। তাই, সম্পূর্ণ প্রেম থাকার অর্থ হল সম্পূর্ণ আনুগত্য বা বাধ্যতায় থাকা।

৪। প্রেম আনুগত্যে প্রকাশিত হয় (১ যোহন ৫:২-৩)। প্রেম কেবল একটি সাধারণ অনুভূতি বা ঈশ্বরের কাছে নামমাত্র আনুগত্য নয়। প্রেম আনুগত্যের স্থান নেয় না, কিন্তু এটিকে প্রেরণা জোগায়।

৫। যিশু আইনব্যবস্থা লোপ বা বাতিল করতে আসেননি, এবং তিনি বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি অন্যদেরকে আইন লঙ্ঘন করতে শেখায়, তাহলে সে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে (মথি ৫:১৭-২০)।

সুসমাচারের জন্য আইনের সঠিক বোধগম্যতা প্রয়োজন, কারণ ঈশ্বরের আইন লঙ্ঘন করার জন্য লোকেরা চিরকালের জন্য দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত অনুতপ্ত হতে পারে না যতক্ষণ না সে পাপ এবং আইন সম্পর্কে ঈশ্বরের সাথে একমত হয়। কিছু মানুষ বুঝতে পারে যে একজন পাপী ঈশ্বরের আইন ভঙ্গ করার জন্য নরকের যোগ্য, তবুও তাদের অদ্ভুত ধারণা রয়েছে যে একজন ব্যক্তি বিশ্বাসী হওয়ার পরে ঈশ্বর আর আইনের পরোয়া করেন না।

আইন ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি নয়, কীভাবে ঈশ্বর চান, তা দেখানোর মাধ্যমে আইন একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনকে পরিচালিত করে।

► বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং ঈশ্বরের আইনকে ভালোবাসার মধ্যে সম্পর্কটি কী?

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৪র্থ পর্ব, ৩ নং প্যাসেজ

৮:১৪-২৭ পদের ভূমিকা

৮:১৪ পরবর্তী পদগুলিতে পরিত্রাণের নিশ্চয়তার (assurance of salvation) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে পূর্ববর্তী পদগুলোকে সংযুক্ত করে। ঈশ্বরের সন্তানদের পরিচয় হল যে তারা পবিত্র আত্মাকে অনুসরণ করে এবং মাংসের অনুসরণ এবং পাপে বসবাস করার পরিবর্তে বিজয়ে বাস করে।

৮:১৪-২৭ অনুচ্ছেদটির শিরোনাম হতে পারে “একটি পতিত জগতে পবিত্র আত্মার সাহায্য।”

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৮:১৪-২৭ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(৮:১৪) ঈশ্বরের সন্তানের পরিচয় হল যে সে পবিত্র আত্মাকে অনুসরণ করে এবং মাংসের অনুসরণ এবং পাপে বসবাস করার পরিবর্তে বিজয়ে বাস করে।

৮:১৪-১৭ পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রদত্ত পরিত্রাণের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা বর্ণনা করে।

(৮:১৫) বিশ্বাসী হিসেবে, আমাদের কখনোই আইনের ভয়ের অধীনে ফিরে আসা উচিত নয়। পরিবর্তে, আমরা অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণের নিশ্চয়তায় জীবন যাপন করি। আমরা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে দত্তক রূপে গৃহীত। খ্রিষ্টীয় আনুগত্য পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আইনের অধীনে ফিরে আসার বিষয় নয়, বরং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের বিষয়।

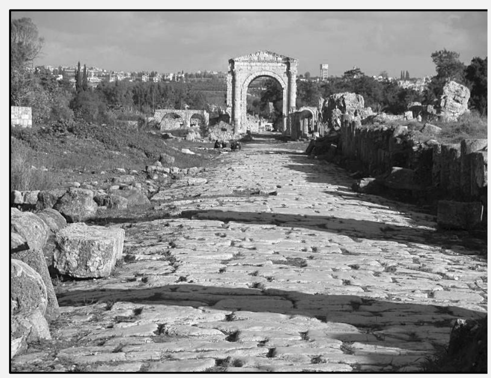

রোমীয় সড়ক

রোমীয়রা তাদের শাসন করা দেশগুলির মধ্য দিয়ে প্রধান রুটগুলির জন্য অনেক রাস্তা তৈরি করেছিল। নির্মাণের নকশা সেগুলিকে স্বচ্ছন্দময় ও দীর্ঘস্থায়ী করেছিল। রাস্তাগুলি ছিল রোমের সাথে একটি নেটওয়ার্কের অংশ, যার কারণ বলা হয়, “সব রাস্তা রোমের দিকে যায়” (“All roads lead to Rome”)।

(৮:১৬) এই পদটি এমনকিছু যা বর্ণনা করে যেটিকে সুসমাচারবাদী বিশ্বাসীরা "আত্মার সাক্ষ্য" বলে থাকেন। ঈশ্বরের আত্মা আমাদেরকে নিশ্চিত করে যে আমরা ঈশ্বরের সাথে প্রেমময়, অনুগত সম্পর্কের মধ্যে আছি এবং সাক্ষ্য দেয় যে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি। আমাদের নিজেদের আত্মা এই বাস্তবতাটির বিষয়ে সচেতন। ঈশ্বরের আত্মা এবং আমাদের আত্মার এই চুক্তি হল নিশ্চয়তার ভিত্তি যাতে আমরা সত্য বিশ্বাসী কিনা এই চিন্তা করে আমাদেরকে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে না হয়।

যে সমস্ত ধর্ম বা সম্প্রদায় পরিত্রাণের নিশ্চয়তার শিক্ষা দেয় না, তারা তাদের লোকেদের ভয়ের মধ্যে রাখে। মানুষ ভয় পায় যে তারা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট কিছু করেনি। সুসমাচার ভয় থেকে উদ্ধার করে, কারণ আমরা জানি যে আমরা ক্ষমা পেয়েছি। আমাদের আনুগত্য ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা লাভের একটি উপায় হিসেবে প্রয়োজনীয়তাগুলি পালন করার পরিবর্তে, ঈশ্বরকে খুশি করার উদ্দেশ্যে পবিত্র আত্মাকে অনুসরণ করে চলার উপর ভিত্তিশীল, যিনি ইতিমধ্যেই আমাদের গ্রহণ করেছেন।

যে কারণে আমরা জানতে পারি যে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি তা হল আমরা ঈশ্বরের সাথে একটি অনুগত সম্পর্কের মধ্যে রয়েছি এবং এটি যে সত্য সেই বিষয়ে আমাদের কাছে পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য রয়েছে (পরিত্রাণের নিশ্চয়তার শাস্ত্রীয় ভিত্তির জন্য ১ যোহন ২:৩, ২৯; ১ যোহন ৩:১৪, ১৮-২১, ২৪ দেখুন।) [60]

► যে ব্যক্তি নিশ্চিত নয় যে সে পরিত্রাণ পেয়েছে তাকে আপনি কি পরামর্শ দেবেন?

(৮:১৭-১৮) আমরা খ্রিষ্টের সাথে ঈশ্বরের গৌরব ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী হব। তিনি আমাদের মধ্যে যে মহৎ কাজগুলি করেছেন, আমাদের প্রকৃতিকে তিনি যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে পরিবর্তন করার মাধ্যমে তাঁর মহিমা আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে। আমরা অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হব, যার অর্থ ঈশ্বরের জীবন যাপন করা। আমরা খ্রিষ্টের সাথে রাজত্ব করব। তবে, আমাদের সব সুযোগ-সুবিধা এখনই উপলব্ধ নয়। এখানে উল্লিখিত গৌরব এখনো ভবিষ্যতের বিষয়। ভোগান্তি এখন, আর শাসন পরে। তবে, ভবিষ্যতের গৌরব এতই মহান যে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের ভবিষ্যতের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৮:১৯-২৫ বিশ্বাসের দ্বারা ধৈর্যের বর্ণনা দেয় যখন আমরা অপেক্ষা করি যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে পুনরুদ্ধার করবেন।

(৮:১৯) সৃষ্ট সমস্তকিছুই সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে যখন ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের পরিপূর্ণভাবে মহিমান্বিত করবেন। সাধু যোহন বলেছেন যে আমরা এখনো দেখিনি স্বর্গে আমাদের রূপ কেমন হবে (১ যোহন ৩:২)।

(৮:২০-২১) প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই এখনো পাপের ফল ভোগ করছে। ঈশ্বর অভিশাপকে থাকতে দিয়েছেন এই আশায় যে পাপীরা পাপের ফল দেখে অনুতপ্ত হবে। সৃষ্ট জিনিসগুলি শেষ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করা হবে এবং ঈশ্বরের চূড়ান্ত পরিকল্পনা পূর্ণ করতে আনা হবে। এটি এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে না যারা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করে, অনুতাপ করতে অস্বীকার করে।

---

[60] ছবি: "roman road to arch" ৫ই জানুয়ারী, ২০১০ তারিখে Steven Damron দ্বারা তোলা, https://www.flickr.com/photos/97719890@N00/4249691365, licensed under CC BY 2.0, থেকে সংগৃহিত। মূল থেকে ডিস্যাটুরেটেড।

(৮:২২) পাপের অভিশাপ সমস্ত সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল (আদিপুস্তক ৩:১৭-১৯)। কাজ কষ্টসাধ্য। পতনের আগে ভূমি যেমনভাবে মানুষকে সাড়া দিত, তেমনভাবে সে আর সাড়া দেয় না। অসুস্থতা, বার্ধক্য, এবং মৃত্যু সমস্ত জীবিত প্রাণীর কাছে এসেছে।

(৮:২৩) এমনকি বিশ্বাসীরা এখনো শারীরিকভাবে পাপের ফল ভোগ করে কারণ তাদের দেহ পতনের আগের অবস্থাতে পুনরুদ্ধার করা হয়নি। আমাদের কাছে প্রথম অংশ হিসেবে পবিত্র আত্মা, একটি নমুনা এবং ঈশ্বরের চূড়ান্ত পুনরুদ্ধারের প্রমাণ রয়েছে। সৃষ্টির চূড়ান্ত, সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার হল অন্তিম বা চূড়ান্ত পরিত্রাণ। আমরা বলতে পারি যে আমরা ইতিমধ্যেই সংরক্ষিত হয়েছি, এবং তবুও অন্তিম পরিত্রাণের জন্য অপেক্ষা করছি৷

► আপনি এমন কোন কোন জিনিস বা বিষয় দেখতে পাচ্ছেন যেগুলি চিহ্নস্বরূপ দেখায় যে সৃষ্টি পাপের অধীনে শাপগ্রস্ত?

পাপীদের সাথে শয়তানের নীতি হল প্রথমে তার যথাসাধ্য সর্বোত্তমটি দেওয়া, তারপর আরো খারাপ এবং আরো খারাপ দিতে থাকা, তাদেরকে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করা যা সে পূরণ করতে পারবে না এবং নরকে সেটি শেষ হবে। ঈশ্বর আমাদের স্বর্গের একটি নমুনা দেন এবং পরে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠটি সংরক্ষণ করেন।

(৮:২৪-২৫) এই পদগুলি এই মতামতটি তৈরি করে যে আমরা সেইসব বিষয়ের জন্য অপেক্ষা করছি যা আমরা এখনো দেখিনি বা গ্রহণ করিনি।

দেহের পুনরুত্থান হল একটি গুরুত্বপূর্ণ খ্রিষ্টীয় মতবাদ, এবং এটির অস্বীকার পাপময় জীবন যাপনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। করিন্থীয় মন্ডলীতে কেউ কেউ এই পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল, এবং দু'টি বিপরীত চরম ফলাফল দেখা গিয়েছিল:

১। শারীরিক কামনাগুলিকে মন্দ ভেবে সেগুলিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে দমন করা

২। শারীরিক কামনাগুলিকে ক্ষতিহীন ভেবে সেগুলিকে উদাসীনভাবে প্রশ্রয় দেওয়া

কেউ কেউ মনে করত যে, যদি দেহকে মূল্যহীন ও মন্দ বলে পরিত্যাগ করা হয়, তবে সমস্ত শারীরিক কামনা হল পাপময়। এই যুক্তি অনুসরণ করে, তারা ব্রহ্মচর্য বা কৌমার্য (celibacy) পালনের সুপারিশ করেছিল। অন্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে যেহেতু দেহটি পরিত্যাগ করা হবে, তাই এটি এখন সমস্ত পাপপূর্ণ কামনায় লিপ্ত হতে পারে। উভয় পক্ষই চরম অখ্রিষ্টীয় । এই ভ্রান্তশিক্ষাগুলি (heresies) এবং অন্যান্য বিষয়গুলি আসে যখন মানুষ দেহের পুনরুত্থান অস্বীকার করে।

৮:২৬-২৭ পদ একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রার্থনায় পবিত্র আত্মার কাজ সম্বন্ধে বর্ণনা করে।

(৮:২৬-২৭) আমাদের পতিত অবস্থা আমাদের মানসিক এবং আত্মিক উপলব্ধিগুলিকে প্রভাবিত করে। আমরা সম্পূর্ণভাবে আত্মিক বাস্তবতাগুলি বুঝতে পারি না। আমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি না ঈশ্বর এই জগতে কী করতে চান। যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমরা যা বলতে পারি না এমন শব্দ দিয়ে প্রার্থনা করার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা আমাদের দুর্বলতা পূরণ করে দেন। তিনি জানেন কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করতে হয়।

এই পদগুলি একটি অজানা ভাষায় বা পরভাষায় প্রার্থনা করার কথা বলে না। বিবৃতিটি হল, যে পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন কারণ আমরা তা করতে পারি না। এটি বলে না যে আমরা এটি কোনো অবোধ্য উপায়ে প্রার্থনা করি।

৮:২৮-৩৯ পদের ভূমিকা

এই প্যাসেজটি ব্যাখ্যা করে যে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় রয়েছে, এবং তিনি তাদের খ্রিষ্টীয় যাত্রা শেষ করার এবং খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার অনুগ্রহ দিতে চান। পৃথিবীতে বিদ্যমান কোনো অবস্থাই আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা করতে পারে না, কারণ তাঁর করুণা ও শক্তি মহান।

এই প্যাসেজটির শিরোনাম হতে পারে "বিশ্বাসীর আত্মিক নিরাপত্তা।"

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৮:২৮-৩৯ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(৮:২৮) "সব বিষয়ে" বাক্যাংশটি আমরা যা সমস্ত কিছু ভোগ করি তা অন্তর্ভুক্ত করে। এর মানে এই নয় যে ঈশ্বর পাপসহ যা কিছু ঘটতে পারে তা নির্ধারণ করেছেন। এর অর্থ এই যে, ঈশ্বর বিশ্বাসীদের জন্য সব কিছু থেকে ভালো ফল নিয়ে আসেন। ৮:৩৭ পদে সমস্ত ধরণের দুর্ভোগের তালিকা করার পরে, তিনি বলেছিলেন যে এই সমস্ত কিছুতে আমরা বিজয়ীর চেয়ে অনেক ওপরে। ঈশ্বর সেগুলিকে তাঁর উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করেন এবং সেগুলির মাধ্যমে আমাদের গড়ে তোলেন।

যা ঘটে সেই সবকিছুই ঈশ্বর আদেশ করেন না। তিনি স্বাধীন ইচ্ছাকে কাজ করার অনুমতি দেন, সত্যিকারের ঝুঁকি নেওয়ার অনুমতি দেন যা সুযোগসাপেক্ষ, এবং এমনকি পাপেকেও অনুমতি দেন। তবুও বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে, ঈশ্বর সমস্ত ঘটনা থেকে ভালো পরিনাম নিয়ে আসেন - এমনকি ক্ষতিকারক অভিপ্রায়ে সংঘটিত অন্যদের পাপ থেকেও।

(৮:২৯) আমরা জানি যে এই জগতের সবাই পরিত্রাণ পায়নি। অতএব, তিনি যাদের আগে থেকে জানতেন (foreknew) তারাই হল সেই ব্যক্তি যাদের সম্পর্কে তিনি নির্দিষ্ট কিছু জানতেন। আমরা রোমীয় পত্রের প্রেক্ষাপট থেকে জানি যে ঈশ্বর তাদেরকেই নির্বাচন করেন যারা বিশ্বাস করে। তিনি জানতেন কে বিশ্বাসের সাথে তাঁর পরিত্রাণের প্রস্তাবে সাড়া দেবে। (এছাড়াও ১১:২ এবং মন্তব্যগুলি দেখুন।) এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে তাঁর পূর্বজ্ঞান (foreknowledge) এই ক্রমটিতে পূর্বনির্ধারণের (predestination) আগে আসে। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের বাঁচানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। (ঈশ্বরের "জ্ঞান"-এর উদাহরণের জন্য গীত ১:৬, ১ করিন্থীয় ৮:৩, গালাতীয় ৪:৯, এবং ২ তিমথি ২:১৯ দেখুন)

তিনি তাদের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন যেন তারা খ্রিষ্টের মতো হয়ে ওঠে। তিনি যেমন আছেন তেমন হওয়ার অর্থ হল চারিত্রিক দিক থেকে আমাদেরকে খ্রিষ্টসাদৃশ্য (Christlike) করা হবে।

(৮:৩০) এটি হল ঈশ্বরের কাজ যা আমাদেরকে অনন্তকালীন পরিত্রাণের দিকে নিয়ে আসে। আমাদের সদিচ্ছা ছাড়া আর কোনোকিছুই আমাদের থেকে প্রত্যাশিত নয়।

(৮:৩১-৩২) এমন কোনো পরিস্থিতিই নেই যা ঈশ্বরের জন্য কঠিন হতে পারে। তিনি ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ ত্যাগস্বীকার করেছেন, তাই এখন তিনি আমাদের বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই দেবেন।

(৮:৩৩) কেউ আমাদের অতীতের পাপের জন্য আমাদের দোষী গণ্য করতে পারে না, কারণ সেগুলি ঈশ্বরের দেওয়া ধার্মিকগণনার দ্বারা মুছে ফেলা হয়েছে।

(৮:৩৫-৩৯) এটি এমন একটি অংশ যেটি যারা যিশুকে অনুসরণ করে, তাদের জন্য মহান আশা এবং সান্ত্বনার প্রস্তাব দেয়। কোনোকিছুই আমাদেরকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। পৌল বলছেন যে আমরা সেই সমস্তকিছু থেকে সুরক্ষিত যেগুলির আমরা এই জগতে সম্মুখীন হতে পারি। **বিশ্বাসীর নিরাপত্তা হল এই প্রতিজ্ঞা যে ঈশ্বর কখনো তাকে তার বিশ্বাসে অটল থাকার শক্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হবেন না এবং অন্য কোনো শক্তি তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরাতে পারবে না।**

► কীভাবে আপনি সেই উপায়গুলি ব্যাখ্যা করবেন যেগুলি দিয়ে ঈশ্বর একজন বিশ্বাসীকে বিশ্বাসসহ সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে সাহায্য করেন?

৮ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) কেন আইনের পক্ষে পরিত্রাণের উপায় হওয়া অসম্ভব ছিল?

(২) এই কথাটির অর্থ কী যে একজন বিশ্বাসী আর মাংসিক নয়?

(৩) কীভাবে আইন একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনকে পরিচালনা করে?

(৪) আত্মার সাক্ষ্য কী?

(৫) অন্তিম বা চূড়ান্ত পরিত্রাণ কী?

(৬) কোন সমস্যাগুলি দেখা যাবে যদি লোকেরা দেহের পুনরুত্থান অস্বীকার করে?

(৭) বিশ্বাসীর নিরাপত্তা কী?

৮ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

একটি পতিত জগতে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে জীবন যাপন করার অসুবিধাগুলি একটি পৃষ্ঠায় ব্যাখা করুন এবং পবিত্র আত্মা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য কী করেন তাও ব্যাখা করুন।

পাঠ ৯
ঈশ্বরের নির্বাচন

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৫ম পর্ব

রোমীয়দের পত্রটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে একজন ব্যক্তি পরিত্রাণ এবং আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বিশ্বাস দ্বারা প্রাপ্ত অনুগ্রহের উপর ভিত্তিশীল। এই বার্তাটি ইস্রায়েলের লোকদের ব্যাপারে প্রশ্ন জাগিয়েছিল। ঈশ্বর এবং ইস্রায়েলের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটেছিল? কীভাবে একজন ইহুদি ব্যক্তি পরিত্রাণ পেতে পারে? ঈশ্বরের কি এখনো ইস্রায়েলের জন্য একটি পরিকল্পনা আছে? এই অধ্যায়গুলি পৌলের সুসমাচারের বার্তার ব্যাখার সাথে সাথে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়।

বিচারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার

“কিন্তু ওহে মানুষ, তুমি কে যে ঈশ্বরের প্রতিবাদ করো?” (রোমীয় ৯:২০)। কেউ কেউ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার পরীক্ষা করার চেষ্টা করে এমন কোনো ব্যক্তিকে তিরস্কার করার জন্য এই পদটি ব্যবহার করেছেন। তারা বলে যে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার আমাদের চেয়ে এত উচ্চতর যে আমরা তা বুঝতে পারি না।

ন্যায়বিচারের এমন কোনো উচ্চস্তর আছে যেখানে কালো সাদা হয়ে যায় এবং মন্দ আসলে ভালো হয়? যদি একজন মানব বিচারক শিশুদের শাস্তি দেন, একইভাবে ভুল এবং ইচ্ছাকৃত অপরাধের বিচার করেন এবং যা তাঁরা প্রতিরোধ করতে পারেন না তার জন্য লোকেদের শাস্তি দেন, আমরা বলব না যে তিনি উচ্চতর স্তরের ন্যায়বিচার অনুসারে বিচার করছেন, বরং বলব তিনি অন্যায় করেছেন।

> “অনন্তকালীন ঈশ্বর হতে হলে তাঁকে অবশ্যই সমস্ত শয়তান, সমস্ত স্বর্গদূত এবং সমস্ত মানুষের সামনে অভিযোগের ঊর্ধ্বে দাঁড়াতে সক্ষম হতে হবে। কেউ তাকে অন্যায়ের জন্য [যথার্থই] অভিযুক্ত করতে সক্ষম হবে না।”
> আর. জি. ফ্লেক্সন
> (R.G. Flexon, *Rudiments of Romans*)

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার উচ্চতর কিন্তু আমাদের বিপরীত নয়। আমাদের ন্যায়বিচারের অনুভূতি তাঁর কাছ থেকে আসে এবং তাঁর মানদণ্ডের উপর ভিত্তিশীল। তিনি আমাদেরকে সেই একই অর্থে পবিত্র হতে আদেশ করেন যা প্রকাশ করে যে তিনি পবিত্র। যদি কখনো কখনো তাঁর কাজটি আমাদের কাছে অন্যায্য বলে মনে হয়ে থাকে, তার কারণ হল আমরা সমস্ত ঘটনা দেখতে পাই না, কারণ আমাদের মূল্যবোধগুলি খুব ক্ষণস্থায়ী এবং আমাদের উপলব্ধিগুলি আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা দ্বারা বিকৃত হয়।

ঈশ্বর কেবল ন্যায্য হওয়ার দাবি করেন না এবং তাঁর সৃষ্টিসমূহের কাছে তাঁর উপায় ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করেন না। পরিবর্তে, রোমীয় পুস্তক জোর দেয় যে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার দৃশ্যমান। যারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে তারা অজুহাতহীন (১:২০) কারণ তারা ঈশ্বর সম্পর্কে জানে। পাপীরা জানে যে তারা বিচারের যোগ্য (১:৩২)। রোমীয় ২ অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের বিচারের নিরপেক্ষতা এবং ধারাবাহিকতার উপর ভিত্তিশীল। প্রায়শ্চিত্তের কাজ হল যাতে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ হতে পারেন যদিও তিনি পাপীদের ন্যায়সঙ্গত করেন (৩:২৬)।

এটা স্পষ্ট যে ঈশ্বর আমাদের দেখতে চান যে তিনি ন্যায়পরায়ণ। এই কারণে, ঈশ্বর তাঁর পরিত্রাণের নীতিগুলি ব্যাখ্যা করেছেন, সেইসাথে এটিও ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন সেগুলি ন্যায়সঙ্গত। আমাদের পক্ষে প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের উপাসনা করা সম্ভব হবে না যদি না আমরা দেখতে পাই যে তিনি ন্যায়পরায়ণ। আমরা যদি বিশ্বাস না করি যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, তাহলে তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য হবে একজন অত্যাচারী বা ডাকাতের আনুগত্যের মতো।

অতএব, ঈশ্বর নিজেকে বিচারের সম্মুখীন করার অনুমতি দেন, অথবা এমনকি নিজেকেও সেখানে রাখেন (৩:৪)। তিনি আত্মবিশ্বাসী যে তাঁর কাজ সত্য ন্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঈশ্বরের কাজের একটি সৎ পরীক্ষা তাঁকে ধার্মিক এবং পাপীকে অপরাধী হিসেবে দেখাবে।

রোমীয় দুর্গ

এই দুর্গটি প্রাচীনকাল থেকেই রোমে রয়েছে।

► ঈশ্বরের কাজের ন্যায়বিচার বোঝা কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? আমরা কীভাবে জানি যে ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর ন্যায়বিচার বুঝতে পারি?

ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের একটি বাইবেলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি:

- ঈশ্বর লোকেদের পরিণতিসহ প্রকৃত পছন্দ নির্বাচন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন।
- ঈশ্বর মানুষের নির্ধারিত পছন্দে সাড়া দেন (রোমীয় ১:২৪, ২৬, ২৮)।
- যেকোনো ব্যক্তি যা কিছুই করুক, ঈশ্বর তাঁর চূড়ান্ত পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী এবং জ্ঞানী।

প্রত্যেক ব্যক্তি নির্ধারণ করে যে সে সুসমাচার গ্রহণ করবে কিনা এবং সেই ভিত্তিতেই সে পরিত্রাণ পায় বা প্রত্যাখ্যাত হয়। ঈশ্বর পরিত্রাণের প্রস্তাব দেন, মানুষকে তাদের দোষের উপলব্ধি প্রদান করেন, তাদেরকে অনুগ্রহের আকাঙ্খা দান করেন, এবং তাদেরকে বিশ্বাস করার ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি অবিশ্বাসীদের অনুতপ্ত করতে প্ররোচিত করার জন্য বার্তাবাহকদের পাঠান। কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যক্তি পরিত্রাণের বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নেয়।[61]

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৫ম পর্ব, ১ নং প্যাসেজ

৯ অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট

ঈশ্বর পরিত্রাণের পথ নির্ধারণ করেছেন, এবং অন্য কোনো উপায়ে কেউ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না।

৯ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়টি প্রায়শই এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে ঈশ্বর এমন একটি ভিত্তিতে কে রক্ষা পাবে এবং কে হারিয়ে যাবে তা বেছে নেন যা আমরা জানতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে, মূল বিষয় হল যে ঈশ্বর পরিত্রাণের পথ নির্ধারণ করেছেন, এবং অন্য কোনো উপায়ে কেউ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। তাঁর সার্বভৌমত্ব কোনো মাপকাঠি ছাড়াই কিছু লোককে বেছে নেওয়া এবং

---

[61] ছবি: “Porta San Paolo front”, by Joris, March 1, 2005, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porta_San_Paolo_front.JPG, পাবলিক ডোমেইন থেকে সংগৃহিত।

অন্যদের প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা প্রদর্শিত হয় না। তাঁর সার্বভৌমত্ব তাঁর মানদণ্ড নির্ধারণের দ্বারা প্রদর্শিত হয় – যা হল পরিত্রাণের পদ্ধতির পরিকল্পনা।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৯:১-৫ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(৯:১-৩) পৌল ইস্রায়েলের জন্য বেদনাদায়ক শোক প্রকাশ করেছিলেন কারণ তারা আত্মিকভাবে হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদের ভাই [ভাইবোন] বলে উল্লেখ করেছেন। পৌল ইহুদিদের ধর্মে পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাদের পন্ডিতদের সম্মান করতেন। তিনি এটা বুঝতে পেরে দুঃখিত হয়েছিলেন যে বেশিরভাগ ইহুদী শিক্ষক এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবং সেইসব লোক যাদের তিনি পরিচর্যা করেছিলেন তাদের বেশিরভাগই খ্রিষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

(৯:৪-৫) ইস্রায়েল মহান আত্মিক সুবিধাসম্পন্ন একটি জাতি ছিল।

- তারা প্রথমে ঈশ্বরকে তাদের পিতা হিসেবে পেয়েছিল।
- তারা প্রথমে ঈশ্বরের প্রকাশিত মহিমা দেখেছিল।
- তাদের কাছে
    - তাঁর আশীর্বাদের শর্ত হিসেবে চুক্তিগুলি ছিল।
    - বিধান ছিল।
    - উপাসনার পদ্ধতি ছিল।
    - চূড়ান্ত পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞাসমূহ ছিল।
- পিতৃপুরুষেরা ইহুদি ছিল।
- যিশু একজন ইহুদি হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পৌল আগে ৩:২-১-এ বলেছেন যে ইহুদিদের মহান সুযোগ-সুবিধা ছিল।

ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টবিশ্বাসের শিকড়

ইহুদি ধর্মকে খ্রিষ্টবিশ্বাসের শিকড় বলা যেতেই পারে। এমনকি এখনো খ্রিষ্টবিশ্বাসের সাথে ইহুদি ধর্মের অন্য যেকোনো ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি মিল আছে। খ্রিষ্টকে প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত ইহুদি ধর্ম মিথ্যা ধর্মে পরিণত হয়নি।

খ্রিষ্টবিশ্বাস এবং ইহুদি ধর্মের মধ্যে কিছু সংযোগ এখানে তালিকাভুক্ত করা হল:

১। খ্রিষ্টবিশ্বাসী এবং ইহুদি ধর্ম অনুসরণকারীরা সেই একই ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং ঈশ্বরের থেকে সুস্পষ্ট প্রকাশ লাভ করেছে।

২। ইহুদি ধর্ম খ্রিষ্টবিশ্বাসের তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। ইস্রায়েল একেশ্বরবাদী ছিল এবং এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল যিনি চিরস্থায়ী, নিষ্কলঙ্ক এবং পবিত্র। ঈশ্বর সবকিছুই ভালো সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মন্দ ও দুঃখকষ্ট এসেছে পাপের কারণে। মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে একটি বিশেষ সৃষ্টি, এবং সে মুক্তি পাওয়ার পরে একটি মহিমান্বিত ভবিষ্যতের অধিকারী। আমরা এই সত্যগুলি অনুমান করি, কিন্তু সেগুলি প্রাচীন ইস্রায়েলের চারপাশের সমস্ত ধর্মের সাথে বিপরীত ছিল। এই সত্যগুলি প্রথম ইস্রায়েলের কাছেই প্রকাশিত হয়েছিল।

৩। খ্রিষ্টবিশ্বাসী এবং ইহুদি ধর্ম অনুসরণকারীরা শাস্ত্র হিসেবে পুরাতন নিয়মকে গ্রহণ করে, কিন্তু ইহুদি ধর্ম অনুসরণকারীরা নতুন নিয়মকে গ্রহণ করে না।

৪। খ্রিষ্টবিশ্বাসের প্রবর্তক যিশু একজন ইহুদি ছিলেন এবং তাঁর লোকদের ধর্মকে নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি এর প্রকৃত অগ্রাধিকারগুলি বর্ণনা করেছিলেন এবং ফরীশীদের বিকৃতির নিন্দা করেছিলেন। তিনি একটি নতুন ধর্ম শুরু করার দাবি করেননি কিন্তু পুরনোটি পূরণ করেছিলেন।

৫। ইহুদি ধর্মের মূল ছিল মশীহের আশা। প্রথম খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা ছিল সেই ইহুদি যারা বিশ্বাস করত যে যিশু হলেন ইহুদি মশীহ।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৫ম পর্ব, ১ নং প্যাসেজ

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৯:৬-১৬ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(৯:৬-৯) তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে পরিত্রাণ দেওয়া হয়েছে; ঈশ্বরের বাক্যের প্রভাব আছে। ঈশ্বরের লোকেরা কেবল তারা নয় যারা অব্রাহামের জৈবিক বংশধর। তারা হল সেই লোক যারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে পরিত্রাণ পায়।

ঈশ্বর অব্রাহামকে বেছে নেওয়ার সময় থেকে এইভাবেই পরিত্রাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনা, যা ইসাহাকের মাধ্যমে অব্যাহত ছিল, তা আসলে বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঈশ্বরের একটি কাজ ছিল। পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পদ্ধতি হল প্রতিশ্রুতি, তারপর বিশ্বাস, তারপর অলৌকিক কাজ। ইসাহাকের জন্ম একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল।

ইসমাইল প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অলৌকিকভাবে নয়, এবং ঈশ্বর তাঁকে পরিত্রাণের পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করেননি। একই নীতি দ্বারা, ঈশ্বর পরিত্রাণের জন্য কাজ গ্রহণ করেন না। ইহুদিরা যারা কাজের দ্বারা পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিল তারা ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ঠিক যেমন ইসমাইলকে প্রতিশ্রুতির পুত্র হওয়া থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

► যাকোব এবং এষৌয়ের ঘটনাটি কী? কিছু লোক মনে করে যে এই পদগুলি বলে যে তাঁদের জন্মের আগে, ঈশ্বর বেছে নিয়েছিলেন তিনি কাকে রক্ষা করবেন। এই পদগুলি আসলে কী বলে?

(৯:১০-১৩) ঈশ্বর যখন এষৌর পরিবর্তে যাকোবকে বেছে নিয়েছিলেন, তখন তিনি কাকে বাঁচাতে চান তা বেছে নিচ্ছিলেন না। পরিত্রাণের পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য তিনি যাকে ব্যবহার করবেন তাকে বেছে নিয়েছিলেন। এই অধ্যায়ের মূল বিষয় হল: পরিত্রাণের উপায় নির্ধারণের জন্য ঈশ্বরের অধিকার। পুরাতন নিয়মে এষৌয়ের জীবনের রেকর্ড দেখায় যে তিনি প্রকৃত অর্থেই হৃদয় পরিবর্তন করেছিলেন এবং হয়তো রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি পরিত্রাণ থেকে প্রত্যাখ্যাত হননি কিন্তু নির্বাচিত জাতির পিতা এবং মশীহ হওয়া থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। *ঘৃণা করা* কথাটির সহজ অর্থ হল "অন্যের সাপেক্ষে প্রত্যাখ্যান করা," যেমন এটির অর্থ ছিল যখন যিশু বলেছিলেন যে তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্যের তুলনায় আমাদের বাবা ও মাকে অবশ্যই অপ্রিয় জ্ঞান করতে হবে (লূক ১৪:২৬)।

ঈশ্বর যাকোবকে তাঁর গুণের জন্য বেছে নেননি বা এষৌকে ব্যর্থতার জন্য প্রত্যাখ্যান করেননি। অংশটি প্রকাশ করেছে যে ঈশ্বর যখন তাঁর নির্বাচন সম্পন্ন করেছিলেন তখন তাঁরা কোনো ভালো বা মন্দ করেননি। অবশ্যই, ঈশ্বর তাঁদের ভবিষ্যৎ জানতেন। মূল বিষয়টি হল যে ঈশ্বর তাঁর নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাচন করেছিলেন।

► কিছু লোক বলে যে ৯:১৪-১৬ প্রমাণ করে যে ঈশ্বর কাদেরকে পরিত্রাণ দেবেন তা তিনি এমন কোনো কারণে নির্বাচন করেন যা আমরা জানি না। তারা বলে যে আমাদের কাজ এবং পছন্দ নির্ধারণ করে না যে আমরা পরিত্রাণ পাব কিনা। এই পদগুলি আসলে কী বলছে?

(৯:১৪-১৬) ঈশ্বর কাকে করুণা দেখাবেন তা তিনি নিজে বেছে নেন। তার মানে এই নয় যে তিনি এটা কোনো ভিত্তি ছাড়াই করেন বা এমন কোনো ভিত্তিতে করেন যা আমরা জানতে পারি না। ঈশ্বর তাঁর করুণার ভিত্তি দেখিয়েছেন: "দুষ্টলোক তার পথ, মন্দ ব্যক্তি তার চিন্তাধারা পরিত্যাগ করুক। সে সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তাহলে তিনি তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন, সে আমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুক, তাহলে তিনি অবাধে ক্ষমা করবেন" (যিশাইয় ৫৫:৭)।

তিনি স্পষ্টভাবে আমাদের বলেছেন যে আমরা যদি বিশ্বাস করি তাহলে আমরা পরিত্রাণের জন্য মনোনীত এবং যদি না করি তাহলে প্রত্যাখ্যাত। অতএব, এটি একজন ব্যক্তি কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে তা নির্বাচন করা তার ইচ্ছানুযায়ী নয়। পরিত্রাণ অবশ্যই ঈশ্বরের করুণা দ্বারা তাঁর পরিকল্পিত উপায়ে প্রাপ্ত হতে হবে।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৯:১৭-২৩ পড়তে হবে। ঈশ্বর কি ফরৌণকে একজন মন্দ লোক হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যাতে তিনি মন্দ কাজ করতে পারেন?

(৯:১৭-১৮) দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য ফরৌণের জন্ম হয়নি, কিন্তু ঈশ্বর ফরৌণকে তাঁর কর্তৃত্বের অবস্থানে রেখেছিলেন কারণ ঈশ্বর জানতেন তিনি কী করবেন। *উন্নত করেছি* কথাটি তাঁর সৃষ্টিকে বোঝায় না, বরং শাসক হিসেবে তাঁর অভিষেককে নির্দেশ করে। যারা বিশ্বাস করে তাদের প্রতি ঈশ্বর করুণা করেন এবং যারা বিশ্বাস করে না তাদের কঠিন করেন। কঠিন হওয়ার অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর একজন ভালো ব্যক্তিকে খারাপে পরিণত করেন। ঈশ্বর ফরৌণকে তিনি ইতিমধ্যে যা করতে চেয়েছিলেন তা সম্পাদন করার সংকল্প দিয়েছিলেন।

যারা তাদের হৃদয়কে কঠিন করেছে তাদেরকে তাদের অবস্থার জন্য দোষী সাব্যস্থ করা হয়। অতএব, বিচার অনুযায়ী, তাদের নির্বাচনগুলি প্রকৃত। আগে, ২:৪-৫-এ, অইহুদি বা পরজাতিরা হৃদয়ের কঠিনতার জন্য দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত যা তাদের সত্যকে স্বেচ্ছাকৃত প্রত্যাখ্যানের সাথে সংযুক্ত। (এছাড়াও যিরমিয় ১৯:১৫, নহিমিয় ৯:২৫-২৯, মার্ক ১৬:১৪, এবং ইব্রীয় ৩:৭-১৩ দেখুন।) ফরৌণও যদি প্রথমে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান না করতেন তাহলে তাঁরও কঠিন হৃদয় থাকত না।

(৯:১৯) এখানে কেউ আপত্তি উত্থাপন করে: "ঈশ্বর যদি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যেমন তিনি ফরৌণকে করেছিলেন, তবে কীভাবে কারোর বিচার করা যায়? কেউই তাঁর ইচ্ছাকে সফলভাবে প্রতিহত করতে পারেনি।" আপত্তিকারী এমনভাবে কথা বলে যেন ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করার জন্য একজন ব্যক্তিকে ক্ষমা করা উচিত যদি শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর যা চান তা করতে তাকে বাধ্য করা হয়। কিন্তু ঈশ্বর তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম যারা তাঁকে স্বেচ্ছায় সাড়া দেয় এবং যারা তা করে না।[62]

[62] ৩:৫-৮ পদে অনুরূপ একটি প্যাসেজের নোট দেখুন।

(৯:২০-২৩) ঈশ্বর কিছু লোককে বিচারের জন্য এবং কিছু লোককে করুণার জন্য নির্বাচন করতে সক্ষম, যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত সকলের দ্বারা মহিমান্বিত হবেন (কারণ তিনি তাঁর বিচার এবং তাঁর করুণা উভয়ের জন্যই মহিমান্বিত)। তাঁর নির্বাচনের একটি ভিত্তি রয়েছে এবং নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে। ঈশ্বর গ্রহণযোগ্যতার জন্য তাঁর মানদণ্ড নির্ধারণ করেন এবং এটি অপরিবর্তনীয়।

কুমোর ঠিক করতে পারে যে সে মাটি দিয়ে কী করবে। সে এটির একটি অংশকে ফুলদানিতে এবং আরেকটি অংশকে আবর্জনার পাত্রে পরিণত করতে পারে। একইভাবে, ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নেন যে কিছু লোক কেবল বিচারের জন্য উপযুক্ত এবং অন্যরা করুণার জন্য উপযুক্ত। গ্রীক ক্রিয়াপদটি নির্দিষ্ট করে না যে ক্রিয়াটি কে করেছে। এর অর্থ হতে পারে যে লোকেরা বিচারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছে। এই বিবৃতির সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যে বিচারের সময় না আসা পর্যন্ত ঈশ্বর তাদের বিদ্রোহ সহ্য করেন। ঈশ্বর তাদের বিচারের জন্য সৃষ্টি করেননি বা তাদের পাপী বানাননি। তাদের বিচার তাদের নিজস্ব পছন্দের জন্য হবে। ঈশ্বর যে তাঁর পছন্দের ক্ষেত্রে সার্বভৌম তার মানে এই নয় যে তিনি নির্বিচারে নির্বাচন করেন বরং তিনি তাঁর নিজের মান অনুযায়ী বেছে নেন। তিনি বিচারের জন্য দুষ্টদের এবং পরিত্রাণের জন্য বিশ্বাসীদের বেছে নেন।

"কেন আমাকে এইরকম বানিয়েছ?" প্রশ্নটির অর্থ "কেন তুমি আমাকে শাস্তির জন্য সৃষ্টি করেছ?" নয়, বরং এর অর্থ হল "কেন তুমি সিদ্ধান্ত নিলে যে আমি বিচারের জন্য উপযুক্ত?" কিন্তু ঈশ্বরের তাঁর ন্যায়বিচার নির্ধারণ ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে।

কুমোরের দৃষ্টান্তটি যিরমিয় ১৮:১-১৮ থেকে নেওয়া হয়েছে। মূল পদগুলি হল ১৮:৭-১০। ১৮:৮ বলে, "কিন্তু সেই যে জাতিকে আমি সতর্ক করলাম, তারা যদি তাদের মন্দ কাজের জন্য অনুতাপ করে, তাহলে আমি কোমল হব এবং তাদের প্রতি যে বিপর্যয় আনার পরিকল্পনা করেছিলাম, তা নিয়ে আসব না।"

► আপনি কীভাবে কুমোর এবং মাটির দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করবেন? ঈশ্বর কি তাঁর ক্রোধ দেখানোর জন্য কিছু লোককে সৃষ্টি করেছেন? এই কথার অর্থ কী যে তিনি মাটি থেকে বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করেন?

প্রেরিতের নিজস্ব উপসংহার

কেউ কেউ এই অধ্যায় থেকে উপসংহারে এসেছেন যে, ঈশ্বর কিছু মানুষকে বিচারের জন্য এবং কিছু মানুষকে করুণা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে, পৌল নিজেই এই অধ্যায়ের উপসংহারে তাঁর মূল কথা বলেছেন (৯:৩০-৩৩)। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যেন লেখককে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টান্ত থেকে তাঁর নিজস্ব বিষয়বস্তু তৈরি করতে দিই। আমরা অবশ্যই লেখকের কাহিনী প্রয়োগের সাথে এমন কোনো তর্ক করব না যেটি তিনি নিজে যা বলেছেন তাঁর বিপরীত হয়। পৌলের মূল বক্তব্য হল: ঈশ্বর একজন ব্যক্তির বিচার করবেন সেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে কিনা তার ভিত্তিতে। কুমোর হিসেবে, গ্রহণের ভিত্তি নির্ধারণ করার অধিকার তাঁর রয়েছে।

আমরা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে আনন্দ করতে পারি কারণ তিনি সর্বদাই জ্ঞানী, উত্তম, প্রেমময়, এবং তাঁর প্রতিটি কাজে ন্যায়পরায়ণ। যদিও তাঁর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে, তবুও তিনি কোনো অন্যায় করেন না। তাঁর কাজগুলিই সর্বদাই তাঁর নিজের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অধ্যায়টির মূল বিষয় এই নয় যে ঈশ্বর কোনো মাপকাঠি ছাড়াই যাকে চান তাকে বেছে নেন। রোমীয় ৯ অধ্যায়ের মূল বিষয় হল যে ঈশ্বর এমন একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন যা নির্ধারণ করে যে তিনি কাকে পরিত্রাণের জন্য বেছে নেবেন। মাপকাঠিটি হল পরিত্রাণের বিশ্বাস।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৫ম পর্ব, ১ নং প্যাসেজ

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ৯:২৪-৩৩ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(৯:২৪-২৬) বহু অইহুদি বা পরজাতি ঈশ্বরের লোকেদের অংশ হয়ে উঠেছিল, যদিও তারা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে ঈশ্বরের লোক হিসেবে খ্যাত নয়। এটি এই পত্রটির মহৎ মিশনারি উদ্দেশ্যকে সংযুক্ত করে: জগতের প্রত্যেকের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হতে পারে।

(৯:২৭-২৯) বহু ইহুদি প্রত্যাখ্যাত হবে, এবং কেবল একটি অবশিষ্টাংশই পরিত্রাণ পাবে। ইহুদিরা কেবল ইহুদি বলেই নিজে নিজেই বা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পরিত্রাণ পেয়ে যাবে তা নয়। ঈশ্বর যদি করুণা না করে ন্যায়বিচার অনুযায়ী কাজ করতেন, তাহলে তারা সদোমের মতো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেত।

(৯:৩০-৩৩) এটি হল অধ্যায়টির উপসংহার। লেখককে অবশ্যই তাঁর নিজের উপসংহার লেখার অনুমতি দিতে হবে। অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বর পরিত্রাণের উপায় নির্ধারণ করেছেন। যারা বিধানের ভিত্তিতে নিজেদের ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল তারা ব্যর্থ হয়েছে। যারা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতা খোঁজে তারা সফল হয়। যে ব্যক্তি তার নিজের ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে সে ঈশ্বর যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন তাতে হোঁচট খায়, কিন্তু যে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হবে না।

৯ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) আমরা কীভাবে জানতে পারি যে ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর ন্যায়বিচার বুঝতে পারি?

(২) কেন আমাদের জন্য এটি দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ?

(৩) ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের একটি বাইবেলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কী?

(৪) রোমীয় ৯ অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট বা বিষয়বস্তুটি কী?

(৫) ইস্রায়েলের আত্মিক সুবিধাগুলি কী কী ছিল?

(৬) খ্রিষ্টধর্ম এবং ইহুদি ধর্মের মধ্যে পাঁচটি সংযোগ কী কী?

(৭) ঈশ্বরের যাকোবকে বেছে নেওয়ার বিষয়ে রোমীয় ৯ অধ্যায় কী বলে?

(৮) কেন আমরা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে আনন্দ করতে পারি?

৯ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

১। ঈশ্বর কীভাবে সার্বভৌম এবং তবুও মানুষের পছন্দের প্রতি সাড়া দেন তা ব্যাখ্যা করে একটি পৃষ্ঠায় লিখুন। রোমীয় ৯ অধ্যায়টি ব্যবহার করুন, তবে অন্যান্য শাস্ত্রাংশও ব্যবহার করুন।

২। অন্যান্য মন্ডলীর বিশ্বাসীদের সঙ্গে আপনাকে অন্তত দুটি কথোপকথন প্রস্তুত করতে হবে। আপনি তাদের কাছে জানতে চাইবেন যে তারা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বিষয়ে কী ভাবে। আপনাকে এই বিষয়টির সাথে রোমীয় অধ্যায়ের যে অংশগুলি প্রাসঙ্গিক তা ব্যাখ্যা করতে হবে। আপনি কথোপকথনের একটি বর্ণনা লিখবেন এবং ক্লাস লিডারকে তা জমা দেবেন।

পাঠ ১০
একটি জরুরি বার্তা

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৫ম পর্ব, ২-৩ নং প্যাসেজ

রোমীয় ১০ অধ্যায়টি হল রোমীয় পুস্তকের চরমসীমা। প্রেরিত ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছেন যে পরিত্রাণ বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা আসে এবং বিশ্বের প্রত্যেকেরই এটি প্রয়োজন। যেহেতু বিশ্বাস অত্যাবশ্যক, সুসমাচারের বার্তাটি গুরুত্বপূর্ণ: লোকেদের বার্তাটি শুনতে হবে যাতে তারা এটি বিশ্বাস করতে পারে। এই অধ্যায়টি বইটির উদ্দেশ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ পুরো বইটি মিশনারি কাজের ভিত্তি প্রদান করে।

রোমীয় ১১ অধ্যায় ইস্রায়েল এবং মন্ডলীর সম্পর্কের দিকে আলোকপাত করে। বেশিরভাগ ইহুদিই সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পৌল ব্যাখ্যা করেছেন যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সমগ্র জগতের জন্য ছিল এবং ইহুদিরাও পরিত্রাণ পেতে পারত। সামগ্রিকভাবে ইস্রায়েল একদিন খ্রিষ্টকে গ্রহণ করবে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৫ম পর্ব, ২ নং প্যাসেজ

১০ অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট

ধার্মিকতা অবশ্যই বিশ্বাসের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা উচিত, এবং বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা সুসমাচারের বার্তাকে জরুরিভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

১০ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

ব্যক্তিগত ধার্মিকতার দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার চেষ্টা করা একটি ভুল। ঈশ্বর মানুষের থেকে যে ধার্মিকতার গ্রহণ করেন, তা তিনি মানুষকে প্রথমে বিশ্বাসের প্রত্যুত্তরে প্রদান করেন। সুসমাচারের বার্তা বিশ্বাসের জন্য একটি সুযোগ প্রদান করে।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ১০ অধ্যায় পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(১০:১-৫) ইহুদিদের এখনো পরিত্রাণ পাওয়া প্রয়োজন আছে কারণ তারা বুঝতে পারেনি যে তাদের কোন ধার্মিকতার প্রয়োজন ছিল। তারা ব্যক্তিগত ধার্মিকতার একটি নিখুঁত নথি স্থাপন করে তাদের নিজেদেরকে ন্যায্য বা ধার্মিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল, তারা উপলব্ধি করতেই পারেনি যে এটি অসম্ভব। যে ধার্মিকতা ঈশ্বর গ্রহণ করেন তা হল সেটি যা বিশ্বাসীর বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়ায় একজন মানুষের মধ্যে তিনি সাধন করেন।

বিধানের উদ্দেশ্য হল পাপকে দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে এবং একজন মুক্তিদাতার প্রয়োজন আছে তা দেখিয়ে আমাদেরকে খ্রিষ্টের কাছে নিয়ে আসা। যখন একজন ব্যক্তি খ্রিষ্টের কাছে আসে, তখন বিধান আর ঈশ্বরের কাছে সেই ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি থাকে না, কারণ খ্রিষ্টই হলেন বিধানের ব্যবহারের সেই সমাপ্তি (১০:৪)। তার মানে এই নয় যে বিধান আমাদেরকে আর

দেখায় না যে কীভাবে ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চলতে হয়, বরং এটি প্রকাশ করে যে ঈশ্বরের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা আমাদের বাধ্যতার একটি নিখুঁত, আজীবন রেকর্ডের ওপর নির্ভর করে না।

খ্রিষ্ট পৃথিবীতে আসার আগে যারা বাস করত তারা তাদের কাজ দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছিল – এই তত্ত্বটি এই অংশে সম্পূর্ণরূপে ভুল বলে প্রমাণ করা হয়েছে। পৌল স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যারা কাজের দ্বারা তাদের নিজস্ব ধার্মিকতা স্থাপন করার চেষ্টা করেছিল তারা ভুল পথে চালিত হয়েছিল এবং হারিয়ে গিয়েছিল। তাদের সুসমাচারের সত্য বিশ্বাস করা উচিত ছিল যা পৌল ১০:৬-৮-এ দ্বিতীয় বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন।[63]

ভ্যাটিকান (Vatican)

৩১৩ সালে তাড়না শেষ হওয়ার পর, রোম শীঘ্রই মন্ডলীর রাজধানী হয়ে ওঠে, ঠিক যেমনটি সাম্রাজ্যের জন্য ছিল। এটি এখনও রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীর রাজধানী। এই ছবিতে ক্যাথলিক মন্ডলীর প্রধান কার্যালয় ভ্যাটিকানকে দেখানো হয়েছে।

(১০:৬-১১) এটি দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১১-১৪ থেকে নেওয়া একটি উক্তি। মোশি ইস্রায়েলীয়দের বলেছিলেন যে ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে চলা কোনো বীরত্বপূর্ণ বা অতিমানবীয় কাজের উপর নির্ভর করে না, যেমন স্বর্গে আরোহণ করা বা সমুদ্র পার করে যাওয়া। পরিবর্তে, এটি তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের দ্বারা তাদের মধ্যে সম্পন্ন হবে।[64]

পৌল স্বর্গে বা পৃথিবীতে আরোহণের কৃতিত্বের উল্লেখ করার জন্য বিবৃতিটিকে উপযোগী করে নিয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে খ্রিষ্ট প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পূরণ করেছেন।

অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ এতই কাছে যে এটি আমাদের হৃদয়ে এবং মুখে রয়েছে। এর মানে হল যে আমরা এটি বিশ্বাস (আমাদের হৃদয়ে) এবং স্বীকারোক্তি (আমাদের মুখ দ্বারা) দ্বারা গ্রহণ করি।

(১০:১২-১৩) এখানে আরেকটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে পরিত্রাণের একই উপায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ। সকলের উপর যিশু হলেন প্রভু, এবং বিশ্বের যেকোনো ব্যক্তি তাঁকে ডাকতে পারে।

(১০:১৪-১৫, ১৭) এটি মিশনারি কাজের জন্য একটি আহ্বান। মিশনারির বার্তাটি আশু প্রয়োজনীয়—যেহেতু লোকেরা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পায়, তাই তাদের বার্তা শোনা উচিত যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে। এই পদগুলি বইটির উদ্দেশ্যের মূল বিষয়বস্তু।

পৌল মিশনারি কাজের জন্য গভীর আবেগ প্রকাশ করেছেন এবং যারা সুসমাচার শোনেনি তাদের দুরাবস্থা বর্ণনা করেছেন। তারা বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে; কিন্তু কীভাবে তারা বিশ্বাস করবে যদি তারা না শোনে, এবং কীভাবে তারা শুনবে যদি কোনো মিশনারি সেখানে না যায়?

---

[63] পরবর্তী বিভাগটি দেখুন।

[64] ছবি: "St Peters. Rome" ১২ই ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে Brian Dillon দ্বারা তোলা, https://www.flickr.com/photos/28805679@N03/6375448359/, licensed under CC BY 2.0 থেকে সংগৃহিত। মূল থেকে ডিস্যাটুরেটেড ও সংক্ষিপ্তকৃত।

► *পৌল মিশনারিদের পাঠানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন, যার অর্থ হল তাদের প্রস্তুত করা এবং সাহায্য করা। যারা আপনার কাছাকাছি নেই এমন লোকেদের কাছে সুসমাচার পাঠাতে সাহায্য করার জন্য আপনার কী করা উচিত?*

> "পৌলের পত্রগুলি ইঙ্গিত দেয় যে সুসমাচার প্রচারের বিষয়ে তার দুটি মহৎ প্রেরণা ছিল: ঈশ্বর তার জন্য যা করেছেন ও অন্যদের জন্য তাকে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা থেকে উদ্ভূত বাধ্যবাধকতার অনুভূতি; এবং একটি আকাঙ্ক্ষা যে ঈশ্বর যতটা সম্ভব বেশি সংখ্যক মানুষের দ্বারা মহিমান্বিত হবেন। সুসমাচারে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রসারিত করে আমাদেরকে পৌলের অনুকরণ করতে হবে ঠিক যেমনটি তিনি করেছিলেন।"
> - ডগলাস জে. মু
> (Douglas J. Moo, *Romans*)

(১০:১৬, ১৮-২১) মিশনারি আহ্বানে নিবদ্ধ করা আছে যা মনে করিয়ে দেয় যে সকলে সাড়া দেবে না। মানুষ কেবল সুসমাচারের তথ্য দিয়ে পরিত্রাণ পায় না। পরজাতিদের কাছে সাধারণ প্রকাশ দ্বারা কিছু জ্ঞান ছিল (১:১৮-২০-তে আলোচিত), কিন্তু সেগুলি তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি কারণ তারা এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল (১০:১৮ হল গীত ১৯:৪ থেকে নেওয়া একটি উক্তি)। ইস্রায়েলের কাছে আরো অনেক বেশি প্রকাশ ছিল, তবুও তারা কেবল এটির দ্বারা পরিত্রাণ পায়নি। যিশাইয় ইস্রায়েলের মশীহকে প্রত্যাখ্যান করা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যিশাইয় ৫৩:১, ৩)।

প্রেরিত বিরোধিতা বা আপত্তির উত্তর দিয়েছেন। প্রথমে, পরজাতিদের সম্পর্কে, কেউ বলতেই পারে, "কিন্তু তারা কি সত্যিই জানে না?" পৌল উত্তর দিয়েছেন, "হ্যাঁ, ঈশ্বরের জ্ঞান সর্বত্র," যা তিনি ১:২০-তে ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর, আপত্তিকারী ইহুদিদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছে: "ইস্রায়েল কি জানত না?" তিনি উত্তর দিয়েছেন যে ঈশ্বর ক্রমাগত ইস্রায়েলীয়দের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তা মানতে অস্বীকার করেছিল। আপত্তিকারী সুসমাচারের বার্তার কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ করছে কারণ অনেকেই এটি শুনেছিল কিন্তু পরিত্রাণ পায়নি।

পৌল ব্যাখ্যা করেছেন যে বহু ইস্রায়েলীয়ই বিশ্বাসে সাড়া দেয়নি।[65] লোকেরা যদি সাড়া না দেয়, তাহলে তারা বার্তা দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে না।

প্রচার সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করে না যে ব্যক্তি অস্বীকার করে – ঈশ্বরের অনুগ্রহ অপ্রতিরোধ্য নয়। তবে, এটি পরিত্রাণের সুযোগের প্রস্তাব দেয়। প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সম্পর্কে কিছু না কিছু জানলেও, সুসমাচার আরো উজ্জ্বল আলো এবং পবিত্র আত্মার দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষমতা নিয়ে আসে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৫ম পর্ব, ৩ নং প্যাসেজ

১১ অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট

ঈশ্বরের শর্ত অনুযায়ী পরিত্রাণ গ্রহণ না করলে কেউ রক্ষা পেতে পারে না।

১১ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

ইস্রায়েল সাধারণভাবে পরিত্রাণ পায়নি কারণ তারা ঈশ্বরের পদ্ধতি দ্বারা পরিত্রাণ পেতে অস্বীকার করেছিল। বহু পরজাতি বা অইহুদি পরিত্রাণ পেয়েছিল, কিন্তু যে কেউ বিশ্বাস থেকে পতিত হয়েছিল, সে তার পরিত্রাণ হারিয়েছিল। ইহুদিরাও পরিত্রাণ

[65] ৪ নং পাঠে "পুরাতন নিয়মে অনুগ্রহ" বিভাগটি দেখুন।

পেতে পারত যদি তারা তা বেছে নিত, এবং সমগ্রভাবে ইস্রায়েল একদিন সুসমাচার গ্রহণ করবে। ঈশ্বর তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা সাধন করবেন।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় **১১:১-১৫** পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(১১:১) প্রশ্ন হল, "ঈশ্বর কি ইহুদিদের প্রত্যাখ্যান করেছেন?" পৌল উত্তর দিয়েছেন, "না, আমিও একজন ইহুদি।" কিছু ইহুদি পরিত্রাণ পেয়েছিল।

(১১:২-৫) ঈশ্বর যাদের আগে থেকেই জানতেন তারা প্রত্যাখ্যাত নয়। অবশ্যই, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলে সকলকেই আগে থেকে জানেন, কিন্তু এই পদ অনুযায়ী যাদেরকে আগে থেকেই ঈশ্বরের জানতেন তারা সমগ্র মানবজাতি নয় কারণ পদটি ইস্রায়েলের নির্দিষ্ট কিছু লোকের ব্যাপারে কথা বলছে। এই পদটি তাদেরকে উদ্দেশ্য করছে যাদের ঈশ্বর জানতেন যে তারা তাঁর অনুগ্রহে সাড়া **দেবে।**[66] পৌল এই ধারণা অনুযায়ী একদল লোকের উদাহরণ দিয়েছেন যাদেরকে ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন এবং গ্রহণ করেছিলেন – সেই ৭,০০০ লোক যারা বাল-দেবতার কাছে মাথা নত করেনি।

অবশিষ্ট (the remnant) যারা ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত **(১১:৫)** তারা নির্বিচারে বা এলোমেলোভাবে নির্বাচিত হয়নি। তারা হল সেই ব্যক্তি যাদের ঈশ্বর জানতেন যে তারা তাঁকে বিশ্বাস করবে।

(১১:৬) কাজ এবং অনুগ্রহ সর্বদাই খ্রিষ্টীয় জীবনে একসাথে চলে, কিন্তু এগুলি পরিত্রাণের ভিত্তি হিসেবে একে অপরকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে। কিছু মিথ্যা ধর্ম যেমন শেখায় সেই অনুযায়ী, এগুলি ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের গ্রহণযোগ্যতার একটি ভিত্তি হিসেবে একসাথে যুক্ত হতে পারে না।

(১১:৭-১০) ১১:৮, যেটি হল যিশাইয় ২৯:১০-এর একটি উক্তি, দেখায় যে মানুষের কপটতা তাদেরকে আত্মিকভাবে অন্ধ করে তুলেছিল। তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল কারণ তারা ক্রমাগত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। যিশাইয় ৬:৯-১০-ও বলে যে কিছু লোক অন্ধ হয়ে যায় যখন তারা করুণার প্রস্তাব শুনতে থাকে এবং প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। রোমীয়তে এই পদগুলি বোঝায় না যে ঈশ্বর কিছু লোকের কাছে করুণার প্রস্তাব দেওয়া প্রত্যাখ্যান করেছেন। দায়ূদের অভিশাপ (গীত ৬৯:২২, ২৩), যা পৌল রোমীয় **১১**:৯-১০-এ উল্লেখ করেছেন, তার অর্থ এই নয় যে অনুতপ্ত লোকেরা প্রত্যাখ্যাত হবে, কিন্তু দুষ্ট লোকেরা শাস্তি পাবে।

(১১:১১) ঈশ্বর কি তাদের সমস্ত আশা বাতিল হয়ে যেতে দিয়েছেন? না। ইস্রায়েলের খ্রিষ্টকে প্রত্যাখ্যানের ফল ছিল তাঁর ক্রুশারোপণ, যা ঈশ্বরের পরিত্রাণের উদ্দেশ্য ছিল। এই অর্থে, তাদের প্রত্যাখ্যানের ফল হয়েছিল পরজাতিদের গ্রহণযোগ্যতা। যখন ইহুদিরা পরজাতিদের পরিত্রাণ পেতে দেখে, তারা বুঝতে পারে যে তারাও একইভাবে পরিত্রাণ পেতে পারত।

(১১:১২-১৫) এমনকি পরজাতিরা বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত হবে যদি ইস্রায়েল ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে। ঈশ্বরের কাছে ইহুদি এবং পরজাতিদের মধ্যে নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি সবাইকে রক্ষা করতে চান।

---

[66] ৮:২৯ পদের নোটটি দেখুন।

▶ *কিছু ধর্মতত্ত্ববিদ বিশ্বাস করেন যে যেহেতু ঈশ্বর কিছু লোককে পরিত্রাণ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাই তিনি তাদের থেকে তাঁর অনুগ্রহ সরিয়ে নিয়েছিলেন, যা তাদের পক্ষে পরিত্রাণ পাওয়াকে অসম্ভব করে তুলেছিল। আপনি কীভাবে* ***১১:১২-১৫*** *থেকে এই ধারণাটির উত্তর দেবেন?*

▶ একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় **১১:১৬-২৪** পড়তে হবে।

(১১:১৬-২৪) এই পদগুলি একটি গাছ থেকে শাখা নিয়ে সেগুলিকে অন্য গাছে লাগানোর অনুশীলনের দৃষ্টান্তকে তুলে ধরে। ইস্রায়েল ছিল ঈশ্বরের গাছ থেকে ভেঙে পড়ে যাওয়া শাখাগুলির মতো, এবং পরজাতিরা ছিল যুক্ত হওয়া শাখাগুলির মতো। ইহুদিরা তাদের অবিশ্বাসের জন্য ভেঙে পড়েছিল। যাদেরকে আনা হয়েছে তাদের মধ্যে যে কেউ ভেঙে পড়তে পারে যদি সে বিশ্বাসে অবিচল না থাকে। যারা ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে, তারা পুনঃস্থাপিত হতে পারে।

পৌল বলেননি যে ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নেন কারা গাছের উপর থাকবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। তিনি বলেছেন যে ঈশ্বর তাদেরকে বাদ দেন যারা অবিশ্বাসী, কিন্তু যদি তারা বিশ্বাস করে তাহলে তাদের যুক্ত করা হবে। বিশ্বাসী পরজাতিরা যুক্ত হয়, কিন্তু তাদের বাদ দেওয়া হবে যদি তারা অবিশ্বাসে পতিত হয়। ঈশ্বর মানুষের পছন্দে প্রতিক্রিয়া জানান।

▶ *এই পদগুলি থেকে, যুক্ত হওয়া বা বাদ দেওয়া শাখাগুলির দৃষ্টান্তটি আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?*

পরিত্রাণ পরিত্যাগের বিপদ

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে বাইবেল একজন বিশ্বাসীর নিরাপত্তা সম্পর্কে কী শেখায়। বাইবেলে বিশ্বাসীদের জন্য বহু গুরুতর সতর্কতা রয়েছে।

যোহন ১৫:২-১০-এ দ্রাক্ষালতা এবং শাখার বিখ্যাত রূপকটি রয়েছে। এটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেয়।

কীভাবে আমরা খ্রিষ্টে বাস করি? "তোমরা যদি আমার আদেশ পালন করো, তাহলে আমার প্রেমে অবস্থিতি করবে" (১৫:১০)। খ্রিষ্টে বসবাস করা থামিয়ে দেওয়ার অর্থ হতে পারে যে একজন ব্যক্তি তাঁর বাধ্য হয়ে চলা বন্ধ করে দিয়েছে। তখন কী ঘটে?

"কেউ যদি আমার মধ্যে না থাকে, সে সেই শাখার মতো, যেটিকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয় ও সেটি শুকিয়ে যায়। সেই শাখাগুলিকে তুলে নিয়ে আগুনে ফেলা হয় ও সেগুলি পুড়ে যায়।" (১৫:৬)। যদি একজন ব্যক্তি আনুগত্যে ¾ৃা বন্ধ করে দেয় এবং ফলস্বরূপ খ্রিষ্টে বসবাস করা বন্ধ করে দেয়, সে প্রত্যাখ্যাত। দ্রাক্ষালতা থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া এবং আগুনে পোড়ানোর জন্য একত্রিত করা শাখাগুলির দৃষ্টান্তটি সবচেয়ে পরিপূর্ণ প্রত্যাখ্যানকে দেখায় যা আমরা কল্পনা করতে পারি।

"তোমরা আমার মধ্যে থাকলে, আমিও তোমাদের মধ্যে থাকব। নিজে থেকে কোনো শাখা ফলধারণ করতে পারে না, দ্রাক্ষালতার সঙ্গে অবশ্যই সেটিকে যুক্ত থাকতে হবে। আমার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে, তোমরাও ফলবান হতে পারো না" (১৫:৪)। "আমার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি শাখায় ফল না ধরলে, তিনি তা কেটে ফেলেন।" (১৫:২)। ফলধারণ করার অর্থ হল এমন একটি জীবন যাপন করা যেটি পরিবর্তিত, আশীর্বাদযুক্ত, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা পরিচালিত। আমরা যদি আনুগত্য দ্বারা খ্রিষ্টে বসবাস না করি, তাহলে আমরা ফলবান হতে পারব না। যে ব্যক্তি ফলধারণ করে না, তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

বাইবেল আমাদের কোথাওই বলে না যে আমরা যা খুশি করলেও পরিত্রাণ ধরে রাখতে পারব। খ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কে দ্বারা খ্রিষ্টীয় জীবনযাপনের জন্য অবিরাম অনুগ্রহ আসে। খ্রিষ্ট হলেন এক দ্রাক্ষালতা যেখান থেকে

আমরা ক্রমাগত জীবন পেতেই থাকব। দ্রাক্ষালতার রূপকটি দেখায় যে পরিত্রাণের উপহার সম্পর্কের মাধ্যমে ধরে রাখা হয়। তাঁর থেকে পৃথক হওয়ার অর্থ হল পরিত্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। আমরা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের দ্বারা এই পরিত্রাণের সম্পর্ককে বজায় রাখি।

একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত হতে পারে একটি বাল্ব এবং বিদ্যুৎ। বাল্বটি তখনই জ্বলে ওঠে যখন এটির মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত হয়। যদি বাল্বটিকে এটির শক্তির উৎস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বাল্বটি আর জ্বলে থাকতে পারে না। একইভাবে, খ্রিষ্টের সাথে আমাদের সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের অনন্ত জীবন রয়েছে। তাঁর জীবন আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। আমরা যদি তাঁর থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করি, তাহলে আমরা কোনোমতেই সেই জীবন ধরে রাখতে পারব না।

শাস্ত্র আমাদেরকে সতর্ক করে যে পরিত্রাণ পাওয়া কোনো ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে পাপের দ্বারা পরাজিত হয়ে পরিত্রাণ হারাতে পারে। "যে বিজয়ী হবে, সেও তাদের মতোই সাদা পোশাক পরবে। আমি জীবনপুস্তক থেকে তার নাম কখনও মুছে ফেলব না" (প্রকাশিত বাক্য ৩:৫)। এরা ছিল পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তবুও তাদের পরিত্রাণ হারিয়ে যেতে পারত যদি তারা পাপের দ্বারা পরাজিত হত।

এক সময়ে, পৌল আশঙ্কা করেছিলেন যে থিষলনীকীয়তে তার রূপান্তরিতরা হয়ত তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে। তিনি বলেছিলেন যে যদি এমনকিছু ঘটে থাকে, তাহলে সুসমাচার প্রচারে তার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে (১ থিষলনীকীয় ৩:৫)। এটি দেখায় যে একজন বিশ্বাসীর পক্ষে তার বিশ্বাস থেকে এতটাই পরিপূর্ণভাবে পড়ে যাওয়া সম্ভব যে তার প্রকৃত রূপান্তর ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

২ পিতর ২:১৮-২১-এ আমরা দেখি যে ভণ্ড শিক্ষকেরা আছে যারা কিছু বিশ্বাসীদেরকে ঠকায় যারা "আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টকে জানার পর জগতের কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে আবার তারই মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ও পরাজিত হয়।" এই প্রাক্তন বিশ্বাসীরা ধার্মিকতার পথ জানত, কিন্তু তা ত্যাগ করেছিল। এটি দেখায় যে একজন ব্যক্তির পক্ষে পাপের পথে ফিরে গিয়ে তার পরিত্রাণ হারিয়ে ফেলা সম্ভব। যদি একজন ব্যক্তির পক্ষে তার পরিত্রাণ হারিয়ে ফেলা সম্ভব না হত, তাহলে একজন ব্যক্তি কখনোই তার পরিত্রাণের আগের অবস্থা থেকে আরো খারাপ অবস্থায় যেত না।

ঈশ্বর চান যে বিশ্বাসীরা নিরাপদ বোধ করুক, কিন্তু তাদের অনুভূতিগুলিকে মিথ্যা আশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নয় যা তাদের নিজেদেরকে প্রকৃত আত্মিক বিপদে ফেলে দেয়। আমরা বিশ্বাসীদের এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দেব না যা ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দেননি। তিনি এমন প্রতিশ্রুতি দেন না যে আমরা যা খুশি তাই করলেও আমরা আমাদের পরিত্রাণ হারানো থেকে নিরাপদ থাকব।

ঈশ্বর আমাদের সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন, আমাদের পথ দেখান এবং পাপের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে বেঁচে থাকার ক্ষমতা দেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে আমরা তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক থেকে আত্মিক জীবন লাভ করি। একজন বিশ্বাসী ঈশ্বরের অবিরাম অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতিতে কোনোরকম ভয় ছাড়াই জীবন যাপন করতে পারে যা সেই বিশ্বাসী ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের মধ্যে পেয়ে থাকে।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৫ম পর্ব, ৩ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(১১:২৫-২৯) একটি জাতি হিসেবে ইস্রায়েল (সমগ্র ইস্রায়েল) পরিত্রাণ পাবে। তার মানে এই নয় যে প্রত্যেক ইহুদি ব্যক্তি পরিত্রাণ পাবে, বরং ভবিষ্যতে জাতির অবশিষ্টাংশরা ঈশ্বরের প্রতি ফিরবে। অইহুদিদের পূর্ণতার কথা লূক ২১:২৪-এ উল্লেখ

করা হয়েছে। (একটি জাতি হিসেবে ইস্রায়েলের পরিত্রাণের বিষয়ে অন্যান্য তথ্য যিশাইয় ২:২-৫, যিশাইয় ৬০:১-২২; সখরিয় ১২:৭-১৩:৯ তে উল্লিখিত আছে।)

(১১:৩০-৩১) ১১:১১-র নোটটি দেখুন।

(১১:৩২) ঈশ্বর তাদের সকলকে একই অবস্থায় অবিশ্বাসী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন (তাদের দলবদ্ধ করেছেন)। ঈশ্বর সকলেরই দোষীসাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের উপর বিচার নির্ধারণ করেছেন, যাতে সকলেই সমানভাবে করুণাপ্রার্থী হয়। *সকল* শব্দটি এই পদে দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু সকলেই পাপী, তাই ঈশ্বর সকলের প্রতি করুণা চান। তিনি যেমন সকলের নিন্দা করেছিলেন, তেমনি তিনি সকলের প্রতি করুণার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

সকল মানুষকে একই শ্রেণীতে রাখা হয়েছে যাতে তারা একই পরিত্রাণ পেতে পারে। (৩:১৯-২৩ দেখুন।) মূল বিষয় হল যে তিনি সকলকে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে রেখেছেন যাতে তিনি সকলকে একইভাবে করুণা দিতে পারেন।

(১১:৩৩-৩৬) এই পদগুলি হল ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রশংসার একটি বিস্ময়ের প্রকাশ। মহান পরিত্রাণের পরিকল্পনা আমাদের কল্পনার চেয়ে অনেক উপরে। তিনি যেভাবে এটি আমাদেরকে দিতে চান সেভাবেই আমাদেরকে এটি গ্রহণ করতে হবে, কারণ তিনি আমাদের কাছে কোনোকিছুর জন্যই ঋণী নন (১১:৩৫)। কেউ কেউ ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ হয়, যেন এটি হোঁচট খাওয়ার পাথর; কিন্তু এটি আসলে করুণার ভিত্তিপ্রস্তর।

ডিস্পেন্সাশনালিজম বনাম কভেন্যান্ট থিওলজি

ঈশতাত্ত্বিকরা ইস্রায়েল এবং মন্ডলীর মধ্যে সম্পর্কটি বোঝার চেষ্টা করেছেন।

এগুলিতে অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নসমূহ: নতুন নিয়মের লোকেদের থেকে কি পুরাতন নিয়মের লোকেরা কোনো আলাদা পদ্ধতিতে পরিত্রাণ পেত? ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলি কি মন্ডলীর জন্যও প্রযোজ্য? ঈশ্বরের পরিকল্পনায় কি ইস্রায়েল এখনো বিশিষ্ট?

ইস্রায়েল এবং মন্ডলীর মধ্যবর্তী সম্পর্কের একটি ব্যাখ্যাকে "যুগবাদ" বা "ডিসপেনসেশনালিজম" (dispensationalism) বলা হয়েছে। অন্যান্য ঈশতাত্ত্বিকরা যুগবাদের সঙ্গে অসম্মত হয়েছেন এবং একটি ব্যাখ্যা গড়ে তুলেছেন যেটি কখনো কখনো "চুক্তিতত্ত্ব" বা "কভেন্যান্ট থিওলজি" (covenant theology) বলা হয়েছে।

ডিস্পেন্সাশনালিজম

ডিসপেনসেশন বা *যুগবাদ* কথাটি এমন একটি ধারণা থেকে আসে যেখানে বলা হয় যে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কাল আছে, যেখানে ঈশ্বর মানুষের সাথে পৃথক পদ্ধতিতে আচরণ করেন, বিবিধ উপায়ে পরিত্রাণ প্রদান করেন। একটি সময়কাল যখন ঈশ্বর পরিত্রাণের একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ব্যবহার করেন, তাকে বলা হয় ডিসপেনসেশন।

কিছু ডিসপেনসেশনালিস্ট বা যুগবাদী বহু বিভাগে মানব ইতিহাসে ভাগ করেছেন। দুটি সময়কাল যা বাইবেলের ব্যাখ্যাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে তা মূলত ইস্রায়েল এবং মন্ডলীর মধ্যে পার্থক্যের উপর ভিত্তিশীল। এই ধর্মতত্ত্ববিদরা বিশ্বাস করেন যে পুরাতন নিয়মের ইস্রায়েলীয়রা মোশির বিধান এবং বলিদানের পদ্ধতি অনুসরণ করে রক্ষা পেয়েছিল; এবং নতুন নিয়মে বিশ্বাসীরা বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ পায়। মন্ডলী ইস্রায়েল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এবং ঈশ্বর তাদের সাথে ভিন্নভাবে আচরণ করেন।

যদিও যুগবাদ তত্ত্বে, অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে, তবে যুগবাদের একটি সাধারণ সংস্করণ শেখায় যে ভূমি এবং রাজ্য সম্পর্কে ইস্রায়েলের কাছে ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিজ্ঞা আক্ষরিক অর্থেই পূর্ণ হবে।

যুগবাদীরা মনে করে যে উভয় পরিকল্পনা পৃথিবীতে সমান্তরালভাবে চলতে পারে না; তাই তারা বিশ্বাস করে যে সাত বছরের সময়কালে পৃথিবী থেকে মন্ডলীকে সরিয়ে নেওয়া হবে। সেই সময়ে ইস্রায়েল যিশুকে তাদের মশীহ রূপে গ্রহণ করবে। সেই সময়কালের পরে ১,০০০ বছরের একটি সময়কাল আসবে যখন যিশু যিরুশালেমে রাজত্ব করবেন।

যুগবাদীরা পুরাতন নিয়মকে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ করেছে, কারণ তারা বিশ্বাস করে একটি ভিন্ন বিধান বা যুগের অধীনে এটি ইস্রায়েলের জন্য উদ্দেশ্য করা হয়েছিল। তারা সত্যকে প্রকাশ করার জন্য পুরাতন নিয়মের কাহিনীগুলি ব্যবহার করে, কিন্তু তারা সাধারণত পুরাতন নিয়ম থেকে তাত্ত্বিক প্রমাণগুলি প্রত্যাখ্যান করে এবং কেবল নতুন নিয়ম অনুসরণ করার চেষ্টা করে।

বেশিরভাগ লোক যারা *যুগবাদ* কথাটি জানে না তারা এটির ধারণাগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রায়শই লোকেরা পুরাতন নিয়মের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, যদিও নতুন নিয়ম্র লেখকরা স্পষ্টতই এটিকে তাঁদের কর্তৃত্ব বলে বিবেচনা করেছিলেন।

কভেন্যান্ট থিওলজি

চুক্তিতত্ত্ব বা কোভেন্যান্ট থিওলজি (covenant theology) অনুযায়ী, ঈশ্বরের লোকেরা হল সেই ব্যক্তি যারা তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁর সেবা করে, তারা ইতিহাসের কোন সময়কালে বাস করে তা নির্বিশেষে। যারা পরিত্রাণ পেয়েছে, পুরাতন নিয়মে হোক বা নতুন নিয়মে, তারা হল সেই ব্যক্তি যারা পরিত্রাণের জন্য অনুতাপ করে এবং ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে।

এখন মন্ডলী হল ঈশ্বরের লোক এবং পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের জন্য যে প্রতিজ্ঞাগুলি করা হয়েছিল সেইগুলি সহ ঈশ্বরের লোকেদেরকে করা প্রতিজ্ঞাগুলি গ্রহণ করে। ইস্রায়েল জাতির এখন আর কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই।

> কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকরূপে ইহুদি হলে সে ইহুদি নয়, আবার সুন্নতও নিছক বাহ্যিক ও শরীরে কৃত কোনও কাজ নয়। না, অন্তরে যে ইহুদি হয় সেই প্রকৃত ইহুদি; আবার প্রকৃত সুন্নত হল হৃদয়ের সুন্নত, তা আত্মার দ্বারা হয়, লিখিত বিধির দ্বারা নয়। এ ধরনের মানুষের প্রশংসা মানুষের কাছ থেকে নয়, কিন্তু ঈশ্বর থেকে হয়। (রোমীয় ২:২৮-২৯)
>
> তাহলে বুঝে নাও, যারা বিশ্বাস করে, তারাই অব্রাহামের সন্তান। শাস্ত্র আগেই দেখেছিল যে, ঈশ্বর অইহুদি জাতিদের বিশ্বাসের দ্বারা নির্দোষ প্রতিপন্ন করবেন এবং সেই সুসমাচার অব্রাহামের কাছে আগেই ঘোষণা করেছিলেন। "সমস্ত জাতি তোমার মাধ্যমে আশীর্বাদ লাভ করবে।" তাই যাদের বিশ্বাস আছে, তারা বিশ্বাসী অব্রাহামের সঙ্গেই আশীর্বাদ লাভ করেছে। (গালাতীয় ৩:৭-৯)
>
> যেন যে আশীর্বাদ অব্রাহামকে দেওয়া হয়েছিল, তা খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে অইহুদিদের কাছে পৌঁছায়, যেন বিশ্বাসের দ্বারা আমরা পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি লাভ করি। (গালাতীয় ৩:১৪)
>
> ইহুদি কি গ্রিক, ক্রীতদাস কি স্বাধীন, পুরুষ কি স্ত্রী, তোমরা সকলেই খ্রীষ্ট যীশুতে এক। আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তাহলে তোমরা অব্রাহামের বংশ, সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উত্তরাধিকারী। (গালাতীয় ৩:২৮-২৯)

চুক্তিতত্ত্ব অনুযায়ী, এই প্রতিজ্ঞাগুলি ইস্রায়েলের পরিবর্তে মন্ডলীর জন্য পরিপূর্ণ হবে:

- খ্রিষ্টের সিংহাসন যিরুশালেমে প্রতিষ্ঠিত
- শান্তি
- পৃথিবীর নেতৃত্বপদে ইস্রায়েল
- প্রত্যেক জাতি ইস্রায়েলের থেকে শিক্ষালাভ করবে
- প্রতিশ্রুত জমির চিরন্তন দখল, এবং বন্য প্রাণীদের প্রতিপালন।

সমস্ত প্রতিশ্রুতি আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে আত্মিক অর্থের জন্য ব্যাখ্যা করা হয়। মন্ডলীতে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এই প্রতিশ্রুতিগুলি অবশ্যই আত্মিক সুবিধার দ্বারা পূর্ণ হতে হবে।

বেশিরভাগ লোক যারা চুক্তিতত্ত্ব বিশ্বাস করে, তারা ১,০০০ বছরের জন্য পৃথিবীতে খ্রিষ্টের আক্ষরিক শাসনে বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে যে খ্রিষ্ট এবং সাধুরা এখন আত্মিকভাবে, সুসমাচারের প্রভাবের মাধ্যমে শাসন করেন। তারা বিশ্বাস করে যে অব্রাহামের কাছে তার বংশধরদের চিরকালের জন্য কনানদেশের অধিকারী হওয়ার প্রতিশ্রুতি বর্তমান বিশ্বাসীদের দ্বারা পরিত্রাণের অধিকারী হওয়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়।

চুক্তিতত্ত্ব অনুযায়ী, ইস্রায়েল জাতি এখন আর কোনো তাৎপর্য নেই, কারণ তারা খ্রিষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ইহুদিরা স্বতন্ত্র পরিত্রাণ প্রাপ্তির মাধ্যমে যেকোনো পরজাতীয়দের মতো, ঈশ্বরের লোকেদের অংশ হতে পারে।

একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি

বহু ধর্মতত্ত্ববিদ আজকের দিনে যুগবাদ এবং চুক্তিতত্ত্বের মধ্যে একটি শাস্ত্রীয় ভারসাম্যে আসার চেষ্টা করেছেন।

যুগবাদের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে। প্রেরিত পৌল তিমথিকে বলেছিলেন যে শাস্ত্রাংশুলি (পুরাতন নিয়ম) পরিত্রাণের শিক্ষা দেয় (২ তিমথি ৩:১৫)। যিশু নীকদীমকে বলেছিলেন যে তার ইতিমধ্যেই নতুন জন্ম সম্পর্কে জানা উচিত যেহেতু তিনি পুরাতন নিয়মের একজন শিক্ষক ছিলেন (যোহন ৩:১০)। নতুন নিয়ম বলে যে একজন বিশ্বাসী এখন প্রকৃত ইস্রায়েলী এবং অব্রাহামের সন্তান (রোমীয় ২:২৮-২৯, গালাতীয় ৩ :২৮-২৯)। এটি আরো বলে যে পুরাতন নিয়মের বলিদান পাপের মোচন করত না (ইব্রীয় ১০:৪)। এই শাস্ত্রাংশগুলি দেখায় যে ঈশ্বর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে পরিত্রাণের বিভিন্ন উপায় প্রদান করেননি।

চুক্তিতত্ত্বেও কিছু সমস্যা আছে। যদি বলা হয় যে পুরাতন নিয়মের প্রতিশ্রুতিগুলি আত্মিকভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে কাল্পনিক ব্যাখ্যাকে অনুমতি দেওয়া হয় যা পরীক্ষিত হতে পারে না। সেইসাথে, এই ব্যাখ্যাগুলি প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে না। অব্রাহাম বা অন্যদের পক্ষে প্রতিশ্রুতিগুলি বোঝা অসম্ভব ছিল, যদিও তারা মনে করেছিলেন যে তারা তা বুঝতে পেরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর অব্রাহামকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তার সন্তানেরা চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট দেশের অধিকারী হবে; এটি কি প্রকৃত অর্থেই বোঝায় যে পরজাতিরা পরিত্রাণ পাবে?

চুক্তিতত্ত্ব অস্বীকার করে যে ইস্রায়েল এখনো ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু প্রেরিত পৌল বলেছেন যে ইস্রায়েল একটি জাতি হিসেবে একদিন পরিত্রাণ পাবে (রোমীয় ১১:২৬)।

ইস্রায়েল এবং মন্ডলীর একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির একটি বোধগম্যতাকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

১। **পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞা।** পরিত্রাণ অনুগ্রহের দ্বারা হয় এবং ইতিহাসের যেকোনো সময়ে ইহুদি বা পরজাতির ক্ষেত্রে অনুতাপ ও বিশ্বাস দ্বারা প্রাপ্ত হয়। একজন ব্যক্তির ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি সর্বদা একই ছিল (রোমীয় ৪:৩, ইফিষীয় ২:৮)। পৃথিবীতে ইস্রায়েল এবং মন্ডলীর আলাদা পালা করার দরকার নেই কারণ পরিত্রাণের পরিকল্পনা উভয়ের জন্যই সমান।

২। **ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের জন্য যত্নের প্রতিশ্রুতি।** অনেক প্রতিশ্রুতি তাঁর লোকেদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের স্বাভাবিক উপায় বর্ণনা করে, যাদের তাঁর সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক রয়েছে। একটি উদাহরণ হল গীতসংহিতা ২৩। এই প্রতিশ্রুতিগুলি সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশিত ঈশ্বরের প্রকৃতি দেখায়। ইস্রায়েল বা মন্ডলীর সাথে যেকোনো সময়ে এবং স্থানে এই নীতিগুলির প্রয়োগ রয়েছে৷

৩। **একটি জাতি হিসাবে ইস্রায়েলের কাছে প্রতিশ্রুতিসমূহ।** যিশু ছিলেন ইহুদিদের মশীহ। একদিন ইস্রায়েল একটি জাতি হিসাবে খ্রিষ্টের প্রতি ফিরবে (রোমীয় ১১:২৬)। ইস্রায়েলকে একটি জাতি হিসেবে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাসী ইহুদিদের অবশিষ্টাংশের জন্য পূর্ণ হবে।

► বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন বিবৃতিগুলি *যুগবাদের* সাথে মেলে এবং কোন বিবৃতিগুলি এর থেকে আলাদা? কোন বিবৃতি*গুলি* চুক্তিতত্ত্বের সাথে মেলে এবং কোন*গুলি* ভিন্ন?

১০ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) রোমীয় ১০ অধ্যায়ের মূল পয়েন্টটি কী?

(২) কীভাবে ইহুদিরা নিজেদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল?

(৩) কীভাবে আমরা জানতে পারি যে যিশু আসার আগে যে লোকেরা ছিল তারা কাজ দ্বারা পরিত্রাণ পায়নি?

(৪) এই কথাটির অর্থ কী যে পরিত্রাণ আমাদের হৃদয়ে এবং মুখে রয়েছে?

(৫) কেন মিশনারির বার্তা জরুরী?

(৬) রোমীয় ১১ অধ্যায়ে গাছের শাখা-প্রশাখার দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করুন।

(৭) পুরাতন নিয়মের তিন ধরণের প্রতিজ্ঞা তালিকাভুক্ত করুন।

১০ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) কেন আজকে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য পুরাতন নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ তা একটি পৃষ্ঠার মধ্যে ব্যাখ্যা করুন। পুরাতন নিয়মের যে শাস্ত্রাংশগুলি বিশেষভাবে মূল্যবান সেগুলির উদাহরণ দিন।

(২) অন্য মন্ডলীর অন্তত দুইজন সদস্যের সাথে কথোপকথন রিপোর্ট করুন।

পাঠ ১১
পরিচর্যা এবং সম্পর্ক সকল

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৬ষ্ঠ পর্ব

রোমীয়দের প্রতি পত্রের ৬ষ্ঠ পর্বে (১২:১-১৫:৭) রয়েছে মন্ডলী, পরিচর্যা, খ্রিষ্টীয় সম্পর্ক এবং সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক ব্যবহারিক নির্দেশনা।

১২:১-২ পদ ৬ষ্ঠ পর্বটি উপস্থাপন করে, আমাদের বলে যে আমাদের সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গীকৃত হতে হবে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পৌলের বক্তব্য থেকে এই বিষয়টি আসে: আমরা ঈশ্বরের কাছে সবকিছুর জন্য ঋণী (১১:৩৫) এবং ঈশ্বরের পথ সকল সম্পূর্ণরূপে সুবিবেচিত (১১:৩৩)।

পৌল এক জীবন্ত বলিদানের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন (১২:১)। একটি বলির মতো যাকে বধ করা হবে, আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করি; কিন্তু মৃত্যুর পরিবর্তে আমরা ঈশ্বরের জন্য বাঁচি। তার অর্থ হল, অঙ্গীকার বজায় রাখতে হবে। দিনের পর দিন আমাদের অবশ্যই আমাদের আনুগত্যের কোন পরিবর্তন করতে অস্বীকার করতে হবে। এক জীবন্ত বলিদানের দৃষ্টান্ত আমাদের নৈবেদ্যর সামগ্রিকতার উপর জোর দেয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া আমাদের জীবনের কোনো অংশ আমরা নিজেদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে পারি না। ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ অঙ্গীকারের দাবি থেকে নির্দিষ্ট কিছু ইচ্ছা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আমরা আলাদা করে রাখতে পারি না।

পবিত্র বলি হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করা হল এক আধ্যাত্মিক উপাসনা, নিছক আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিপরীত।[67]

১২:২ পদে বর্ণিত রূপান্তর (transformation) ছাড়া সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত সেবা সম্ভব নয়। আমাদের মনের পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের অবশ্যই রূপান্তরিত হতে হবে। আমাদের মূল্যবোধ, আচরণ বা মতামত জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সিদ্ধ ইচ্ছার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি প্রশ্ন বিবেচনা করেন, তিনি জগতের বিপরীত হবেন। তিনি কোন পাপপূর্ণ ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেন না, তা তিনি স্বাভাবিক বলে মেনে নেন না।

লক্ষ করুন যে, দেহ পবিত্র হতে হবে। পাপ শরীরের এমন এক অপরিহার্য বিষয় নয়, যা ঈশ্বর শুচি করতে পারেন না। শরীর নিজে পাপপূর্ণ নয় এবং ইচ্ছা ছাড়া পাপ করে না, বরং পাপের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

১২:১-১৫:৭ পদগুলি বর্ণনা করে যে কীভাবে উৎসর্গীকৃত, রূপান্তরিত জীবনযাপন করতে হয়।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ১২ অধ্যায় পড়তে হবে।

---

[67] ১:৯ পদের নোটটি দেখুন।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৬ষ্ঠ পর্ব, ১ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য

(১২:৩) পৌলকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছিল, তা তার প্রেরিতদের কর্তৃত্ব (apostolic authority) এবং প্রকাশের বরদান (gift of revelation) কে নির্দেশ করে।

আমাদের নম্র হওয়া উচিত কারণ আমাদের যা কিছু আছে তা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। আত্মিক দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির নম্রভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, অর্জিত বরদানগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে এবং তা অন্যদের সেবা করার উদ্দেশ্যে।

(১২:৪-৫) দেহের সদস্য হিসেবে, আমাদের অন্যদের প্রয়োজন আছে এবং আমরা অন্যদের সেবা করতে বাধ্য। ১ করিন্থীয় ১২:১২-২৬ পদে দেহের রূপক বর্ণনা করা হয়েছে।

(১২:৬-৮) এই পদগুলি বেশ কয়েকটি পরিচর্যার নাম উল্লেখ করে। প্রত্যেক বিশ্বাসীকে সেই পরিচর্যা অনুসরণ করতে হবে, যেটির জন্য তাকে আহ্বান করা এবং বরদান দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তির যদি অনুগ্রহ-ভিত্তিক নম্রতা না থাকে, তা হলে তিনি হয়তো তার প্রচেষ্টাকে ভুল পথে চালিত করতে পারেন (সম্ভবত মানুষের অনুমোদন লাভের চেষ্টায়) এবং তার প্রকৃত আহ্বানে ব্যর্থ হতে পারেন।

রোমীয় মুদ্রা

রোমীয় টাকা পয়সা সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে, এমনকি যিরূশালেমেও, ব্যবহৃত হত। এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং মূল্যের একটি মান প্রদান করেছিল যা ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি করতে সাহায্য করেছিল। সম্রাটের প্রতিমূর্তি সহ একটি মুদ্রা ব্যবহার করে যিশু একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন (লূক ২০:২৪)।

বরদানের অধিকারীদের সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রদানকারীকে অনাড়ম্বরভাবে দেওয়া উচিত, নিজেকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে নয়। তত্ত্বাবধায়ককে অবশ্যই অধ্যবসায়ী হতে হবে - বিস্তারিত তথ্যের প্রতি মনোযোগী হতে হবে এবং সবসময় নির্ভরযোগ্য হতে হবে। যাদের প্রয়োজন আছে তাদের যে ব্যক্তি সাহায্য করেন, তার কোনো উদ্ধত অথবা বিরক্তিকর মনোভাব নিয়ে তা করা উচিত নয়, যা প্রাপককে অপমানিত করে।[68]

► কীভাবে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তাদের আত্মিক বরদানগুলিকে জগতের লোকেরা যেভাবে তাদের দক্ষতাকে ব্যবহার করে, তার চেয়ে ভিন্নভাবে ব্যবহার করে?

[68] ছবি: "Roman coin hoard: 1 Gold solidus of Valentinian I", The Portable Antiquities Scheme/The Trustees of the British Museum থেকে সংগৃহিত, https://finds.org.uk/database/images/image/id/1023830/recordtype/artefacts, licensed under CC BY 2.0, মূল থেকে ডিস্যাটুরেটেড ও সংক্ষিপ্তকৃত।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৬ষ্ঠ পর্ব, ২ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য

(১২:৯) প্রেম অকৃত্রিম ও আন্তরিক হওয়া উচিত। মন্দকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং যা উত্তম তা ধরে রাখুন। যা উত্তম তা উন্নত বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রেমেরে বৃদ্ধি সম্পর্কযুক্ত (ফিলিপীয় ১:৯-১০)।

(১২:১০) মন্ডলী হল অনেক ভাই ও বোনের সঙ্গে ঈশ্বরের পরিবার। আমাদের নিজেদের পরিবর্তে অন্যদের কাছে সম্মান যাক, তার জন্য আমাদের ইচ্ছুক হওয়া উচিত।

(১২:১১) দায়িত্বের ক্ষেত্রে অলস হবেন না। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর ভালো কাজের নীতিবোধের মডেল হওয়া উচিত। তিনি যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে জীবনযাপন করেন, তাহলে অপচয় করার মতো সময় তার নেই। তার এমনভাবে কাজ করা উচিত যেন সে ঈশ্বরের জন্য কাজ করছে (ইফিষীয় ৬:৬-৭)।

(১২:১২) আমাদের আনন্দ আমাদের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে না, কারণ আমাদের অনন্তকালের জন্য আশা রয়েছে। ধৈর্য ধরার অর্থ হল বিশ্বাসের সঙ্গে সহ্য করা। একজন ব্যক্তির ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতার একটি অপরিবর্তনীয় মনোভাব থাকা উচিত, যেকোনো সময়ে প্রার্থনা করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

(১২:১৩) অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকে তাদের দ্রব্যসামগ্রীগত প্রয়োজনগুলি মেটাতে সাহায্য করুন। আতিথেয়তা বলতে বোঝায় খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য অন্যদের চাহিদা পূরণ করা।

(১২:১৪) লোকেদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন না যেমনটা তাদের প্রাপ্য। বরং তেমন আচরণ করুন যেমন খ্রিষ্ট তাদের সাথে করবেন। লোকেদের যা প্রাপ্য বলে আপনি মনে করেন তা দেওয়া হল আক্ষরিক অর্থে তাদের বিচার করা, যা ঈশ্বরের জন্য সংরক্ষিত একটি ভূমিকা।

(১২:১৫) অন্যদের দুঃখে বা আনন্দে অংশ নিতে প্রস্তুত থাকুন।

(১২:১৬) মর্যাদার প্রতীকগুলি (স্ট্যাটাস সিম্বল) সম্পর্কে সচেতন হবেন না। উচ্চ শ্রেণীর লোকদের পক্ষপাতী হবেন না। এমনকি দরিদ্রদের প্রতিও সম্মান দেখান। নিজেকে অন্যদের উর্ধ্বে রাখার উপায় খুঁজবেন না।

(১২:১৭) কারো ক্ষতি করা কখনই ঠিক নয়, যদিও সে আপনার ক্ষতি করেছে। মানুষকে শাস্তি দিতে নয়, কিন্তু ক্ষমা করার জন্যে আমাদের আহ্বান করা হয়েছে।

সততা প্রদর্শন করুন। যদি আপনি সম্মানিত হতে চান, তাহলে আপনার এবং ঈশ্বরের পক্ষে এটা জানা যথেষ্ট নয় যে আপনি সৎ; এমন নীতিসকল বজায় রাখুন যা প্রত্যেকের কাছে আপনার সততা প্রদর্শন করে। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর পুনর্নির্মাণ করার চেয়ে সুনাম বজায় রাখা সহজ।

(১২:১৮) আপনার উপর যতটা নির্ভর করে, সকলের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করুন। সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্কের মাঝে শান্তির প্রকাশ সর্বোত্তম। কখনও কখনও শান্তির জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন হয়, এমনকি অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্যও। কখনও কখনও এর জন্য সদয় ভাবে একজন অন্যায়কারীর মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন, যাতে আপনার সম্পর্কে বাধা বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন

কোনো অন্যায়ের সমাধান করা যেতে পারে। আপনি যদি ক্ষমা চাইতে অথবা প্রয়োজন হলে সেটার মুখোমুখি হতে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আপনি শান্তি বজায় রাখার জন্য আপনি যা করতে পারেন তা করছেন না।

(১২:১৯) প্রতিশোধ নেবেন না, বরং ঈশ্বরের ক্রোধের জন্য জায়গা ছেড়ে দিন। যদি কোন ব্যক্তি শাস্তিদাতা হতে চায়, সে দেখায় যে সে বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর তাঁর কাজ সঠিকভাবে করছেন।

(১২:২০) অন্যদের যা প্রাপ্য তা দেওয়ার চেষ্টা করার পরিবর্তে তাদের ভাল করুন। জ্বলন্ত কয়লার স্তূপ করে রাখার অর্থ চতুর উপায়ে প্রতিশোধ নেওয়া নয়, কারণ তা এই পদের মূল পয়েন্টের বিপরীত হবে। এটি একজন ব্যক্তির মনোভাবের কঠোরতা গলানোর প্রতীক হতে পারে।

(১২:২১) মন্দতা যেন আপনাকে পরিবর্তিত না করে এবং আধ্যাত্মিকভাবে আপনাকে পরাজিত না করে। যাইহোক, মন্দ দিয়ে নয়, বরং ভাল দিয়ে এর বিরোধিতা করুন। তিক্ত হয়ে ওঠার এবং ভুলভাবে এর বিরোধিতা করার অর্থ হল আধ্যাত্মিকভাবে পরাজিত হওয়া, এমনকি যদি আপনি দ্বন্দ্বে জয়ীও হন।

► চিন্তা করে দেখুন যে, একজন ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত না হন, তাহলে তিনি এই নির্দেশাবলী সুষ্ঠভাবে কাজে লাগাতে পারবেন না। এই নির্দেশাবলীর কারণে আপনার জীবনে কি কি পরিবর্তন আনতে চান?

প্রেরিতের পত্রগুলি ব্যাখ্যা করা

পৌলের পত্রগুলি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে লেখা হয়েছিল: "সাধারণত উপলক্ষটি ছিল এমন কিছু আচরণ যা সংশোধন করার প্রয়োজন ছিল, বা একটি মতবাদ সংক্রান্ত ত্রুটি যা সঠিক হওয়ার প্রয়োজন ছিল, বা একটি ভুল বোঝাবুঝি যার জন্য আরও আলোকপাতের প্রয়োজন ছিল।"[69] পত্রগুলি প্রণালীবদ্ধ ঈশতত্ত্বের (systematic theology) আকারে নয়, কিন্তু প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়ায় গঠিত ঈশতত্ত্ব। এই ধর্মতত্ত্ব শুরু থেকেই ব্যবহারিক। এটি বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিকশিত হয়নি।

নতুন নিয়মের পত্রগুলি সাধারণ জনগণের জন্য সাহিত্য প্রযোজনা ছিল না, কিন্তু সেগুলি একটি একক প্রাপক এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োগের উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশি ছিল। পৌল কলসীয়দের বলেছিলেন যে, তার কাছ থেকে তারা যে পত্রগুলি পেয়েছে সেগুলি যেন তারা লায়োদেকিয়ার মণ্ডলীর সঙ্গে বিনিময় করে (কলসীয় ৪:১৬)। খুব তাড়াতাড়িই মন্ডলী পৌলের পত্রগুলি সংগ্রহ করতে এবং সেগুলিকে একসঙ্গে সঞ্চলন করতে শুরু করেছিল। তাই, আমরা জানি যে তারা পত্রগুলিকে সমস্ত স্থানে এবং সর্বকালে মণ্ডলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবে দেখেছিল।

যদিও আমাদের এবং মূল প্রাপকদের মধ্যে সময় এবং সংস্কৃতির ব্যবধান বিদ্যমান, তবুও পত্রগুলি নতুন নিয়মের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কাছে লিখিত হয়েছিল যারা আমাদের মতোই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তাই, পৌলের পত্রগুলি শাস্ত্রে প্রাপ্ত সাহিত্যের তুলনায় আধুনিক মণ্ডলীতে প্রয়োগ করা সহজ। এগুলি নির্দিষ্টভাবে ইহুদি জাতির উদ্দেশে লেখা হয়নি, কিংবা পুরাতন নিয়মের আইনের অধীনে লোকেদের উদ্দেশে বলা হয়নি।

[69] Gordon Fee and Douglas Stuart, *How to Read the Bible for All Its Worth,* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1993) 48.

লেখার মূল পরিস্থিতি অনুবাদককে আধুনিক প্রয়োগের জন্য একটি শুরু করার জায়গা করে দেয়। ব্যাখ্যা করার একটি নীতি হল আমরা একটি লেখাকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারি যদি আমরা জানি যে এটি কে লিখেছিলেন, কে এটি পেয়েছিলেন এবং কেন এটি লেখা হয়েছিল। পত্রগুলি অনুবাদককে লেখক এবং প্রাপকদের পরিচয় জানার সুবিধা করে দেয়।

রোমীয় পুস্তকটি পৌলের লেখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গঠনাত্মক (formal)। এটি একটি পরিকল্পিত কাঠামো অনুসরণ করে। এটি প্রায় একটি ঈশতাত্ত্বিক প্রবন্ধ (theological treatise) আকারে লেখা। পৌল রোমীয় মন্ডলীর কোনো নির্দিষ্ট ত্রুটির উল্লেখ করেননি। তিনি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলেননি, যেমন তিনি যে মন্ডলীগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও পরিদর্শন করেছিলেন, সেগুলির প্রতি তার চিঠিতে করেছিলেন।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৬ষ্ঠ পর্ব, ৩ নং প্যাসেজ

রোমীয় ১৩:১-৭ পদের মূল পয়েন্ট

বিশ্বাসীদের নাগরিক সরকারের প্রতি বশীভূত হওয়া উচিত কারণ সরকার ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: পরবর্তী প্যাসেজটি অধ্যয়ন করার সময় সম্ভবত অনেক আলোচনা ও মতবিরোধ হবে। আপনার উচিত প্যাসেজটি যাতে সদস্যদের মতামত সংশোধন করতে পারে তার সুযোগ করে দেওয়া।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ১৩:১-৭ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(১৩:১-২) ঈশ্বর সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক শাসক ন্যায়নিষ্ঠ, কিন্তু ঈশ্বর চান যেন মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের কর্তৃত্বের অধীনে থাকতে অস্বীকার করা হল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। আমরা যেমন দৃশ্যমান ভাইকে না ভালবাসলে ঈশ্বরকে সত্যিকারের ভালবাসি না, তেমনি দৃশ্যমান মানব কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করেও আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে থাকার দাবি করতে পারি না। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আইনব্যবস্থার কর্মকর্তাদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করা উচিত নয়।

(১৩:৩-৪) সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হল অন্যায়কারীদের শাস্তি দেওয়া। সরকার যখন সঠিকভাবে কাজ করে, তখন দুষ্কৃতীরা ভয় পায়। সাধারণ পরিস্থিতিতে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সরকারের সাথে বিরোধ করবে না, কারণ খ্রিষ্টীয় গুণাবলি খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে একজন উত্তম নাগরিক করে তোলে। কিন্তু, ইতিহাসে বহুবার শাসকরা এমন আনুগত্য দাবি করার চেষ্টা করেছে যা কেবল ঈশ্বরেরই, এবং তারপর তারা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের তাড়না করেছে।

যে সরকার সঠিকভাবে কাজ করে তা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৪ পদ আমাদের বলে যে সরকারের কাছে ঈশ্বরের কাছ থেকে আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা আছে, এমনকি দুষ্কর্মকারীদের হত্যা করেও।

কিছু দেশের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা মনে করে যে সরকারি কোনো পদে কাজ করা অন্যায্য, বিশেষ করে এমন একটি পদ যেখানে তাদের হিংস্রতা প্রয়োগ করতে হতে পারে। এই বিশ্বাসের সাথে অনেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী এমন দেশে বাস করে যেখানে সরকার বিশ্বাসীদের তাড়না করেছে এবং অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত। যাইহোক, সরকার যদি সঠিকভাবে কাজ করে, তাহলে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পক্ষে সরকারি পদে কাজ করা ভুল নয়, কারণ সরকার ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত।

(১৩:৫) খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কেবল সরকারি শাস্তির ভয়ে নয়, কিন্তু একটি পরিষ্কার সংবেদের জন্য কর্তৃপক্ষের বশীভূত হওয়া উচিত। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অথবা আইন মানতে অস্বীকার করা হল সরকারের ভূমিকা অস্বীকার করা। কোনো সরকার থাকলে সব সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া যায় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সেই কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করতে হবে যা ব্যক্তি অধিকার রক্ষা করে, এমনকি যদি আমরা সবসময় যেভাবে সুরক্ষা করা হয় তার সাথে একমত না হলেও।

(১৩:৬-৭) একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সরকারের বৈধ কর দিতে হবে। সম্মান দেখানোর প্রথাগত উপায় অনুসরণ করুন।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৬ষ্ঠ পর্ব, ৪ নং প্যাসেজ

১৩:৮-১০ পদের মূল পয়েন্ট

প্রেম আইনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে, কারণ এটা বিশ্বাসীদেরকে অন্যদের প্রতি যা সঠিক তা করতে অনুপ্রাণিত করে।

এই পদগুলি প্রমাণ করে যে, আইনব্যবস্থা বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে না। বিশ্বাসী আইন পূরণ করে, যেহেতু অনুগ্রহে সে এখানে বর্ণিত প্রেম পেতে পারে। অনুগ্রহ শুধুমাত্র আইন লঙ্ঘনের জন্য নিছক একটি আচ্ছাদন নয়। আমাদের মধ্যে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য অনুগ্রহ ঈশ্বরের কাজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ১৩:৮-১০ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(১৩:৮) এই অর্থে ঋণী হওয়ার অর্থ হল, কারো প্রাপ্য দিতে ব্যর্থ হওয়া। কিছু ধরনের বাধ্যবাধকতা পূর্ববর্তী পদে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যদি এটি আমাদের বাধ্যবাধকতা পূরণের সম্মত উপায় হয়, তাহলে একটি সময়সূচীতে ঋণ নেওয়া ও পরিশোধ করা ভুল নয়। আমাদের আদেশ করা হয়েছে, ৭ পদের মতো, যেন আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমাদের কাছ থেকে তার যে প্রাপ্য তা প্রদান করি।

► একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী যখন তার ঋণ পরিশোধ করেন না, তখন এর ফল কী হয়?

(১৩:৯-১০) আপনি যদি আপনার মতো কাউকে সত্যিই প্রেম করেন, তা হলে আপনি তার কাছ থেকে চুরি করবেন না, তার কাছে মিথ্যা কথা বলবেন না, তার যা আছে তাতে লোভ করবেন না অথবা তার বিবাহকে লঙ্ঘন করবেন না। নিছক বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা, যেমন পৃথিবীতে সাধারণত হয়, সবসময় এই ভুলগুলির প্রতিরোধ করে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টের প্রেম, এমনকি যারা অপরিচিত ব্যক্তি, যারা আমাদের অসন্তুষ্ট করে, অথবা যাদের সামর্থ্য রয়েছে তাদের প্রতি, অন্যায় করা থেকে আমাদের বিরত করবে।

অধিকাংশ সংস্কৃতি ও ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, কিছু মানুষের প্রতি আমরা এই ধরনের ভালবাসার ঋণী, হতে পারে তারা আমাদের পরিবারের সদস্য বা উপজাতীয় সদস্য। কিন্তু তারা মনে করে যে, বাকি মানবজাতির কাছে এই ধরনের কোনো প্রেমের ঋণ নেই। তারা হয়তো বিদেশিদের অথবা নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে চুরি করা এবং অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করাকে অনুমোদনযোগ্য বলে মনে করতে পারে। খ্রিষ্ট আমাদের আদেশ দেন, যেন আমরা যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি, তাদের প্রত্যেকের প্রতি প্রেম প্রসারিত করি। লূক ১০:২৫-৩৭ পদে, আপনার প্রতিবেশীকে প্রেম করার আদেশ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার জন্য যিশু একজন শমরীয়ের গল্প বলেছিলেন, যিনি একজন আহত ইহুদিকে সাহায্য করেছিলেন।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৬ষ্ঠ পর্ব, ৫ নং প্যাসেজ

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ১৩:১১-১৪ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(১৩:১১) এই পদে পরিত্রাণ বলতে খ্রিষ্টের পুনরাগমনে চূড়ান্ত পরিত্রাণকে নির্দেশ করে। আমরা এমনভাবে জীবনযাপন করব না, যেন এই জগৎ চিরকাল থাকবে। আমাদের সেই লোকেদের মতো জীবনযাপন করা উচিত, যারা শীঘ্রই বিষয়গুলি ঘটবে বলে আশা করছে।

(১৩:১২) রাত্রি হল একটি বাক্যালংকার, যা প্রভুর আগমনের অভিমুখের সময়কে নির্দেশ করে। (এছাড়া, ২ পিতর ১:১৯ পদ দেখুন।) নতুন নিয়মে অন্ধকার প্রায়শই পাপপূর্ণ কাজের সঙ্গে জড়িত। (এছাড়া, ১ থিষলনীকীয় ৫:৪-৮ এবং ইফিষীয় ৫:১১-১৪ পদ দেখুন।)

(১৩:১৩) এখানে এক অসতর্ক পাপীর জীবন বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ভবিষ্যতের বিষয়ে চিন্তা করেন না এবং বিশেষ করে অনন্তকাল নিয়ে ভাবেন না। তিনি নৈতিকতাকে পরোয়া না করে অভিলাষে জীবনযাপন করেন। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী জীবন এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

(১৩:১৪) পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে কোনো ছাড় দেবেন না। মানবস্বভাবকে পাপের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করবেন না। জ্যোতিতে জীবনযাপন করুন এবং আপনার জীবনে এমন কিছুই না থাকুক যাতে আপনি লজ্জিত হবেন।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৬ষ্ঠ পর্ব, ৫ নং প্যাসেজ

সবসময় এমন কিছু বিষয় থাকবে যেগুলি নিয়ে অকপট বিশ্বাসীরা ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। রোমীয় ১৪ পদ নির্দেশ দেয় যে কিভাবে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যারা কিছু বিশ্বাস ও অনুশীলনে ভিন্ন তারা তবুও একে অপরকে ভালবাসতে ও সম্মান করতে এবং একসঙ্গে উপাসনা ও সেবা করতে পারে।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ১৪:১-২৩ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(১৪:১) দুর্বল ভাই হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি এমন কোনো কাজের জন্য নিজেকে দোষী বলে মনে করেন যা আসলে ঈশ্বরের দ্বারা নিষিদ্ধ নয় (১ করিন্থীয় ৮:৭-১২ পদ দেখুন)। একজন সবল ভাই হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি অপরাধবোধ ছাড়াই কোনো কাজ করতে পারেন, কারণ তিনি জানেন যে কাজ করা সত্যিই ঈশ্বরের অবাধ্যতা নয়।

(১৪:২-৩) ইহুদি আইনব্যবস্থায় খাদ্য সম্পর্কে বিধিনিষেধ ছিল। মন্ডলীতে অনেক ইহুদি খ্রিষ্টবিশ্বাসী এবং পরজাতীয়রা ছিল যারা ইহুদি আইন অধ্যয়ন করেছিল। যে ব্যক্তি খাদ্যের ব্যাপারে যেকোনো বিধিনিষেধ থেকে নিজেকে মুক্ত বলে মনে করেন, তিনি হয়তো সেই ব্যক্তিকে তুচ্ছ করার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারেন যিনি সে বিষয়ে সীমাবদ্ধ বোধ করেন। আবার, যে ব্যক্তি খাবারের নিয়মগুলি মেনে চলার চেষ্টা করেন, তিনি হয়তো অন্যদের পাপী হিসেবে বিচার করার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারেন।

(১৪:৪) ঈশ্বর তাঁর নিজ দাসদের বিচার করবেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ প্রদান করবেন। শাস্ত্রে স্পষ্ট নয় এমন বিষয়গুলি নিয়ে অন্যদের বিচার করবেন না।

বিশ্ব জুড়ে বিশ্বাসীদের মধ্যে বাপ্তিস্মের পদ্ধতি, প্রভুর ভোজ পরিবেশনের প্রণালী, বাইবেলের অনুবাদ, পোশাক-আশাক ও বিনোদনের পছন্দের মতো বিষয়গুলি নিয়ে বৈচিত্র্য রয়েছে। আমাদের খ্রিষ্টীয় একতা বজায় রাখা উচিত, কিন্তু খ্রিষ্টের দেহের মধ্যে সমরুপতা আশা করা উচিত নয়। আমাদের নীতিবাক্য হওয়া উচিৎ: ‘‘অপরিহার্য বিষয়ে ঐক্য, পরিহার্য বিষয়ে স্বাধীনতা, কিন্তু সর্ব বিষয়ে প্রেম!’’

(১৪:৫-৬) ইহুদিদের উৎসবের অনেক দিন ছিল, এবং প্রতিটির জন্য বিশেষ রীতিনীতি ছিল। বিশ্রামবার দিনটিও বিতর্কিত ছিল। এর পরিবর্তে, মন্ডলী প্রভুর দিনে মিলিত হতে ও উপাসনা করতে শুরু করেছিল (প্রেরিত ২০:৭, ১ করিন্থীয় ১৬:২, প্রকাশিত বাক্য ১:১০) এবং পরবর্তীকালে রবিবার দিনটি খ্রিষ্টীয় বিশ্রামবারের মতো হয়ে উঠেছিল। সপ্তম দিনে বিশ্রামের নীতিতে এখনও উপকারিতা রয়েছে যা আমাদের রাখা উচিত, কারণ এটি হল সৃষ্টির নীতি এবং মোশির ব্যবস্থা দেওয়ার সময় যে প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছিল তা নয়।

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার মনে দৃঢ়প্রত্যয়ী হোক‘ (১৪:৫) দেখায় যে, নির্দিষ্ট মতামত থাকা প্রয়োজনীয়। কোনো বিষয়ে তিনি যা বিশ্বাস করেন তাতে একজন ব্যক্তির অস্পষ্ট হওয়া উচিত নয়। অন্যান্য মতামতের প্রতি সহনশীলতার অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের নিজস্ব মতামত জানি না বা আমরা প্রমাণ এবং যুক্তিগুলি উপেক্ষা করি।

(১৪:৭-৯) আমরা নিজেদের মালিক নই। প্রত্যেক জীবনের উচিত খ্রিষ্টকে সম্মান করা। খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান আমাদের উদ্ধার করে, এবং আমরা তাঁরই।

(১৪:১০-১২) প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিচারের সময়ে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই, একে অপরের সম্পর্কে আমাদের মতামত কম গুরুত্বপূর্ণ।

(১৪:১৩-১৫) অন্য বিশ্বাসীকে বিঘ্ন না জন্মানোর চেষ্টা করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য সবকিছু অশুচি নয়, কারণ সবকিছুই ঈশ্বরের। কিন্তু, একজন ব্যক্তি যদি কোন বিষয়কে ভুল বলে মনে করে কিন্তু তবুও তা করে, তাহলে যেকোনোভাবেই হোক সে পাপ করেছে কারণ সে ভুল বিষয়টি করা বেছে নিয়েছে। আমরা কারো হোঁচট খাওয়ার কারণ হই যদি আমরা তাকে এমন কিছু করতে প্রভাবিত করি যা সে ভুল বলে মনে করে। (এই বিষয়ে আরেকটি শাস্ত্রপদ হল ১ করিন্থীয় ৮: ৯)

(১৪:১৬) একজন ব্যক্তির সঠিক মতবাদ (doctrine) থাকতে পারে এবং তবুও অন্যদের উপর তার প্রভাবের বিষয়ে সচেতন না থাকলে সে অন্যদের ক্ষতি করতে পারে।

(১৪:১৭) জীবনধারা অথবা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্ম কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না। এটি হল আত্মিক বিজয় এবং আত্মায় জীবন।

(১৪:১৮-১৯) ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন যখন আমরা যা কিছু করি তা খ্রিষ্টের কাছে সমর্পণ করি এবং অন্যদের গড়ে তোলার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

(১৪:২০-২৩) সমস্ত কিছুর মালিক ঈশ্বর, এবং এবং যে ব্যক্তি এটি মনে রাখে সে স্বাধীনতা পেতে পারে। যাইহোক, যদি একজন ব্যক্তি এমন কিছু করে যা সে ভুল বলে মনে করে, তবে সে সেই পছন্দ দ্বারা পাপ করছে। যে ভাই নিজেকে স্বাধীন বোধ করেন তার উচিত অন্যদের পতন এড়াতে তার স্বাধীনতা সীমিত করা।

দূর্বল ভাইকে কোন নির্দেশনা দেয়া হয় নি, তবে সে যাতে যার বেশি স্বাধীনতা আছে তার বিচার না করে। দুর্বল ব্যক্তি তার বিবেকের দ্বারা আবদ্ধ এবং তার আচরণ পরিবর্তন করতে পারে না, কিন্তু সবল ভাইয়ের বেছে নেবার ক্ষমতা রয়েছে।

পূর্ববর্তী প্যাসেজটি অধ্যয়ন করার সময় সম্ভবত অনেক আলোচনা হবে, তবে কিছু প্রশ্ন যা বিবেচনা করতে হবে তা হল:

- সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাদের মন্ডলী কোন ধরনের সমস্যাগুলি ছেড়ে দেয়?
- অন্যান্য বিশ্বাসীদের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্যগুলি দেখতে পাই যেগুলির সম্বন্ধে আমাদের আরও সহনশীল হওয়া উচিত?
- কিভাবে আমরা অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আমাদের মতামত ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্যাসেজের নীতিগুলিকে বিশ্বস্তভাবে কাজে লাগাতে পারি?

ইহূদীবাদীদের শনাক্তকরণ

ইহূদীবাদী বা জুডাইজাররা (Judaizers) কেবল ইহুদিধর্ম, অর্থাৎ ইহুদিদের ধর্মের অনুসারী ছিল না। ইহূদীবাদীরা ছিল ইহূদী যারা নিজেদের খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে দাবি করেছিল, কিন্তু তারা ভেবেছিল যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অবশ্যই ইহূদী ধর্মের চাহিদাগুলি পূরণ করতে হবে। ধর্মান্তরিত ইহুদিদের জন্য ইহুদি ধর্মের অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া কোন সমস্যা ছিল না। অনেকেই তা করেছিল, বিশেষ করে নতুন নিয়মের মন্ডলী প্রথম প্রজন্মের সময়। সমস্যা হল, যে ইহুদিরা ধর্মান্তরিত হওয়ার দাবি করেছিল, তারা অনুগ্রহের সুসমাচার বুঝতে পারেনি।

ইহুদিবাদীরা মনে করেছিল যে, পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একজন পরজাতীয় ব্যক্তির ত্বকেচ্ছদসহ ইহুদিধর্মের সমস্ত নিয়ম মেনে নেওয়া প্রয়োজন। তারা অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করে নি। এর পরিবর্তে, তারা অন্য ধর্মান্তরিতদের কাছে প্রচার করেছিল, বিভ্রান্তি ও বিভাজন নিয়ে এসেছিল। তাদের সবচেয়ে বড় নথিভুক্ত বিজয় ছিল গালাতিয়াতে, যেখানে তারা পুরো মন্ডলীকে বিপথে চালিত করেছিল। গালাতীয়দের প্রতি লেখা পৌলের পত্রটি তাদের সত্য সুসমাচারে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল।

ইহুদীদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মন্ডলী কাউন্সিলে আনা হয়েছিল, যা প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রেরিতরা বুঝতে পেরেছিল যে, ইহুদিবাদীদের পথ অনুসরণ করার অর্থ হবে অনুগ্রহের সুসমাচারকে অস্বীকার করা এবং এটিও অস্বীকার করা যে সুসমাচার পরজাতীয়দের কাছে সমানভাবে দেওয়া হয়েছে। কাউন্সির সিদ্ধান্ত সেই সমস্ত সত্যিকারের বিশ্বাসীদের সংশোধন করেছিল যারা সরলতায় বিপথগামী হয়েছিল, কিন্তু যাদের ভ্রান্ত উদ্দেশ্য ছিল তাদের থামাতে পারেনি। পৌল ইহুদিবাদীদের সুসমাচারের শত্রু বলে মনে করেছিলেন।

রোমীয় ১৪:১-১৫:১২ পদ সুসমাচারের সেই সত্যকে প্রয়োগ করে যা পৌল ইহুদি চাহিদাগুলি সম্বন্ধে পুরো চিঠিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ইহুদিদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য বিশ্বাসীদের একে অপরকে বিচার করতে হবে না। বিভাগটি একটি জোর দিয়ে শেষ হয় যে সুসমাচার সমগ্র বিশ্বের জন্য।

এ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রাংশগুলি হল রোমীয় ৪, প্রেরিত ১৫, গালাতীয় ২, ৩, ৫ এবং কলসীয় ২:১১-২৩।

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৬ষ্ঠ পর্ব, ৬ নং প্যাসেজ

পদের টীকাভাষ্য (অব্যাহত)

(১৫:১-৪) বিশ্বাসে সবল, যারা নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করে, তাদের সেই ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত, যারা বিশ্বাসে দুর্বল এবং অতিরিক্ত বিধিনিষেধমুক্ত বোধ করে না।

(১৫:৫-৭) এই পদগুলি প্যাসেজটি শেষ করেছে। লক্ষ্য হল খ্রিষ্টীয় ঐক্য। খ্রিষ্টের প্রেম হল আমাদের উদাহরণ।

ঐক্য, পুনর্জাগরণ এবং মিশনের কাহিনী

১৭২২ সালে জিনজেনডর্ফ নামে একজন জার্মান ভূস্বামী মোরাভিয়ান নির্যাতিত বিশ্বাসীদেরকে তার সম্পত্তিতে চলে যেতে এবং একটি উপনিবেশ গড়ে তুলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেখানে কয়েক শতাধিক লোক সেই সম্প্রদায়ে ছিল। তারা বিভিন্ন মতবাদ ও উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে বিভক্ত হয়ে বিবাদ করেছিল; কিন্তু ১৭২৭ সালে তারা ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার জন্য 'ভ্রাতৃপ্রতিম চুক্তি' (The Brotherly Agreement) (বর্তমানে বলা হয় The Moravian Covenant for Christian Living) তৈরি করেছিল।

সেই বছরই তারা উদ্দীপনা অনুভব করতে শুরু করে। তাদের সর্ব-রাত্রির প্রার্থনা সভা এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে বেশ কিছু দীর্ঘ উপাসনা সভা ছিল, যার মধ্যে একজন বক্তা ঈশ্বরের প্রতি সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। একটি প্রভুর ভোজের সময়, পবিত্র আত্মা লোকেদের উপর এমনভাবে পরিচালিত হয়েছিল যে, জিনজেনডর্ফ পরে সেই দিনটিকে পুনর্নবীকৃত মোরাভিয়ান মন্ডলীর পঞ্চাশত্তমীর দিন (Pentecost of the Renewed Moravian Church) হিসেবে দেখেছিলেন। যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল মহা আবেগের সাথে মিলিত হয়েছিল এবং জিনজেনডর্ফ মণ্ডলীতে অনৈক্যের জন্য স্বীকারোক্তিমূলক প্রার্থনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তারা একটি প্রার্থনা জাগরণ শুরু সভা করেছিল, যেখানে বিভিন্ন সদস্যরা পালা করে যোগ দিত,এবং এটি ১০০ বছর ধরে চলেছিল।

মোরাভিয়ান সম্প্রদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মিশনারি-প্রেরণকারী মণ্ডলীগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে। ১৭৩৩-১৭৪২ সাল পর্যন্ত, ৬০০ জনের সম্প্রদায় থেকে ৭০ জন মিশনারি হয়েছিল । ১৭৬০ সালের মধ্যে, ২৮ বছর পর, ২২৬ জন মিশনারিকে পাঠানো হয়েছিল; এবং বিশ্বব্যাপী মোরাভিয়ানদের সংখ্যা ছিল বেশ হাজার হাজার।

১১ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) এক জীবন্ত বলিদানের দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করুন।

(২) সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে কি ঘটা দরকার?

(৩) কেন আমাদের নম্র হওয়া উচিত?

(৪) *দুর্বল ভাই* এবং *সবল ভাই* শব্দগুলি ব্যাখ্যা করুন ।

(৫) ইহুদিবাদীরা (জুডাইজাররা) কারা ছিল?

১১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) বর্তমানের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য রোমীয় ১২:১-১৫:৭ পদে প্রাপ্ত কিছু ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রয়োগ করে এক পাতা রচনা লিখুন।

(২) এই কোর্সের পরিশিষ্টে দেওয়া প্রশ্নগুলির তালিকা অধ্যয়ন করে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হোন। আপনাকে অবশ্যই অন্য কারো সাহায্য ছাড়াই এবং কোনো লিখিত উপাদান না দেখে পরীক্ষা দিতে হবে।

পাঠ ১২
মিশনের জন্য দর্শন

ক্লাস লিডারের জন্য নোট

ফাইনাল পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করুন এবং গ্রুপটি এর জন্য প্রস্তুত কিনা তা নিশ্চিত করুন।

তিনটি মহান সংস্কৃতি

যে তিনটি সংস্কৃতি প্রথম শতাব্দীতে সুসমাচার পেয়েছিল, তারা বিশ্বকে গড়ে তুলেছিল। ঈশ্বর সুসমাচারকে সবচেয়ে কার্যকারী হওয়ার জন্য বিশ্বকে এমন অবস্থায় প্রস্তুত করেছিলেন।

গ্রীক সংস্কৃতি

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তদকালীন সভ্য দুনিয়া জয় করে তার সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে গ্রীক সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে এটি অন্যদের চেয়ে উচ্চতর এবং এটি তার সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা করবে। তিনি চেয়েছিলেন যেন সবাই গ্রীক ভাষায় কথা বলে এবং গ্রীক রীতিনীতিগুলি পালন করে। এটি সুসমাচারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, কারণ মিশনারিরা সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে গ্রীক ভাষায় সুসমাচার প্রচার করতে পারত।

গ্রীক চিন্তাধারার কারণে লোকেরা নিজেদেরকে প্রাথমিকভাবে একটি উপজাতি ও পরিবারের সদস্যদের পরিবর্তে ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে দেখার জন্য চালিত হয়েছিল। তাই, তারা ব্যক্তিগত ধর্মীয় পছন্দ বেছে নেবার জন্য আরও উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিল। মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে তাদের ধর্ম পরিবর্তন করা সম্ভব।

গ্রীকরা নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের নাগরিকের পরিবর্তে নিজেদেরকে বিশ্বের নাগরিক হিসেবে দেখত। তারা বুঝতে পেরেছিল যে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সত্য থাকার পরিবর্তে এমন সত্য রয়েছে যা সমস্ত মানুষের প্রতি প্রযোজ্য। এটি তাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল যে, সত্য হয়তো অন্য কোথাও থেকে তাদের কাছে আসতে পারে এবং তা কেবল তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে নয়।

গ্রীক দার্শনিকরা জীবন ও মহাবিশ্বের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা ককরেছিলেন। তারা বিশ্বাস করত যে প্রত্যেকের জীবন ব্যাখ্যা করার জন্য উত্তর রয়েছে।

গ্রীক দার্শনিকরা যুক্তি ব্যবহার করে দেখান যে প্রাচীন ধর্মগুলি ভুল ছিল। এ ছাড়াও, তারা দেবতাদের কিংবদন্তিতে মানুষকে অপ্রসন্ন করে তুলেছিল। মানবিক দোষত্রুটি সহ, অনৈতিক ও মন্দ কাজের জন্য দোষী দেবতারা ছিল মানবতার অতিরঞ্জন।

গ্রীক দার্শনিকরা জীবন ও বাস্তবতার জন্য নতুন ব্যাখ্যা প্রস্তাব করেছিলেন। প্রতিটি নতুন দর্শন নিয়ে বিতর্ক হয়, এবং কোন দর্শনই সম্পূর্ণভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে সফল হয়নি। তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি খুঁজে বের করে আলোচনা করেছিল, কিন্তু সেগুলির উত্তর দিতে পারেনি।

মানবতার আধ্যাত্মিক চাহিদা দর্শন মেটাতে পারেনি।

দর্শনবিদ্যা যে প্রশ্নগুলি করেছিল, সেগুলির উত্তর খ্রিষ্টধর্ম দিয়েছিল এবং আধ্যাত্মিক চাহিদাও পূরণ করেছিল।

► গ্রীক সংস্কৃতি কিভাবে বিশ্বকে পরিবর্তন করেছিল এবং সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল?

রোমীয় সংস্কৃতি

গ্রীক সাম্রাজ্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হওয়ার পর রোমীয় সাম্রাজ্যের বিকাশ ঘটে। রোমীয়রা অনেক দেশ জয় করেছিল এবং একতাবদ্ধ করেছিল, কিন্তু সাধারণ সংস্কৃতির অধিকাংশই তখনও ছিল গ্রীক।

রোমীয় বিজয়ের ফলে লোকেরা তাদের স্থানীয় দেবদেবীর উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল যারা তাদের সাহায্য করতে পারেনি। লোকেরা এক সর্বশক্তিমান, সর্বজনীন ঈশ্বরের কথা শুনতে আরও ইচ্ছুক হয়ে ওঠে।

রোমীয়রা অনেক দেবদেবীতে বিশ্বাস করত এবং গ্রীক পুরাণের মতো কিংবদন্তি ছিল। অনেক শিক্ষিত রোমানরা প্রকৃতপক্ষে দেবদেবীতে বিশ্বাস করত না, কিন্তু তাদের সংস্কৃতির অংশ হিসাবে ধর্ম পালন করত।

রোমীয় আইন ন্যায়বিচারের স্পষ্ট ধারণা নিয়ে এসেছিল। রোমীয় আদালত এক যুক্তিসংগত উপায়ে প্রমাণ বিবেচনা করত। এটি মানুষের অপরাধবোধ ও ধার্মিকগণনার (justification) মতবাদগুলির ভিত্তি স্থাপন করতে সাহায্য করেছিল।

রোমীয় আধিপত্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক খন্ডযুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল, যাকে *প্যাক্স রোমানা* (*Pax Romana*), রোমীয় শান্তি বলা হয়। এটি যাতায়াতকে নিরাপদ করে তুলেছিল এবং মিশনারিরা কোনো সমস্যা ছাড়াই জাতীয় সীমানা অতিক্রম করতে পারত।

রোমীয় সংস্কৃতি কিভাবে বিশ্বকে পরিবর্তন করেছিল এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল?

ইহুদি সংস্কৃতি

ইহুদিরা সভ্য বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং সর্বত্র তারা সমাজগৃহ বা সিনাগগ স্থাপন করেছিল এবং তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিল। প্রেরিতরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, মোশিকে প্রত্যেক নগরে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল (প্রেরিত ১৫:২১)। রোমে ইস্রায়েলের ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত ইহূদীদের প্রভাব ছিল।

পৌরাণিক কাহিনীর ভুলপ্রবণ, অনৈতিক দেবতাদের তুলনায় ইহুদীধর্মের একজন সার্বভৌম, পবিত্র ঈশ্বরের ধারণাটি অনেক বেশি সম্মানজনক ছিল। নৈতিক বিশৃঙ্খলার বিশ্বে ইহুদিধর্মের উচ্চ নৈতিকতা আকর্ষণীয় ছিল। খ্রিষ্টধর্ম এই নৈতিকতাগুলি শেয়ার করে নিয়েছিল, তাদের উন্নীত করেছিল, এবং একজন পাপী ব্যক্তিকে রূপান্তরিত করার এবং পবিত্র জীবনযাপনকে সক্ষম করার জন্য অনুগ্রহের সম্ভাবনা প্রচার করেছিল।

ইতিহাসে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং মশীহের প্রত্যাশা সম্বন্ধে ইহূদীধর্মের ধারণা ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগিয়েছিল। প্রত্যাশা ছিল ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে, মানুষের সমাধানে নয়। খ্রিষ্টধর্ম ঘোষণা করেছিল যে মশীহ এসেছেন এবং একটি নতুন যুগ শুরু হয়েছে।

► ইহূদী সংস্কৃতি কিভাবে বিশ্বকে পরিবর্তন করেছিল এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল?

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৭ম পর্ব

এই প্যাসেজে, প্রেরিত ব্যাখ্যা করেছেন কেন তিনি চিঠিটি লিখছেন। তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে চান, তারপর স্পেনে মিশনারি কাজ শুরু করার জন্য তাদের সাহায্য পেতে চান। চিঠির এই উদ্দেশ্যটি এর কাঠামোকে পরিচালিত করেছিল, কারণ পৌল ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সুসমাচার কী, কেন প্রত্যেকের এটি প্রয়োজন, কেন বার্তাবাহকরা গুরুত্বপূর্ণ, এবং কেন তিনি যাওয়ার জন্য যোগ্য ছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, বিশ্বব্যাপী মিশন সবসময়ই ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ১৫:৮-৩৩ পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(১৫:৮) যিশু ইহুদি পিতৃপুরুষদের প্রতি দেওয়া মশীহ সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং ইহুদি জাতি ও ধর্মের মাধ্যমে এসেছিলেন।

(১৫:৯-১২) বেশ কয়েকটা পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রেরিত দেখান যে, ঈশ্বর সবসময় সুসমাচারকে পরজাতীয়দের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। পৌল যেসমস্ত শাস্ত্রাংশগুলি উদ্ধৃত করেছেন তাতে ভাববাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে:

- পরজাতীয়রা ঈশ্বরের উপাসক হয়ে উঠবে।
- মশীহ পরজাতীয়দের উপর রাজত্ব করবেন।
- পরজাতীয়রা মশীহের উপর বিশ্বাস করবে।

(১৫:১৩-১৪) প্রেরিত রোমীয় মন্ডলীর জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং বলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন যে তারা আত্মিকভাবে শক্তিশালী। পরবর্তী পদগুলিতে তিনি তাদের মিশন কাজের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে আহ্বান করবেন। এমনকি এক আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও আত্মিকভাবে শক্তিশালী মন্ডলীও সম্পূর্ণ নয় যদি না সেটি মিশনারি কাজের দর্শন থাকে এবং সেই কাজে জড়িত থাকে।

► যদি কোনো মন্ডলীর দূরবর্তী স্থানে মিশনারি কাজকে সমর্থন করার ইচ্ছা না থাকে তাহলে কী হবে?

(১৫:১৫-১৬) পরজাতীয়দের কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার জন্য তার বিশেষ আহ্বান সম্পর্কে তিনি তাদের বলেন। এই কাজের জন্য ঈশ্বর তাকে বিশেষ আত্মিক বরদান দিয়েছেন। তার আকাঙ্ক্ষা হল, পরজাতীয় মন্ডলীগুলি যেন পবিত্র, অকৃত্রিম ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক হয়।

(১৫:১৭-১৯) ঈশ্বর তার পরিচর্যায় সাফল্য দিয়েছেন। অনেক পরজাতীয় ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হয়েছে। পরিচর্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হল যে, লোকেরা অনুতপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে জীবনযাপন করে। সাফল্যের অন্য কোন চিহ্নই এত গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি বলেছেন যে, তার পরিচর্যাও ঈশ্বরের দ্বারা অলৌকিক কাজগুলির দ্বারা চিহ্নিত। তিনি অঞ্চল জুড়ে সুসমাচার ছড়িয়ে দিয়েছেন।

(১৫:২০-২২) তার অভ্যাস ছিল এমন জায়গাগুলিতে প্রচার করা যেখানে আগে সুসমাচার প্রচার করা হয়নি। তিনি পদ্ধতিগতভাবে অঞ্চলগুলি কভার করেছিলেন। সেই অগ্রাধিকারের কারণেই তিনি রোমে যাননি, কারণ ইতিমধ্যেই সেখানে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল।

(১৫:২৩-২৪) তিনি তার নিকটবর্তী প্রতিটি এলাকায় সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন রোমীয় মন্ডলী তাদের ছাড়িয়ে তাকে যেন স্পেনে মিশনারি যাত্রা করতে সাহায্য করে। এই যাত্রা তাকে রোমে প্রচার ও সহভাগিতা করার সুযোগ দেবে এবং সেইসঙ্গে তাকে এমন এক এলাকায় পৌঁছাতে সাহায্য করবে যেখানে এখনও পৌঁছানো যায়নি।

► ব্যাখ্যা করুন যে কীভাবে প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী এবং প্রতিটি মন্ডলীই সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ঋণ রয়েছে। (যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে ১ম পাঠের ১:১৫ পদের নোটটি দেখুন।)

(১৫:২৫-২৯) প্রথমে, তিনি পরজাতীয় মন্ডলী থেকে ইহুদি মন্ডলীতে আর্থিক দান বহন করার জন্য যিরূশালেমে যাত্রা করবেন। এই উপহারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উপহার পাঠিয়ে পরজাতীয়রা ইহুদিদের কাছে তাদের ঋণ স্বীকার করছিল, কারণ ইহুদি খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তাদের কাছে সুসমাচার নিয়ে এসেছিল। উপহার গ্রহণ করার মাধ্যমে ইহুদিরা স্বীকার করবে যে পরজাতীয়রাও একই মন্ডলীভুক্ত। পৃথক খ্রিষ্টীয় ধর্ম থাকবে না। এই কারণেই পৌল তাদের প্রার্থনা করতে বলেছিলেন যেন ইহুদি বিশ্বাসীরা সেই উপহার গ্রহণ করে।

(১৫:৩০-৩৩) তিনি তাদের প্রার্থনা করতে বলেছিলেন, যেন তিনি যিরূশালেমের অবিশ্বাসী ইহুদিদের কাছ থেকে বিপদমুক্ত হন, যাতে তিনি রোমে আসতে সক্ষম হন। এই প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়েছিল বটে, তবে তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবে নয়। ইহুদি শাসকদের দ্বারা যিরূশালেমে গ্রেপ্তার হওয়ার পর পৌল বন্দী হিসেবে রোমে আসেন, রোমীয় রাজ্যপাল তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বিচারের জন্য রোমে পাঠিয়েছিলেন। (কাহিনীটি প্রেরিত ২১:২৬ পদে শুরু হয়ে প্রেরিত পুস্তকের শেষ অংশে রয়েছে।) আমরা জানি না যে, পৌল কখনো স্পেনে গিয়েছিলেন কি না।

► পৌলের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা কিভাবে ঈশ্বরের দূরদর্শিতা দেখতে পাই, এমনকি যদি তার পরিকল্পনা অনুযায়ী স্পেন সফর নাও ঘটে থাকে?

প্যাসেজের অধ্যয়ন - রোমীয় ৮ম পর্ব

১৬ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

পৌলের অন্য যেকোনো পত্রের তুলনায় এই পত্রে নাম অনুসারে আরও বেশি শুভেচ্ছা রয়েছে। হতে পারে যে, যেহেতু তিনি রোমে যাননি, তাই তিনি মন্ডলীর সাথে তার সম্পর্ক শুরু করতে সাহায্য করার জন্য সেখানে থাকা তার সমস্ত পরিচিতদের উল্লেখ করেছিলেন।

► একজন শিক্ষার্থীকে গ্রুপের জন্য রোমীয় ১৬ অধ্যায় পড়তে হবে।

পদের টীকাভাষ্য

(১৬:১-২) ফৈবী সম্ভবত যারা এই চিঠিটি বহন করেছিল তাদের সঙ্গে ছিলেন। পৌল তাদেরকে তার পরিচর্যায় সাহায্য করতে বলেছিলেন কারণ তিনি অনেক মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছিলেন। সাহায্যের জন্য সবচেয়ে ভাল ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ইতিমধ্যেই অন্যদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

(১৬:৩-৪) আক্বিলা এবং প্রিস্কিল্লা পৌলের জন্য তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। (তাদের সম্পর্কে আরও ইতিহাস জানার জন্য প্রেরিত ১৮:১-৩, ২৪-২৬ পদ দেখুন।)

(১৬:৭, ১১, ২১) পৌলের আত্মীয়স্বজনের নাম এই পদগুলিতে রয়েছে।

(১৬:১৩) উল্লেখিত মহিলাটি সম্ভবত আক্ষরিকভাবে পৌলের মা নন। রূফ হয়তো কুরীণিয় শিমোনের পুত্র যিনি যিশুর ক্রুশ বহন করেছিলেন, কারণ মার্ক ১৫:২১ পদে তার নাম এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন তিনি পরবর্তী সময়ে মন্ডলীতে পরিচিত ছিলেন।

(১৬:১৭-১৮) এমন অনেক মানুষ আছে যারা তাদের নিজস্ব অনুগামীদল গড়ে তোলার জন্য মন্ডলীর মৌলিক সত্যগুলি থেকে অন্যদের সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তারা খ্রিষ্টের সেবা করে না, বরং তাদের নিজেদের অভিলাষ পূরণ করে। তাদের বার্তা পরিত্রাণের সঠিক মতবাদের পরিপন্থী। (৩ যোহন ১:৯-১০ এবং ২ পিতর ২:১-৩ পদ দেখুন।)

(১৬:১৯) সত্য সম্বন্ধে আমাদের যতটা সম্ভব শিখতে হবে। মন্দ সম্বন্ধে আমাদের বেশি জানার প্রয়োজন নেই। যে-লোকেরা মন্দ বিষয়গুলি নিয়ে অধ্যয়ন করে, তারা এক অস্বাস্থ্যকর আকর্ষণ এবং তাদের চিন্তাভাবনাকে বিকৃত করার বিপদের সম্মুখীন হয়।

(১৬:২০) শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টের কাজের মাধ্যমে মন্ডলী শয়তানকে পরাজিত করবে (আদিপুস্তক ৩:১৫)।

(১৬:২২) তর্তিয় (Tertius) লেখক ছিলেন না, কিন্তু পৌল তাকে যা যা বলেছিলেন তেমনই তিনি চিঠিটি লিখেছিলেন।

(১৬:২৫-২৭) এই পদগুলি পত্রের প্রধান বিষয়গুলি তুলে ধরে। "আমার সুসমাচার" এবং "যীশু খ্রীষ্ট-বিষয়ক ঘোষণা" বাক্যাংশগুলি লক্ষ্য করুন । তিনি আবারও বলেন যে, সুসমাচার হল এক নতুন প্রত্যাদেশ বা প্রকাশ (revelation) এবং ভাববাদীদের পুরাতন বার্তা উভয়ই। তিনি মিশনের চূড়ান্ত রেফারেন্স দিয়ে শেষ করেন, তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে বার্তাটি সমস্ত জাতির জন্য। মিশন কাজের লক্ষ্য সেই একই রকম রয়েছে যা যিশু মহান আজ্ঞায় বলেছিলেন (মথি ২৮:১৯-২০): মানুষকে খ্রিষ্টের আনুগত্যে নিয়ে আসা। চিঠিটি শেষ হয়েছে যেভাবে এটি শুরু হয়েছিল, যেমন ১:৫ পদ বলে: পরিচর্যার উদ্দেশ্য হল সমস্ত জাতির মানুষকে ঈশ্বরের আনুগত্যে নিয়ে আসা।

রোমীয় পুস্তক থেকে একটি সুসমাচার উপস্থাপনা

কেবলমাত্র রোমীয় পুস্তকের পদগুলি ব্যবহার করেই সুসমাচার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সুসমাচারের এই উপস্থাপনাটিকে কখনও কখনও "রোমীয় পথ" (Roman Road) বলা হয়।

প্রতিটি রেফারেন্সের জন্য প্রথম বাক্যটি মনে রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

রোমীয় ৩:২৩

"কারণ সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হয়েছে।"

প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কাজ করে পাপ করেছে যা তারা জানে যে তা ভুল। এই পদটি মানুষের আসল সমস্যাটিকে তুলে ধরে। তারা ঈশ্বরের বাধ্য হয়নি; তারা জেনেশুনে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে। কোনো মানুষই এর ব্যতিক্রম নয়। সর্বদা যা সঠিক তা করার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এই পয়েন্টটিতে আরো জোর দেওয়ার জন্য আপনি রোমীয় ৩:১০ ("ধার্মিক কেউই নেই, একজনও নেই") এবং রোমীয় ৫:১২ ("সব মানুষের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হল কারণ সকলেই পাপ করেছিল") ব্যবহার করতে পারেন।

রোমীয় ৬:২৩

"পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু, খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।"

পাপীরা অনন্ত মৃত্যুর যোগ্য, কিন্তু ঈশ্বর যিশুর মাধ্যমে অনন্ত জীবনের প্রস্তাব দিয়েছেন।

এই পদটি দেখায় যে কেন পাপ এতটা গুরুতর। পাপের কারণে, মৃত্যুর শাস্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে। এটি হল অনন্ত মৃত্যু, ঈশ্বরের বিচার, যা প্রত্যেক পাপীর প্রাপ্য।

আমরা যে মৃত্যু অর্জন করেছি তার বিপরীতে, ঈশ্বরের জীবনের উপহার দিয়েছেন, যা আমরা অর্জন করিনি।

রোমীয় ৫:৮

"কিন্তু ঈশ্বর এভাবে তাঁর প্রেম আমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন: আমরা যখন পাপী ছিলাম তখন খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন।"

আমাদের জন্য ঈশ্বরের উপহার খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা প্রদান করা হয়েছে।

আমরা যে বিচারের যোগ্য তা আমরা ভোগ করি, এমন ইচ্ছা ঈশ্বরের ছিল না। যেহেতু তিনি আমাদের ভালোবাসেন, সেহেতু আমরা যাতে করুণা পেতে পারি তার জন্য ঈশ্বর আমাদের জন্য একটি উপায় জুগিয়েছিলেন। যিশু এক বলিদান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যাতে আমরা ক্ষমা পেতে পারি। আমরা পরিত্রাণ লাভের জন্য কিছু করব সেই অপেক্ষায় ঈশ্বর থাকেননি – আমরা পাপী থাকা অবস্থাতেই এটি আমাদের কাছে এসেছে। পরিত্রাণ উত্তম ব্যক্তিদের জন্য নয়, বরং পাপীদের জন্য দেওয়া হয়েছে।

রোমীয় ১০:৯

"যদি তুমি … স্বীকার করো … বিশ্বাস করো … তুমি পরিত্রাণ পাবে।"

পাপীর জন্য পরিত্রাণের একমাত্র শর্ত হল যে সে নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করে এবং ঈশ্বরের ক্ষমার প্রতিজ্ঞাকে বিশ্বাস করে।

অনুতাপের বিষয়টি কি? যদি একজন ব্যক্তি স্বীকার করে যে সে অন্যায় করেছে এবং ক্ষমা পেতে চায়, তাহলে সে বোঝায় যে সে তার পাপগুলি ত্যাগ করতে ইচ্ছুক।

রোমীয় ১০:১৩

"যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে।"

পরিত্রাণের প্রস্তাব প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রদত্ত। কেউ এর বাইরে নয়। কোনো অন্য যোগ্যতার অস্তিস্ত্ব নেই।

রোমীয় ৫:১

"বিশ্বাসের মাধ্যমে যেহেতু আমরা নির্দোষ গণ্য হয়েছি, … ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপিত হয়েছে।"

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করা আমাদের ঈশ্বরের বন্ধু করে তোলে, আর দোষী বলে গণ্য হই না।

ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তির অর্থ হল আমরা আর তাঁর শত্রু নই; আমরা পুনর্মিলিত হয়েছি। যে পাপ ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের পৃথক করেছিল তা পথ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ধার্মিকগণিত হওয়ার অর্থ হল আর দোষী নয় বলে গণ্য হওয়া। বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়ার অর্থ হল আমাদের ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করা জরুরি।

রোমীয় ৮:১

"অতএব, এখন যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তাদের প্রতি কোনও শাস্তি নেই"

যেহেতু আমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই আমরা যে পাপ করেছি তার জন্য আমরা আর দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নই।

খ্রিষ্ট এক পাপহীন জীবন যাপন করেছিলেন এবং ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর দ্বারা ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছিলেন। বিশ্বাসের দ্বারা আমরা তাঁর সঙ্গে চিহ্নিত হই, এবং পিতা ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হই। ঈশ্বর আমাদের এমনভাবে আচরণ করেন যেন আমরা কখনও পাপ করিনি।

উপসংহার

ব্যাখ্যা করুন যে একজন অবিশ্বাসী ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, নিজেকে একজন পাপী বলে স্বীকার করে, এবং তার জন্য যিশুর বলিদানের ভিত্তিতে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে পরিত্রাণ পেতে পারে।

শেখার এবং অনুশীলনের জন্য

এই পদ্ধতিটি শেখার এবং তা অনুশীলন করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল, রোমীয় পুস্তকের যে পদগুলি ব্যবহার করবেন সেগুলি আপনার বাইবেলে গোল দাগ দেওয়া বা আন্ডারলাইন করা। এরপর, ব্যবহারের ক্রম অনুযায়ী প্রতিটির পাশে একটি নম্বর লিখুন। উদাহরণস্বরূপ, যে পদটি প্রথমে ব্যবহার করা হবে তার পাশে **১** নম্বর লিখুন।

সুসমাচার উপস্থাপন করা অনুশীলন করুন। প্রতিটি পদ পড়ুন এবং সেটির সঙ্গে যে ব্যাখ্যা রয়েছে তা বলুন। প্রতিটি পদের (উপরে দেওয়া) পরে প্রথম বাক্যেটিতে যে ধারণাগুলি রয়েছে তা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন। তারপরে, যদি সহায়ক বলে হয়, যা কিছু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন তার জন্য অন্যান্য বাক্য ব্যবহার করুন। এই পাঠে দেওয়া শব্দগুলি হুবহু ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

যতক্ষণ না আপনি কেবল বাইবেলের সাহায্য ছাড়া অন্য কিছু না দেখে এটি করতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অভ্যাস করুন।

১২ নং পাঠের পর্যালোচনামূলক প্রশ্ন

(১) প্রথম শতাব্দীতে সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনটি মহান সংস্কৃতি কিভাবে বিশ্বকে প্রস্তুত করেছিল, তা ব্যাখ্যা করুন।

(২) কীভাবে প্রেরিত দেখিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর সবসময় পরজাতীয়দের কাছে যাওয়ার জন্য সুসমাচারের পরিকল্পনা করেছিলেন?

(৩) যিরূশালেমের মন্ডলীর জন্য উপহারটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

(৪) কীভাবে পৌল রোমে এসেছিলেন?

পর্যালোচনা এবং ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্ন সকল

পাঠ ১

(১) কেন পৌল রোমীয় বিশ্বাসীদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন?

(২) কেন পৌল রোমে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন?

(৩) নতুন নিয়মের পত্রগুলিতে *যিশুখ্রিষ্ট আমাদের প্রভু* পরিভাষাটির অর্থ কী?

(৪) পুনরুত্থান কীভাবে যিশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করেছিল?

(৫) বর্বর শব্দটি ব্যাখ্যা করুন (রোমীয় ১:১৪)।

(৬) সুসমাচার প্রচারকের কেন সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার ঋণ রয়েছে?

(৭) রোমীয় পুস্তকের কেন্দ্রীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি কী?

(৮) রোমীয় পুস্তকে *মৃত্যু* বলতে কী বোঝায়?

(৯) রোমীয় পত্র অনুযায়ী, ঈশ্বরের বিচার থেকে কে বা কারা রেহাই পাবে?

পাঠ ২

(১০) কোন উপায়ে মানুষ 'সাধারণ প্রকাশ' লাভ করে?

(১১) শাস্ত্র ছাড়াই সব মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে কী জানে?

(১২) 'বিশেষ প্রকাশ' কী?

(১৩) মূর্তিপূজা কী?

(১৪) দু'টি উপায়ে যা পাপ-প্রবৃত্তি মানুষের চিন্তাভাবনার উপর প্রভাব ফেলে।

পাঠ ৩

(১৫) অ্যাপোক্যালিপটিক শাস্ত্র কী বর্ণনা করে?

(১৬) কেন যিহুদিরা অনুগ্রহ পাওয়ার আশা করেছিল?

(১৭) কিভাবে একজন ব্যক্তিকে ধার্মিক করা হয়?

(১৮) কীভাবে একজন ব্যক্তি দেখাতে পারেন যে তার কাছে উদ্ধারকারী বিশ্বাস রয়েছে?

(১৯) একজন ইহুদির জন্য ত্বকচ্ছেদের তাৎপর্য কী ছিল এবং একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য এটি কীসের প্রতীক ছিল?

পাঠ ৪

(২০) ক্যালভিনের ‘সাধারণ অনুগ্রহ‘ (common grace) ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

(২১) ওয়েসলির “আগে যে অনুগ্রহ আসে” (“the grace that comes before”) ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

(২২) রোমীয় ৩:১৯ পদে, “প্রত্যেকের মুখ বন্ধ” করা এর অর্থ কী?

(২৩) রোমীয় ৩ অধ্যায়ে ইহুদিদের কোন বড় সুবিধার উল্লেখ করা হয়েছে?

(২৪) কীভাবে উপাসনার পদ্ধতিগুলি আমাদের উপকৃত করে?

(২৫) রোমীয় ৩:১০-১৮ পদ কী দেখায়?

(২৬) কারা আইনের অধীনে রয়েছে? (রোমীয় ৩:১৯-২০)

পাঠ ৫

(২৭) একজন ব্যক্তির যদি উদ্ধারকারী বিশ্বাস (saving faith) থাকে, তাহলে তিনি কি বিশ্বাস করেন?

(২৮) প্রায়শ্চিত্তের (atonement) মাধ্যমে সমাধানের দ্বিধা বা উভয়সঙ্কটটি কি ছিল?

(২৯) প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে দ্বিধা বা উভয়সংকটের সমাধান করেছিল?

(৩০) *ধার্মিকগণিত হওয়ার* (justification) অর্থ কি?

(৩১) কীভাবে একজন ব্যক্তি আইনব্যবস্থাকে ধার্মিকতার মান হিসেবে তুলে ধরেন? (রোমীয় ৩:৩১)

(৩২) অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞা কী ছিল?

(৩৩) বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া (justification) সম্বন্ধে দায়ূদ কী বলেছিলেন?

(৩৪) অব্রাহামের আত্মিক সন্তানরা কারা?

(৩৫) রোমীয় ৫:১৫ পদ থেকে আমরা কীভাবে জানতে পারি যে, পরিত্রাণ প্রত্যেককে দেওয়া হয়?

পাঠ ৬

(৩৬) পাপ কী তা বোঝা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(৩৭) ইচ্ছাকৃত পাপের (willful sin) সংজ্ঞা কী?

(৩৮) রোমীয় ৬ অধ্যায়ে পৌল কোন ভুল ধারণার উত্তর দিয়েছিলেন?

(৩৯) পাপের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ কী?

(৪০) অনুগ্রহের অধীন হওয়ার অর্থ কী?

(৪১) আইনের অধীনে থাকার অর্থ কী?

(৪২) ঈশ্বর এবং পাপ উভয়ের পরিচর্যা করা অসম্ভব কেন?

(৪৩) *পুরনো সত্তা* (old self) কথাটির অর্থ কী?

পাঠ ৭

(৪৪) পুরাতন নিয়মের আনুষ্ঠানিক এবং নাগরিক আইনগুলির এখনো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করুন।

(৪৫) আইনের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ কী?

(৪৬) *মাংসে* কথাটির দুটি ব্যবহার কী কী?

(৪৭) কীভাবে আইন পাপকে আরো খারাপ করে তোলে?

(৪৮) কেন সুসমাচার প্রচারের জন্য আইন গুরুত্বপূর্ণ?

পাঠ ৮

(৪৯) কেন আইনের পক্ষে পরিত্রাণের উপায় হওয়া অসম্ভব ছিল?

(৫০) এই কথাটির অর্থ কী যে একজন বিশ্বাসী আর মাংসিক নয়?

(৫১) কীভাবে আইন একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনকে পরিচালনা করে?

(৫২) আত্মার সাক্ষ্য কী?

(৫৩) অন্তিম বা চূড়ান্ত পরিত্রাণ কী?

(৫৪) কোন সমস্যাগুলি দেখা যাবে যদি লোকেরা দেহের পুনরুত্থান অস্বীকার করে?

(৫৫) বিশ্বাসীর নিরাপত্তা কী?

পাঠ ৯

(৫৬) আমরা কীভাবে জানতে পারি যে ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর ন্যায়বিচার বুঝতে পারি?

(৫৭) কেন আমাদের জন্য এটি দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ?

(৫৮) ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের একটি বাইবেলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কী?

(৫৯) রোমীয় ৯ অধ্যায়ের মূল পয়েন্ট বা বিষয়বস্তুটি কী?

(৬০) ইস্রায়েলের আত্মিক সুবিধাগুলি কী কী ছিল?

(৬১) খ্রিষ্টধর্ম এবং ইহুদি ধর্মের মধ্যে পাঁচটি সংযোগ কী কী?

(৬২) ঈশ্বরের যাকোবকে বেছে নেওয়ার বিষয়ে রোমীয় ৯ অধ্যায় কী বলে?

(৬৩) কেন আমরা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে আনন্দ করতে পারি?

পাঠ ১০

(৬৪) রোমীয় ১০ অধ্যায়ের মূল পয়েন্টটি কী?

(৬৫) কীভাবে ইহুদিরা নিজেদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল?

(৬৬) কীভাবে আমরা জানতে পারি যে যিশু আসার আগে যে লোকেরা ছিল তারা কাজ দ্বারা পরিত্রাণ পায়নি?

(৬৭) এই কথাটির অর্থ কী যে পরিত্রাণ আমাদের হৃদয়ে এবং মুখে রয়েছে?

(৬৮) কেন মিশনারির বার্তা জরুরী?

(৬৯) রোমীয় ১১ অধ্যায়ে গাছের শাখা-প্রশাখার দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করুন।

(৭০) পুরাতন নিয়মের তিন ধরণের প্রতিজ্ঞা তালিকাভুক্ত করুন।

পাঠ ১১

(৭১) এক জীবন্ত বলিদানের দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করুন।

(৭২) সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে কি ঘটা দরকার?

(৭৩) কেন আমাদের নম্র হওয়া উচিত?

(৭৪) *দুর্বল ভাই* এবং *সবল ভাই* শব্দগুলি ব্যাখ্যা করুন ।

(৭৫) ইহুদিবাদীরা (জুডাইজাররা) কারা ছিল?

পাঠ ১২

(৭৬) প্রথম শতাব্দীতে সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনটি মহান সংস্কৃতি কিভাবে বিশ্বকে প্রস্তুত করেছিল, তা ব্যাখ্যা করুন।

(৭৭) কীভাবে প্রেরিত দেখিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর সবসময় পরজাতীয়দের কাছে যাওয়ার জন্য সুসমাচারের পরিকল্পনা করেছিলেন?

(৭৮) যিরূশালেমের মন্ডলীর জন্য উপহারটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

(৭৯) কীভাবে পৌল রোমে এসেছিলেন?

সুপারিশকৃত পুস্তক সমূহ

Alford, Henry. *The Greek New Testament.* Chicago: Moody Press, 1968. অনলাইনে এটিতেও উপলব্ধ: https://studylight.org/commentaries/eng/hac.html

Greathouse, William. "Romans" in *Beacon Bible Commentary, Vol. VIII*. Kansas City: Beacon Hill Press, 1968. অনলাইনে এটিতেও উপলব্ধ: https://archive.org/details/beaconbiblecomme0000grea/page/n19/mode/2up

Kinlaw, Dennis. "Lectures on Romans" Audio series. Wilmore, KY: Francis Asbury Society.

Wesley, John. *Explanatory Notes Upon the New Testament.* London: Epworth Press, 1976. অনলাইনে এটিতেও উপলব্ধ: https://studylight.org/commentaries/eng/wen.html

Wesley, John. *Wesley's Works.* বিশেষ করে নিম্নলিখিতগুলি:

- "Justification by Faith" https://holyjoys.org/justification-by-faith/
- "Predestination Calmly Considered" https://holyjoys.org/predestination-calmly-considered/
- "Dialogue between a Predestinarian and His Friend" https://holyjoys.org/john-wesleys-dialogue-between-a-predestinarian-and-his-friend/
- "The Origin, Properties, and Use of God's Law" https://holyjoys.org/john-wesley-on-the-origin-properties-and-use-of-gods-law/
- "The Law Established by Faith: Discourse I" https://holyjoys.org/the-law-established-through-faith-discourse-1/
- "The Law Established by Faith: Discourse II" https://holyjoys.org/john-wesley-on-the-law-established-through-faith-discourse-2/
- "First Dialogue between an Antinomian and His Friend" https://holyjoys.org/first-dialogue-between-an-antinomian-and-his-friend/
- "Second Dialogue between an Antinomian and His Friend" https://holyjoys.org/second-dialogue-between-an-antinomian-and-his-friend/

Yocum, Dale. *Dr. Yocum Teaches the Epistles of Paul*. Salem, OH: Schmul, 1992.

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড

শিক্ষার্থীর নাম ____

পাঠ	লেখার অ্যাসাইনমেন্ট
১	
২	
৩	
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	
৯	
১০	
১১	

প্রচার/পাঠের অনুশীলন	
তারিখ	দলের ধরণ

৯ নং পাঠ কথোপকথনের অ্যাসাইনমেন্ট

ফাইনাল পরীক্ষার নম্বর

Shepherds Global Classroom থেকে Certificate of Completion-এর জন্য আবেদন আমাদের ওয়েবপেজ www.shepherdsglobal.org-এ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষক এবং সহায়তাকারীরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ করলে সার্টিফিকেটগুলি SGC-এর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ডিজিটালভাবে সার্টিফিকেট প্রেরণ করা হবে।